স্মার্তশ্রেষ্ঠ রঘুনন্দন ভট্টাচার্য
প্রণীতম
মহামহোপাধ্যায় হৃষিকেশ শাস্ত্রী কৃত
বঙ্গানুবাদেন
দুর্গোৎসব তত্ত্বম

অথ দুর্গোৎসবতত্ত্বম্।

''স্মৃতিতত্ত্বে মহাদেবীং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণীং।
নত্বা বদতি তৎপূজাকালং শ্রীরঘুনন্দনঃ।।''

মার্কণ্ডেয়পুরাণে,

''শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী''তি।

যথা,—

''মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যং প্রতিমাসন্তু বৎসরং।
প্রতিসংবৎসরঞ্চৈব আদ্যমেকাদশেঽহনি।।''

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনে শ্রাদ্ধস্য প্রতিসংবৎসরকর্ত্তব্যত্বশ্রুতেঃ,

যথা বা ''প্রতিসংবৎসরানাগ্রহায়ণেষ্টিং কুর্য্যাদি''তি প্রতিসংবৎসরকর্ত্তব্যত্বশ্রুতেঃ, সাংবৎসরিকং বিশেষণং প্রতীয়তে, তথাত্রাপি 'বার্ষিকী'তি শ্রবণাৎ।

''প্রতিসংবৎসরং কুর্য্যাৎ স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনম্।''

ইত্যত্র প্রতিসংবৎসরশ্রুতেঃ, প্রাগুক্তশরৎকাল ইতি শ্রুতেশ্চ বর্ষশরদোর্নিমিত্তত্বেন, 'বার্ষিকশরৎকালীনে'তি দুর্গাপূজায়া বিশেষণং প্রতীয়তে। ততশ্চ বার্ষিকশরৎকালীনদুর্গাপূজা ইত্যেকবচনান্তনির্দেশাত্তত্তৎকল্পোক্তনানাদিনসাধ্যাপ্যেকৈব পূজা প্রতীয়তে।

''শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী শুভা।
তাং তিথিত্রয়মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ।।''

ইতি লিঙ্গপুরাণীয়ে ''চতুঃকর্ম্মময়ী''ত্যনেন চতুরবয়বত্বেনাভিধানাৎ স্নপনপূজনবলিদানহোমরূপা, বক্ষ্যমাণযুক্তেশ্চ। সা চ প্রতিবর্ষং কর্ত্তব্যা, দুর্গায়া ইত্যুপক্রম্য।

''দ্বিশরীরে চরে চৈব লগ্নে কেন্দ্রগতে রবৌ।
বর্ষে বর্ষে বিধাতব্যং স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনম্।।''

ইতি দেবীপুরাণবচনে বীপ্সাশ্রুতেঃ। অত্র দ্বিশরীরে কন্যায়াং, চরে তুলায়াং, তদানীমন্যদ্বিশরীরাদেঃ পূর্ব্বাহ্ণে অসম্ভবাৎ। কেন্দ্রগতে লগ্নগতে।

''সংবৎসরব্যতীতে তু পুনরাগমনায় চে''তি মন্ত্রলিঙ্গাচ্চ।। ১৩৪।।

সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়কর্ত্রী মহাদেবীকে প্রণাম করিয়া শ্রীরঘুনন্দন স্মৃতি মতে

তাহারই পুজার কাল বলিতেছেন। আমরা মার্কণ্ডেয়পুরাণে দেখিতে পাই—শরৎকালে যে বার্ষিকী পুজা করা হয়।''

প্রতিমাস, বৎসরান্তে, এবং প্রতি সম্বৎসর, মৃত তিথিতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য; আর একাদশদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।'' এই যাজ্ঞবল্কীয় বচনে প্রতি সম্বৎসর পদ ব্যবহার হেতু শ্রাদ্ধের যেমন প্রতি বৎসর -কর্ত্তব্যত্ব বুঝাইতেছে, এবং ''প্রতি সম্বৎসর আগ্রহায়ণেষ্টি করিবে।'' এই বাক্যে যেমন প্রতি সম্বৎসর পদের ব্যবহার নিবন্ধন, আগ্রহায়ণেষ্টিও সাম্বৎসরিক— অর্থাৎ প্রতি বৎসরকর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে, সেইরূপ উক্ত মার্কণ্ডেয় পুরাণের বচনে 'বার্ষিক' পদের ব্যবহার থাকায়, দূর্গোৎসবও যে প্রতি বৎসর কর্ত্তব্য, ইহাই প্রতীত হইতেছে। ''প্রতি সম্বৎসর স্থাপন এবং বিসর্জ্জন করিবে'' এই বচনে ''প্রতি সম্ববৎসর'' পদের ব্যবহার হেতু এবং পুর্ব্ববচনে ''শরৎকালে'' এই সপ্তম্যন্ত পদের ব্যবহার, নিবন্ধন, বার্ষিক পুজাতে বৎসর, এবং শরৎকাল নিমিত্ত হওয়ায়, দূর্গাপুজার বার্ষিক শরৎকালীন (প্রতি বৎসর শরৎকালে কর্ত্তব্য) এই বিশেষণটি যে ব্যবহৃত হইবে ইহাই প্রতীত হইতেছে। এবং বার্ষিক শরৎকালীন পদটিতে একবচনের প্রয়োগ থাকায় নানাবিধ কল্পনুসারে পুজাটি অনেদিন ধরিয়া সম্পাদনীয় হইলেও, পুজাটি যে একই, ইহাও প্রতীত হইতেছে দিকফল শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ী। ইহা শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে ভক্তিপূর্বক তিনদিন ধরিয়া করিবে। '' এই লিঙ্গ-পুরাণের বচনে 'চতুঃকর্ম্মময়ী' দ্বারা পুজার চারটি অবয়ব প্রতিপাদন করায়, এবং বক্ষ্যমাণ যুক্তি অনুসারেও স্নপন, পুজন, বলিদান এবং হোম, এই চারটি যে পুজার অবয়ব, হইাই প্রতীত হইতেছে। ''দ্বিশরীর (১) লগ্নেই হৌক্ বা চরলগ্নেই হৌক্, রবি কেন্দ্রগত বর্ষে বর্ষে স্থাপন এবং বিসর্জ্জন করিবে।'' দেবীপুরাণের এই বচনে বর্ষে বর্ষে এইরূপ বীপ্সা-শ্রুতিহেতু, সেই পূজা যে প্রতি বৎসর কর্ত্তব্য, ইহাও হইতেছে। এই বচনস্থিত দ্বিশরীর শব্দের দ্বারা কন্যা, এবং চর শব্দ দ্বারা তুলা বুঝিতে হইবে। কেননা সেই সময় পূর্ব্বাহ্ণে কন্যা ভিন্ন দ্বিশরীর এবং তুলা ভিন্ন চরলগ্ন হইতেই পারে না। কেন্দ্রগত শব্দের অর্থ লগ্নগত। পূজা যে প্রতি বৎসর কর্ত্তব্য তদ্বিষয় ''সম্বৎসর অতীত হইলে পুনর্ব্বার আগমনের নিমিত্ত'' এই মন্ত্রটিও অপর প্রমাণ।১৩৪।।

(১) রাশির উদয়ের নাম লগ্ন। লগ্নদিগের মধ্যে কতকগুলি দ্বিশরীর দ্ব্যাত্মক দুইটি যেমন মিলিত, যেমন—কন্যা, মিথুন, ধনু এবং মীন এই চারিটি। চরলগ্নও চারটি যথা—তুলা, মেষ, কর্কট, ও মকর, এই দুইএর অবশিষ্ট চারটিকে স্থির লগ্ন বলে, যেমন সিংহ, বৃষ, বৃশ্চিক এবং কুম্ভ। প্রস্তাবিত স্থলে অর্থাৎ শরৎকালীন পূজার দ্বিশরীর শব্দের অর্থ কন্যা এবং চর শব্দের অর্থ তুলা ধরিতে হইবে; কেন না, শরৎকালে পূর্ব্বাহ্ণে অপর দ্বিশরীর বা চরলগ্ন হইতে পারে না। রবি, কন্যা এবং তুলার মধ্যে একটি লগ্নে গত হইলে, প্রতিবর্ষে পূজা করিবে।

সা পূজা নিত্যা বীপ্সাশ্রুতেরকরণে প্রত্যবায়শ্রুতেশ্চ। যথা, শারদীয়পূজামধিকৃত্য কালিকাপুরাণং,—

"যো মোহাদথবালস্যাদ্দেবীং দুর্গাং মহোৎসবে।
ন পূজয়তি দম্ভাদ্বা দ্বেষাদ্বাপ্যথ ভৈরব।
ক্রুদ্ধা ভগবতী তস্য কামানিষ্টান্নিহন্তি বৈ।"

বিধিসমভিব্যাহৃতফলশ্রুতেঃ কাম্যা চ। যথা তত্রৈব,—

"কৃত্বৈবং পরমামাপুর্নির্বৃতিং ত্রিদিবৌকসঃ।
এবমন্যৈরপি সদা দেব্যাঃ কার্য্যং প্রপূজনং।
বিভূতিমতুলাং লব্ধুং চতুর্বর্গপ্রদায়িকম্।।"

"পূজয়ে"দিত্যধিকৃত্য ভবিষ্যোত্তরেঽপি,—

"ভবানীতুষ্টয়ে পার্থ সংবৎসরসুখায় চ।
ভূতপ্রেতপিশাচানাং নাশার্থঞ্চোৎসবায় চ।।"

দেবীপুরাণং,—

"তুষ্টায়াং নৃপ দুর্গায়াং নিমেষার্দ্ধেন যৎ ফলং।
ন তদ্বক্তুং মহেশোঽপি শক্তো বর্ষশতৈরপি।"

এবঞ্চাতুলবিভূত্যাদিমিলিতং বা, ভবানীপ্রীতির্ব্বা, তত্তৎকল্পোক্তং বা, ফলং নির্দ্দেশ্যমিতি।। ১৩৫।।

এই পূজাটি নিত্য, কেননা পূজা-বিধায়ক বাক্যে 'বর্ষে বর্ষে' এইরূপ বীপ্সার ব্যবহার করা হইয়াছে, এবং উহার অকরণে দোষ (পাপ) হইবার কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। শারদীয় পূজাপ্রসঙ্গে কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে, "হে ভৈরব! মহোৎসবকালে যে ব্যক্তি মোহবশতই হৌক, আলস্যনিবন্ধনই হৌক্ অথবা দম্ভ করিয়াই হৌক্, দুর্গাদেবীর পূজা না করে; ভগবতী তাহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সকলপ্রকার অভীষ্ট নাশ করেন। এই দুর্গাপূজা বিধানের সহিত ফলপ্রাপ্তির কথা থাকায়, উহাকে কাম্যও বলা যাইতেপারে। দেখ, ঐ কালিকাপুরাণেই বলা হইয়াছে, "এই পূজা করিয়া দেবগণ পরমা দেবীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব অপর ব্যক্তিদিগেরও চতুর্ব্বর্গপ্রদ অতুল বিভূতি লাভ করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা দেবীর পূজা করা উচিত। পূজা-বিধানের প্রসঙ্গে ভবিষ্যোত্তরে বলা হইয়াছে; "হে পার্থ! ভবানীর তুষ্টির নিমিত্ত, সম্বৎসর সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত, ভূত, প্রেত এবং পিশাচদিগের বিনাশের নিমিত্ত ও উৎসবের নিমিত্তও পূজা করিবে।" দেবীপুরাণে বলা হইয়াছে, "হে নৃপ! দেবীর সন্তোষে নিমেষার্দ্ধমাত্রে যে ফল লাভ হয়, স্বয়ং মহাদেব শতবৎসর ধরিয়া বলিলেও সে ফলের কথা শেষ করিতে পারেন না।" অতএব সঙ্কল্প বাক্যে অতুল বিভূতি অথবা ভবানীর প্রীতি, এবং তৎতৎকল্পোক্ত নানাবিধ ফলের কামনা নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।১৩৫।

এবঞ্চ তত্তৎকল্পকরণে তত্তত্তিথিবিহিতপূজায়াং দ্রব্যদানাদিষু যত্তদন্তর্গতং ফলং, তচ্ছ্রাদ্ধীয়দ্রব্যদানবদানুষঙ্গিকম্, অতো ন তত্র কাম্যাভিলাপাপেক্ষা। বলিদানে তু "কামমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ" ইতি কালিকাপুরাণে "কামমুদ্দিশ্যে"ত্যভিধানাৎ কামাভিলাপ ইতি। ততশ্চ সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়াদুভয়রূপেয়ং। ততশ্চ কাম্যতয়া পূজনে কৃতে প্রসঙ্গান্নিত্যসিদ্ধিঃ। এবং বলিহোমাদ্যঙ্গেঽপি। অত এবং কর্ম্ম কুর্ব্বতাং যত্তাদৃশং ফলং ন দৃশ্যতে, তৎ কলিস্বভাবাৎ। তথা চ বিষ্ণুপুরাণং,—

"যদা যদা সতাং হানির্বেদমার্গানুসারিণাং।
তদা তদা কলেবৃদ্ধিরনুমেয়া বিচক্ষণৈঃ।
প্রারম্ভাশ্চাবসীদন্তি যদা ধর্ম্মভৃতাং নৃণাং।
তদানুমেয়ং প্রাধান্যং কলের্মৈত্রেয় পণ্ডিতৈঃ।।"

মৎস্যপুরাণঞ্চ,—

"যত্রাধর্ম্মশ্চতুষ্পাদঃ স্যাদ্ধর্ম্মঃ পাদবিগ্রহঃ।
কামিনস্তমসাচ্ছন্না জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।।
অহঙ্কারগৃহীতাশ্চ প্রক্ষীণস্নেহবান্ধবাঃ।
বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্তি সর্ব্বে কলৌ যুগে।।"

অত্র ফলজনকাপূর্ব্বৈক্যাৎ কর্ম্মণোঽপ্যৈক্যম্ অন্যথা সঙ্কল্পাবাহন-বিসর্জ্জনদক্ষিণাদিভেদঃ স্যাৎ।। ১৩৬।।

যদি এইরূপই হইল, তাহলে প্রত্যেক কল্পের অনুষ্ঠানের সময় প্রত্যেক কল্পে নির্দ্দিষ্ট তিথিতে বিহিত পূজায় দ্রব্যবিশেষদানে যে ফল উক্ত হইয়াছে, উহা শ্রাদ্ধে দ্রব্যবিশেষদানের ফলের ন্যায় সুতরাং সঙ্কল্পে ঐ সকল দ্রব্যদানের ফলকামনার উল্লেখ করিবার আবশ্যকতা নাই। তবে বলি দান করিবার সময় কালিকাপুরাণে নাকি "নিজের কামনা" উল্লেখ করিবার কথা আছে, এই জন্য সে স্থলে কামনার উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হইবে। অতএব এই দুর্গাপূজা পূর্ব্বোক্ত 'সংযোগ ও পৃথক্ত্ব ন্যায়ানুসারে কাম্য ও নিত্য এই উভয়রূপা। এবং কাম্য পূজায় অনুষ্ঠান করিলেই প্রসঙ্গাধীন নিত্য পূজারও সিদ্ধি হইবে। বলি ও হোমাদি পূজার অঙ্গসম্বন্ধেও এইরূপ জানিয়া—অর্থাৎ কাম্যের অনুষ্ঠানেই নিত্যের সিদ্ধি হইবে। তবে যে, যথাবিধি কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সেরূপ ফল দৃষ্ট হয় না। উহা কেবল কলিকালেরই প্রভাব বশতঃ। একথা বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে— যেমন যেমন বেদমার্গানুসারী সাধুদিগের হানি হইবে, তেমনি তেমনি যে কলির যে বৃদ্ধি হইতেছে, ইহা বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ অনুমান করিবেন। যৎকালে ধর্ম্মিষ্ঠ

মনুষ্যদিগের আরব্ধসকল নিষ্ফল হইতে থাকে। হে মৈত্রেয়! পণ্ডিতেরা তাহাতেই কলির প্রাধান্য অনুমান করিবেন।" মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে। "সেই কলিকালে অধর্ম্ম চতুষ্পাদ এবং ধর্ম্ম এক পাদ হইতে মনুষ্য সকল কামী এবং অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইবে। সেই কলিযুগে অহংকারপূর্ণ বন্ধু বান্ধবের প্রতি স্নেহ শূন্য এবং ব্রাহ্মণগণ শূদ্রাচার সম্পন্ন হইবে। যে সকল ক্রিয়া মিলিত হইয়া একটি অপূর্ব্ব (অদৃষ্ট) মিলিত ক্রিয়াসমূহকে একটি কর্ম্ম বলা যায়, তাহা না হইলে, বিসর্জ্জন ও দক্ষিণাদি, ইহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ কর্ম্ম হইয়া বহুদিন ও নানা ব্যাপার সাধ্য হইলেও শারদীয় মহাপূজা একাত্ম।। ১৩৬।।

শরৎকালে মহাপূজেত্যত্রৈকবচনশ্রুতেরেকপ্রয়োগসাধ্যত্বেনৈকবাক্যতাপন্নক্রিয়াকলাপজন্যস্য বাক্যার্থীভূতনিয়োগস্যৈক্যাদ্দর্শবৎ, ন তু প্রত্যেক কর্ম্মণাং সঙ্কল্পঃ কলিকাপূর্ব্বজনকত্বাদৈন্দ্রদধ্যাদিযাগবৎ।। ১৩৭।।

পূর্ব্ব (অদৃষ্ট) ও একই হয় বলিয়া, একবার মাত্র সঙ্কল্প কর্ত্তব্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শারদীয় মহাপূজা একই কর্ম্ম, এবং এতদন্তর্গত ক্রিয়াকলাপ একই অপূর্ব্ব উৎপন্ন হয়, অতএব কল্পারম্ভ দিনে একবার মাত্র সঙ্কল্প তদন্তর্গত প্রতি দিনের পূজার আর সঙ্কল্প করিতে হইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত হইতেছে, দর্শযাগে অর্থাৎ অনেকদিন কর্ত্তব্য ঐন্দ্র দধ্যাদি যাগত্রয়াত্মক দর্শ যাগে যেমন একবার মাত্র সঙ্কল্প বিহিত হইয়াছে, সেইরূপ, ঐন্দ্রাদি যাগের আর সঙ্কল্প করিতে হয় না, কারণ উহারা প্রত্যেকে অসম্পূর্ণ অপূর্ব্ব করে মাত্র।১৩৭।

(১) তিনটি যাগের প্রত্যেকে যে অসম্পূর্ণ অপূর্ব্ব উৎপাদন তাহারা মিলিয়া সম্পূর্ণ অপূর্ব্ব হয় সুতরাং ঐ তিনটি মিলিত হইয়া একটি সম্পূর্ণ কর্ম্ম হয়।

অতএব জিকনধনঞ্জয়সংগ্রহয়োঃ,—

"আরভ্য তস্যাং দশমীঞ্চ যাবৎ প্রপূজয়েৎ পর্ব্বতরাজপুত্রী মিত্যুক্তম্। অতএব "কন্যাসংস্থে রবৌ শক্র শুক্লামারভ্য নন্দিকা" মিত্যুপক্রম্য 'মহানবম্যাং পূজেয়ং সর্ব্বকামপ্রদায়িনী" মিত্যন্তেন দেবীপুরাণীয়েনাপি ষষ্ঠীতঃ প্রভৃতি নবমীপর্য্যন্তং পূজেয়মিত্যেকত্বেনোক্তম্। তেন "পঞ্চম্যামেকভক্তং, ততঃ ষষ্ঠ্যাং প্রাতঃ সঙ্কল্প, ইতি রত্নাকরঃ। ন চ "নন্দিকাপ্রতিপদি"তি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ্যুক্তং যুক্তমিতি বাচ্যং। মহানবমীসন্নিকৃষ্টষষ্ঠীপরিত্যাগে প্রমাণাভাবাৎ। প্রতিপদুক্তাবপি প্রতিপদাদিক্রমস্যৈকত্বসিদ্ধেঃ প্রকৃতার্থনির্ব্বাহাচ্চ। এবঞ্চানেকাহসাধ্যত্বেন তিথ্যুল্লেখানন্তরমারভ্য দশমীং যাবৎ প্রত্যহ বার্ষিকশরৎকালীনদুর্গামহাপূজনমিতি চ যথাস্থানং বাক্যে প্রযোজ্যম, অন্যথা সঙ্কল্পকালীনতিথেরনা-

দিনেঽসঙ্গতত্বাদসম্বন্ধানুপপত্তিরিতি সুধীভির্ব্বিভাব্যম্। এবঞ্চ তন্ত্রেণ বক্ষ্যমাণবচনাৎ কৃষ্ণনবম্যাদিপ্রতিপদাদিষষ্ঠ্যাদিসপ্তম্যাদি মহাষ্টম্যাদি কেবল মহাষ্টমী কেবল-মহানবমীপূজারূপাঃ সপ্ত কল্পা উভয়োঃ তদনন্তরমশৌচমপি ন প্রতিবন্ধকম্।

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্।।" ১৩৮।।

দুর্গাপূজা এককর্ম্ম বলিয়া জিকন ও ধনঞ্জয়কৃতসংগ্রহে "সেই কৃষ্ণানবমী আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী শুক্লা দশমী পর্য্যন্ত পর্ব্বত-রাজপুত্রীকে পূজা করিবে। এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে। পূজার অন্তর্গত স্নপনাদি কর্ম্মের প্রত্যেকে ভিন্ন হইলেও পূজা এককর্ম্মাত্মক ক্রিয়া কলাপস্বরূপ, অতএব একই বলিয়া 'রবি কন্যা রাশিগত হইলে, হে শক্র শুক্ল ষষ্ঠীতে আরম্ভ করিয়া' এই উপক্রম করে, "মহানবমীতে সর্ব্ব কামপ্রদায়িনীকে পূজা করিবে" বচন সমূহদ্বারা এবং "ষষ্ঠী" হইতে নবমী পর্য্যন্ত পূজা করিবে" এই যে পুরাণীয় বচনদ্বারাও পূজার একত্ব উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই রত্নাকর নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে "পঞ্চমীতে একভক্ত করিয়া ষষ্ঠীতে প্রাতঃকালে সঙ্কল্প করিবে।" কেহ বলিয়াছিল, উল্লিখিত মূল বচনস্থিত নন্দিকা শব্দের দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিণীতে যে প্রতিপদরূপ অর্থ করা হইয়াছে, উহা যুক্তিযুক্ত। কেহ বলিতেছেন, "নত বাচ্যম' একথা বলিতে পার না। "মহানবমীর সন্নিকটে (নিকটবর্ত্তী) ষষ্ঠীর পরিত্যাগে কোন প্রমাণ নাই।

(২) কোন দুইটি স্থান বা তিথি প্রভৃতির একসঙ্গে উল্লেখ করিলে পরস্পর নিকটবর্ত্তী স্থানাদির বোধ হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ। যেমন কলিকাতা ভবানীপুর বলিলে, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ভবানীপুরেরই বোধ হইয়া থাকে। সেইরূপ নন্দা তিথি প্রতিপদ প্রভৃতি তিনটি হইলেও মহানবমীর সহিত উল্লিখিত হওয়ায় তৎসন্নিহিত ষষ্ঠীই হইবে।

আর নন্দিকা শব্দে নিতান্তই যদি তুমি 'প্রতিপদই' করিতে চাও তাহাতেও আমার কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, কারণ পূজার একত্ব আপত্তি করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং প্রতিপদ হইলে প্রতিপদাদি ক্রমের একত্ব সিদ্ধ হওয়াতে প্রত্যেকের সঙ্কল্প করিতে হইবে না, এই প্রকৃতার্থেরও নির্ব্বাহ হয়। একবার মাত্র সঙ্কল্প না করাই যদি স্থির হইল, তাহলে অনেক দিন সাধ্য বলিয়া সঙ্কল্প বাক্যে যথাস্থানে "অমুক তিথিতে আরম্ভ করিয়া দশমী পর্য্যন্ত প্রত্যহ আমি বার্ষিক শরৎকালীন দুর্গাপূজন (করিব)' এইরূপ পদবিন্যাস করিবে। অমুক তিথিতে আরম্ভ করিয়া এরূপ না বলিয়া 'অমুক তিথিতে' এইরূপ মাত্র বলিলে অন্যদিনে পূর্ব্ব সঙ্কল্পকালীন তিথির অভাব ঘটিলে সঙ্কল্প বাক্যটি যে অসঙ্গত হইবে, সুধীগণ ইহা অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন। এক্ষণে দেখ, শরৎকালীন দুর্গাপূজা যদি এক হইল, তাহলে ঐ দুর্গা পূজা বিষয়ে বক্ষ্যমাণ বচনের তত্তৎ প্রমাণানুসারে (১) কৃষ্ণনবম্যাদি, (২) প্রতিপদাদি, (৩) ষষ্ঠ্যাদি, (৪) সপ্তম্যাদি,

(৫) মহাষ্টম্যাদি, (৬) কেবল মহাষ্টমী, (৭) কেবল মহানবমী এই সাতটি পূজার কল্প (প্রকার) ও জ্ঞাত হইবে। সঙ্কল্পের পর অশৌচ হইলে, ঐ অশৌচ পূজার প্রতিবন্ধক হইবে না। কারণ একটি বচন আছে, 'ব্রতে, যজ্ঞে, বিবাহাদি কার্য্যে শ্রাদ্ধে, হোমে, পূজায় এবং জপে আরম্ভের পর আর অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে না, আরম্ভের পূর্ব্বেই অশৌচ প্রতিবন্ধক হইবে।। ১৩৮।।

''ততশ্চ শ্বো যিযক্ষুণাধিবাসদিনেঽধিকারায় তন্বী জীভূত কাম্যপ্রধানাধিকারসম্পাদককুশতিলজলত্যাগসহিতঃ কাম্যাভিলাপপূর্ব্বক-প্রধানসঙ্কল্পঃ কার্য্য'' ইতি দ্বৈতনির্ণয়োক্তবদত্রাপি কাম্যত্বেন, নিত্যত্বেন বা, করণেঽপি ব্রতত্বাত্তৎকল্পারম্ভদিনে বোধনাদেঃ প্রাগেব সঙ্কোল্পো, ন তু দিনান্তরেঽপি। শরৎপাকপরিশ্রিয়েতি সাগ্নের্দর্শশ্রাদ্ধবিষয়ং, তত্র তস্য তদুদ্ধরণস্যাসাধারণত্বাৎ।। ১৩৯।।

''অতএব আগামী দিনে পূজা করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তির অধিবাস দিনে কর্ম্মে অধিকারার্থ উহার বীজস্বরূপ কাম্য (প্রধান) কর্ম্মে অধিকারের সম্পাদন কুশ তিলমিশ্রিত জলত্যাগের সহিত কামনার উল্লেখপূর্ব্বক প্রধান কর্ম্মের কর্ত্তব্য'' এই কথায় দ্বৈতনির্ণয়নামক গ্রন্থে যেমন অধিবাসের দিনই প্রধান কাম্য কর্ম্মের সঙ্কল্প করিতে বলা হইয়াছে, সেইরূপ একালেও কাম্যরূপ হৌক, বা নিত্যরূপেই হৌক্ ব্রতরূপে দূর্গা পূজা করিলেই, সেই সেই শাস্ত্রে কল্পারম্ভ দিনে বোধনদির পূর্ব্বেই সঙ্কল্প করিবে। সারাদিন আর করিতে হইবে না। আবাহনাদি বিসর্জ্জনান্ত মহাপূজা একই কর্ম্ম। 'মহাপূজা' এই পদটিতে এক বচন ব্যবহৃত হওয়ায়, এবং এক প্রাণ অর্থাৎ একই পদ্ধতিক্রমে নিষ্পাদ্য যে সকল ক্রিয়াকলাপ এককালের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকল ক্রিয়া কলাপ সঙ্কল্পবাক্য যে শ্রাদ্ধে পাকনিষ্পত্তিকে আরম্ভ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল, ইহা সাগ্নিক দর্শশ্রাদ্ধ বিষয়েই বুঝিতে হইবে, কারণ, ঐ দর্শশ্রাদ্ধেই সাগ্নিকের অগ্ন্যুপাসনারূপ একটী অসাধারণ কার্য্য আছে। ১৩৯।।

''আরম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রতজাপয়োঃ।
নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহাদৌ শ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া।
নিমন্ত্রণে বা শ্রাদ্ধে আরম্ভঃ স্যাদিতি শ্রুতিঃ।''

ইতি রাঘবভট্টধৃতবিষ্ণুবচনাৎ।

''সঙ্কল্প উক্তো হারীতেন যথা। ''মনসা সঙ্কল্পয়তি বাচাঽভিলপতি কর্ম্মণা চোপপাদয়তী''তি। ভবিষ্যপুরাণে চ।—

''সঙ্কল্পেন বিনা রাজন্ যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
ফলঞ্চাল্পাল্পিকং তস্য ধর্ম্মস্যার্দ্ধক্ষয়ো ভবেৎ।''

ব্রহ্মপুরাণেনাপি,

''আশাস্য চ শুভং কার্য্যমুদ্দিশ্য চ মনোগতং।''

ইত্যাগস্ত্যপূজনে উক্তঃ মনোগতং শুভং ফলম্ আশাস্য মনসা সঙ্কল্প্য উদ্দিশ্য বাচা অভিলপ্য কার্য্যং কর্ম্মণা উপপাদ্যং।

ভবিষ্যে।

''শুক্তিশঙ্খাশ্মহস্তৈশ্চ কাংস্যারূপ্যাদিভিস্তথা।
সঙ্কল্পো নৈব কর্ত্তব্যো মৃণ্ময়েন কদাচন।।'' ১৪০।।

''যজ্ঞে ঋত্বিক্‌দিগকে বরণ করিলেই আরম্ভ হইবে, ব্রত এবং যজ্ঞে সঙ্কল্পই আরম্ভ, বিবাহাদিতে নান্দীশ্রাদ্ধই আরম্ভ এবং শ্রাদ্ধে পাক অথবা ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিলেই আরম্ভ হইবে এই কথা শ্রুতিতে বলা হইয়াছে।'' এইরূপ একটি বিষ্ণুর বচন রাঘবভট্ট কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে। সঙ্কল্পের স্বরূপ হারীত এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "মনে মনে অগ্রে কামনা করিবে, পরে বাক্যদ্বারা প্রকাশ করিবে, অনন্তর ক্রিয়া দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে।'' ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে, ''হে রাজন্ মনুষ্য যথারীতি সঙ্কল্প না করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই কর্ম্মের ফল অতি অল্প পরিমাণে হয়, এবং ধর্ম্মেরও অর্দ্ধক্ষয় হয়; ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে, শুভ কার্য্যের আশংসা করিবে এবং মনোগত ভাব ব্যক্ত বাক্য দ্বারা উল্লেখপূর্ব্বক কর্ম্মের সাধন করিবে। ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে, শুক্তিময়পাত্রে (ঝিনুকনির্ম্মিত পাত্রে) শঙ্খে, প্রস্তরময় পাত্রে এবং হাতে কাংস্য ও রৌপ্যাদি পাত্রে এবং 'মাটির' পাত্রে, কখনও সঙ্কল্প করিবে না। ১৪০।।

''গৃহীত্বৌডুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণং গুণান্বিতং।
দর্ভত্রয়ং সাগ্রমূলং ফলপুষ্পতিলান্বিতং।
জলাশয়ারামকূপে সঙ্কল্পে পূর্ব্বদিঙ্মুখঃ।
সাধারণে চোত্তরাস্য ঐশান্যাং নিক্ষিপেৎ পয়ঃ।।''

অত্র কেবলহস্তনিষেধস্তু পাত্রান্তরসদ্ভাববিষয়ঃ, শঙ্খাদিসাহচর্য্যাদেক-হস্তপরো বা।

''গৃহীত্বৌডুম্বরং পাত্রং বারিপূর্ণমুদঙ্মুখঃ।
উপবাসন্তু গৃহ্নীয়াদ্ যদ্বা বার্য্যেব ধারয়েৎ।।''

ইতি বরাহপুরাণদর্শনাচ্চ। অস্য ব্রতত্বঞ্চ শারদীং পূজামুপক্রম্য,—

''মহাব্রতং মহাপুণ্যং শঙ্করাদ্যৈরনুষ্ঠিতং।
কর্ত্তব্যং সুররাজেন্দ্র দেবীভক্তিসমন্বিতৈঃ।।''

ইতি দেবীপুরাণাৎ,

"ব্রতী প্রপূজয়েদ্দেবীং সপ্তম্যাদিদিনত্রয়ে।"

ইতি ভবিষ্যপুরাণাচ্চ, দুর্গাপূজায়া ব্রতত্বং ব্যক্তং শ্রীভাগবতে,—

"চেরুর্হবিষ্যং ভুঞ্জানাঃ কাত্যায়ন্যর্চ্চনং ব্রতং।"

স্কন্দভবিষ্যপুরাণয়োঃ,—

"শারদী চণ্ডিকাপূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু।।
সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।।
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা"।। ১৪১।।

গুণান্বিত (সুন্দররূপে নির্ম্মিত) জলপূর্ণ যজ্ঞডুমুরের পাত্র, অগ্র ও মূল সহিত তিন গাছ কুশ, এবং ফল পুষ্প ও তিল গ্রহণ করিয়া জলাশয়, আরাম এবং কূপ প্রতিষ্ঠাদি কর্ম্মে পূর্ব্বমুখ হইয়া, এবং সাধারণ কার্য্যে উত্তরাস্য হইয়া সঙ্কল্প করিবে এবং ঈশানকোণে জল নিক্ষেপ করিবে। উপরে শুধুহাতে করিতে যে নিষেধ করা হইল, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্য পাত্র থাকিতে শুধু হাতে সঙ্কল্প করিবে না, অথবা শঙ্খাদির সাহচর্য্যে শঙ্খাদির সহিত একত্র গণনা দেখিয়া শুধু হাত দ্বারা কেবল একহস্তে জলাদি লইয়া সঙ্কল্প করিবে না, এইরূপ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ যেমন একবচনান্ত শঙ্খাদির প্রয়োগে একটি শুক্তিময়পাত্র, একটি শঙ্খে জল লইয়া সঙ্কল্প নিষিদ্ধ, সেইরূপ একহস্তে জল লইয়াও সঙ্কল্প নিষিদ্ধ। "জলপূর্ণ যজ্ঞ ডুমুর কাষ্ঠের পাত্র গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া উপবাসের গ্রহণ" করিবে, অথবা দুইহাতে জল লইয়া উপবাসের গ্রহণ করিবে। বরাহপুরাণের এই দুই হাতে জল ধারণ করিবার নিয়ম দেখিয়াও, একহাতে জল লইবার নিষেধ অনুমান করা যাইতে পারে। দুর্গাপূজা যে একটি ব্রত, তাহা শারদীয় পূজায়, "হে সুররাজেন্দ্র প্রসঙ্গে দেবীভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে, শঙ্খাদিদ্বারা অনুষ্ঠিত এই মহাপুণ্য মহাব্রত অবশ্যকর্ত্তব্য" দেবীপুরাণীয় এই বচন দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। এবং "ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক সপ্তম্যাদি দিনত্রয়ে দেবীর পূজা করিবে"। ভবিষ্যপুরাণীয় এই বচন দ্বারাও দুর্গা পূজার ব্রতত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে দুর্গা পূজার ব্রতত্ব স্পষ্টরূপেই উক্ত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণে দুর্গাপূজার এইরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। "শারদীয়চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধরূপে পরিগীত হয়। যথা (১) সাত্ত্বিকী, (২) রাজসী এবং (৩) তামসী, এক্ষণে ইহাদের প্রত্যেকের বিবরণ বলিতেছি শ্রবণ কর। জপ, যজ্ঞ, এবং নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহার নাম সাত্ত্বিকী পূজা। পুরাণাদিতে ভগবতীর যে মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে, উহারই পাঠ করার নাম জপ। অতএব একমনা হইয়া ঐ সকল মাহাত্ম্যের পাঠ করিবে। ১৪১।।

"রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।
সুরামাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
বিনা মন্ত্রৈস্তামসী স্যাৎ কিরাতানাঞ্চ সম্মতা।।"

শরৎকালীনদুর্গাপূজাধিকারে ভবিষ্যোত্তরীয়ং,—

"ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষত্রিয়ৈর্বৈশ্যৈঃ শূদ্রৈরন্যৈশ্চ সেবকৈঃ।
এবং নানাম্লেচ্ছগণৈঃ পূজ্যতে সর্ব্বদস্যুভিঃ।।"

দেবীপুরাণং,

"স্বয়ং বাপ্যন্যতো বাপি পূজয়েৎ পূজয়েত বা।"

"পূজয়েতেত্যাত্মনেপদা"ন্তেতুর্ণিজন্ততা। তত্র স্বয়ং করণাসামর্থ্যেঽন্যদ্বারা। তথা চ দক্ষঃ,—

"স্বয়ং হোমে ফলং যত্তু, তদন্যেন ন জায়তে।
ঋত্বিক্‌পুত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথ বিট্‌পতিঃ।
এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি।।"

বিট্‌পতির্জামাতা।

এবঞ্চ ঋত্বিগাদীতরত্র ফলন্যূনতা। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে,—

"অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।
আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমৃচ্ছতি।।"

বিম্বানাং প্রতিমানাং। অত্রাশৌচাদশক্তয়া বোধনদিনাৎ পূর্ব্বং "শুচিতৎকালজীবিত্ব"রূপাধিকারাভাবেঽপি যদ্বরণাদিকং ক্রিয়তে, তৎকর্ম্মকালে তস্য বক্ষ্যমাণনারদোক্তস্বয়ং প্রবর্ত্তনবৎ প্রবর্ত্তনায়, ন তু তদানীং প্রতিনিধীয়তে। অথবা,—

"নিক্ষিপ্যাগ্নিং স্বদারেষু পরিকল্প্যর্ত্বিজং তথা।
প্রবসেৎ কার্য্যবান্ বিপ্রো বৃথৈব ন চিরং বসেৎ।।"

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টোক্তবদত্রাপি প্রতিনিধীয়তে। এবঞ্চ বরণং বিনাপি যদি কশ্চিৎ স্বয়ং প্রবর্ত্ততে, তথাপি তৎকর্ম্মসিদ্ধির্দক্ষিণা চ তস্মৈ শুচিকালে দাতব্যেতি। তথা চ বিবাদকল্পতরুরত্নাকরশান্তিদীপিকাসু নারদঃ—

"ঋত্বিক্ চ ত্রিবিধো দৃষ্টঃ পূর্ব্বজুষ্টঃ স্বয়ংকৃতঃ।
যদৃচ্ছয়া চ যঃ কুর্য্যাদার্ত্বিজ্যং প্রীতিপূর্ব্বকং।।"

যদৃচ্ছয়া স্বেচ্ছয়া।। ১৪২।।

ঋত্বিকদ্বয় এবং সাত্ত্বিক নৈবেদ্য দ্বারা পূজার নাম রাজসী পূজা। জপ ও যজ্ঞ বর্জিত হইয়া মন্ত্র ব্যতিরেকে, সুরা ও মাংসাদি উপহার দ্বারা যে পূজা করা হয়, উহার নাম তামসী পূজা, এই তামসী পূজা কিরাতগণের অভিমত। শরৎকালীন দুর্গাপূজার প্রসঙ্গে ভবিষ্যোত্তরীয়ের এইরূপ একটি বচন দৃষ্ট হয়।'' ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্যান্য ভক্তগণ এবং নানাবিধ ম্লেচ্ছ জাতি ও সকল প্রকার দস্যুগণও এই পূজা করিয়া থাকে। দেবীপুরাণে বলা হইয়াছে, ''নিজে পূজা করিবে বা অন্য দ্বারা পূজা করাইবে। মূলে ''পূজয়েৎ'' এই পদটি প্রয়োজকে ণিচ প্রত্যয়নিবন্ধন আত্মনে পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। নিজে পূজা করিতে অসমর্থ হইলেই অন্যদ্বারা পূজা করাইবে। এ বিষয় সেরূপ ফল হয় না। তবে, ঋত্বিক, পুত্র, গুরু, ভ্রাতা, ভাগিনেয় এবং বিট্‌পতি, ইহারা যে হবন করে, তাহা নিজে করার মতই হয়।'' বিট্‌পতি শব্দের অর্থ জামাতা। অতএব পূর্ব্বে যে, ''অন্যদ্বারা হোম করাইলে, সেরূপ ফল হয় না।'' বলা হইয়াছে ঐ অন্য বলিতে ঋত্বিক্ আদি ভিন্ন অপর ব্যক্তিকেই বুঝিতে হইবে। ঋত্বিক্, পুত্রাদি ভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা হোম করাইলে, ফলের ন্যূনতা হয়। হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রনামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, ''অর্চ্চকের তপোযোগে অর্চ্চনার আতিশয্যে, এবং বিম্বের সৌন্দর্য্যে দেবতা সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন।'' বিম্বশব্দের অর্থ প্রতিমা। এবিষয় বক্তব্য এই যে, শুচি ও কর্ম্মকালে বর্ত্তমান ব্যক্তিই কর্ম্মে অধিকারী হয়, কর্ম্মকালের পূর্ব্বে কিছু কেহ কর্ম্মে অধিকারী হয় না, কাজেই বোধন দিনের পূর্ব্বে কর্ম্মে অধিকার না হইলেও লোকে যে অশৌচাদির আশঙ্কায় ঋত্বিক-আদিকে কর্ম্ম করিতে বরণ করে, উহা আর কিছুই নয়, .পরে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া পুরোহিত আদি যে, যজমানের কর্ম্ম করিতে পারে এইরূপ একটি নারদের বচন দেখান হইবে, এবং ঐ বচনে যে, পুরোহিতগণের স্বয়ং প্রবৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, সেই স্বয়ংপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করা হয় মাত্র, নতুবা ঐরূপ বরণ দ্বারা প্রতিনিধি করা হয় না, ইহার তাৎপর্য্য এই, যে কোন কর্ম্মে অধিকারী ব্যক্তিই সেই কর্ম্মে অপরকে নিজের প্রতিনিধি করিতে পারে, যৎকালে অধিকার হয় নাই, তৎকালে প্রতিনিধিও করিতে পারে না, তবে যজমানের অশৌচাদি হইলে, পুরোহিত যথাবিধি প্রতিনিধি না হইয়াও স্বয়ংপ্রবৃত্ত হইয়া যজমানের কর্ম্ম করিতে পারে, পুরোহিতের যে ঐ ক্ষমতা আছে, অশৌচাশঙ্কায় কর্ম্মকালের পূর্ব্বে বরণ করিয়া পুরোহিতের সেই ক্ষমতার উদ্বোধন করা হয় মাত্র। অথবা 'সাগ্নিক ' ব্রাহ্মণ কোন অপরিহার্য্য কার্য্যের অনুরোধে বিদেশে যাইবার আবশ্যকতা হইলে, স্বকীয় পত্নীর উপর অগ্নি রক্ষা করিবার ভার দিয়া এবং পুরোহিতকে নিজের প্রতিনিধি করিয়া বিদেশে গমন করিবে এবং চিরকাল বৃথা বিদেশে থাকিবে না।' এই ছন্দোগ পরিশিষ্টের বচনে যেমন কর্ম্মকালের পূর্ব্বেও প্রতিনিধি করিবার কথা বলা হইয়াছে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ যদি বরণ ব্যতীত যদি কোন ব্যক্তি স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করে, তাহলে অশৌচির অন্ত হইবার পর ঐ কার্য্যের সিদ্ধি হেতু দক্ষিণা। ঐরূপ কর্ম্মকারীকে প্রদান করা উচিত।

সাগ্নিক বিষয়ে নারদের এই বচনটি বিবাদরত্নাকর এবং শান্তি দীপিকাতে উদ্ধৃত হইয়াছে। ''ঋত্বিক্ তিন প্রকার দৃষ্ট হয়, পূর্ব্ব পুরুষপরম্পরাসেবিত, স্বয়ং প্রবৃত্ত এবং যদৃচ্ছাক্রমে প্রীতিপূর্ব্বক পৌরোহিত্যকারী।'' যদৃচ্ছা-শব্দের অর্থ স্বেচ্ছা অর্থাৎ পূর্ব্বে বরণ না করিলেও আপনার ইচ্ছায়। ১৪২।।

এতৎ প্রপঞ্চিতং শুদ্ধিতত্ত্বে। অতএব শঙ্খলিখিতৌ,—

''রাজ্ঞঃ পুরোহিতোঽমাত্যঃ স্তদ্ধিস্তস্য তদাশ্রয়া।।''

''নৃপতীনামাত্মপ্রতিনিধীভূতঃ পুরোহিতস্তেন নৃপতেরশৌচে, পুরোহিতস্যাশৌচাভাবাত্ত পত্যুঃ শান্তিকপৌষ্টিকং পুরোহিতেন স্বীয় শুদ্ধ্যা কর্ত্তব্যমিতি হারলতাপ্রভৃতয়ঃ। পূজাদিকন্তু শুচিকালে তদর্থোপকল্পিতদ্রব্যেণ কর্ত্তব্যং। যথা যমঃ,—

''পূর্ব্বসঙ্কল্পিতে ব্যর্থে তস্মিন্নাশৌচমিষ্যতে।।''

কৃত্যচিন্তামণৌ,—

''বিবাহোৎসবযজ্ঞেষু অন্তরা মৃতসূতকে।
পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং দ্রব্যং দীয়মানং ন দুষ্যতি।।''

স্বয়ং প্রবর্ত্তমানাদৃত্বিগাদেরনুজ্ঞয়া প্রবর্ত্তনাৎ ফলাধিক্যং।

তথা কূর্ম্মপুরাণং,—

''ঋত্বিক্ পুত্রোঽথবা পত্নী শিষ্যো বাপি সহোদরঃ।
প্রাপ্যানুজ্ঞাং বিশেষেণ জুহুয়াদ্বা যথাবিধি।।''

পুত্রং বিশেষয়তি শ্রুতিঃ,—

''অন্যৈঃ শতকৃতাদ্ধোমাদেকঃ পুত্রকৃতো বরঃ।
পুত্রৈঃ শতকৃতাদ্ধোমাদেকো হ্যাত্মকৃতো বরঃ।।''

সংবৎসরপ্রদীপে—

''মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।
পঠেচ্চ শৃণুয়াদ্বাপি সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে।।''

সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে তত্তদভিলষিতসিদ্ধয়ে। অত্র যদ্যপি দেবীমাহাত্ম্যপাঠস্য ''সকৃৎকৃতে কৃতঃ শাস্ত্রার্থ'' ইতি ন্যায়েন, সকৃৎকরণাদেব তত্তৎফলসিদ্ধি-জায়তে তথাপি তত্তৎফলবাহুল্যায় পুনঃপুনঃ পাঠো, বেদাদৌ তথা দর্শনাৎ। তথা চ ব্রহ্মবধপ্রায়শ্চিত্তে মনুঃ,—

"জপেত্বা নিয়তাহারস্ত্রির্বৈ বেদস্য সংহিতাং।
প্রায়শ্চিত্তে বশিষ্ঠোঽপি ত্রিঃ পঠেদঘমর্ষণমি"তি।। ১৪৩।।

একথা শুদ্ধিতত্ত্বে প্রপঞ্চিত হইয়াছে। এই হেতুই অর্থাৎ বরণ ব্যতীত ও নিজের ইচ্ছানুসারে পরকীয় কর্ম্মে অধিকার থাকাতেই শঙ্খ ও লিখিত বলিয়াছেন "রাজাদিগের পুরোহিত একজন অমাত্য অর্থাৎ নিজের প্রতিনিধিভূত, পুরোহিতের শুদ্ধিতেই রাজার শুদ্ধি।" নৃপতিদিগের পুরহিতগণ নিজের প্রতিনিধি স্বরূপ, এইহেতু রাজার অশৌচ হইলে . পুরোহিতের অশৌচ না থাকায় শান্তিক পৌষ্টিক কার্য্য সকল পুরোহিত আপনার শুদ্ধিতেই করিবে। এই কথা হারলতা প্রভৃতি গ্রন্থে বলা হইয়াছে। কিন্তু শুচিকালে কোন পূজাদির জন্য সংগৃহীত দ্রব্য দ্বারা পূজাদি করিবে। এসম্বন্ধে যম বলিয়াছেন "অশৌচের পূর্ব্বে সংগৃহীত বস্তুতে অশৌচ দোষ হয় না।" কৃত্যচিন্তামণিনামক গ্রন্থে এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে। বিবাহ উৎসব এবং যজ্ঞের মধ্যে যদি মৃতাশৌচ বা জননাশৌচ হয়, তাহলে পূর্ব্বে সংগৃহীত দ্রব্য দান করিলে, কোন দোষ হয় না"। স্বয়ংপ্রবর্ত্তমান ঋত্বিক্-আদি অপেক্ষা অনুজ্ঞা ক্রমে প্রবৃত্ত ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্মের অধিক ফল হয়। কূর্ম্ম-পুরাণে একটি বচন আছে, যথা "ঋত্বিক্, পুত্র , পত্নী, শিষ্য, অথবা সহোদর, ইহারা অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াই বিশেষরূপে অথবা যথাবিধি হবন করিবে। শ্রুতিতে পুত্র দ্বারা কৃত কর্ম্মের বিশেষত্ব সম্পাদন করা হইয়াছে, যথা "অপর কর্ত্তৃক শতবার কৃত হবন অপেক্ষা পুত্র কর্ত্তৃক একবার কৃত হবন শ্রেষ্ঠ এবং পুত্রকৃত শত হবন অপেক্ষা আত্মকৃত এক হবনও শ্রেষ্ঠ"। সম্বৎসর প্রদীপনামক গ্রন্থে দুর্গাপূজাপ্রকরণে বলা হইয়াছে—"সর্ব্বপ্রকার অভিলষিতের সিদ্ধির নিমিত্ত পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য পাঠ ও শ্রবণ করিবে" মূলবচনে যে, 'সর্ব্বকামসমৃদ্ধয়ে' কথাটি আছে, উহার অর্থ—সেই সেই নানাবিধি অভিলষিত সিদ্ধির জন্য। এবিষয়ে বক্তব্য এই যে, "শাস্ত্রে বিহিত কর্ম্মের একবার মাত্র অনুষ্ঠান করিলেই শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করা হয়; বারম্বার এক কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক হয় না, এই ন্যায় অনুসারে দেবীমাহাত্ম্যের একবার মাত্র পাঠেই মাহাত্ম্যপাঠের ফলসিদ্ধি হইতে পারে, তথাপি সেই সেই মহাত্ম্যপাঠজন্য ফলের বাহুল্যার্থ পুনঃ পুনঃ পাঠ করা কর্ত্তব্য, বেদাদিতে পুনঃ পুনঃ পাঠের ফলাধিক্য প্রদর্শিত হইয়াছে, দেখ, ব্রহ্মবধ প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণে মনু কি বলিয়াছেন;—"সংযতাহার হইয়া তিনবার বেদের সংহিতাভাগ পাঠ করিবে। বশিষ্ঠও প্রায়শ্চিত্তবিষয়ে তিনবার অঘমর্ষণ পাঠের কথা বলিয়াছেন"। ১৪৩।।

সরস্বতীস্তবেঽপি,

"পক্ষদ্বয়েঽপি যো ভক্ত্যা ত্রয়োদশ্যেকবিংশতিং।
অবিচ্ছেদং পঠেদ্ধীমান্ ধ্যাত্বা দেবীং সরস্বতীম্।।"

নন্দিকেশ্বরপুরাণীয়েন্দ্রাক্ষীস্তবেঽপি,

"শতমাবর্ত্তয়েদ্‌যস্তু মুচ্যতে ব্যাধিবন্ধনাদি"তি।

জৈমিনিরপি, "ফলস্য কর্ম্মনিষ্পত্তেস্তেষাং লোকবৎ পরিমাণতঃ ফলবিশেষঃ স্যাদি"তি। যথা লৌকিককর্ষণাদীনাং বাহুল্যেন ফলাধিক্যং তথা বৈদিকপাঠাদীনামপীত্যর্থঃ। "সঙ্কল্পিতে স্তোত্রপাঠে সংখ্যাং কৃত্বা পঠেৎ সুধীরি"তি। বারাহীতন্ত্রাচ্চ। ইন্দ্রাক্ষীস্তবসরস্বতীস্তববদ্দেবীমাহাত্ম্যপাঠস্যা-বৃত্তৌ ফলভূমাদি ব্যক্তং বারাহীতন্ত্রে,—

"চণ্ডীপাঠফলং দেবী শৃণুষ্ব গদতো মম।
একাবৃত্ত্যাদিপাঠানাং যথাবৎ কথয়ামি তে।।
সঙ্কল্পপূর্ব্বং সম্পূজ্য ন্যস্যাঙ্গেষু মনূন্ সকৃৎ।
পাঠাদ্বলিপ্রদানাদ্ধি সিদ্ধিমাপ্নোতি মানবঃ।।
উপসর্গোপশান্ত্যর্থং ত্রিরাবৃত্তং পঠেন্নরঃ।
গ্রাহোপশান্ত্যৈ কর্ত্তব্যং পঞ্চাবৃত্তং বরাননে।।
মহাভয়ে সমুৎপন্নে সপ্তাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
নবাবৃত্ত্যাভবেচ্ছান্তির্বাজপেয়ফলং লভেৎ।।
রাজবশ্যায় ভূত্যৈ চ রুদ্রাবৃত্তমুদীরয়েৎ।
অর্কাবৃত্ত্যা কাম্যসিদ্ধির্বৈরিহানিশ্চ জায়তে।।
মন্বাবৃত্ত্যা রিপুর্ব্বশ্যস্তথা স্ত্রী বশ্যতামিয়াৎ।
সৌখ্যং পঞ্চদশাবৃত্ত্যা শ্রিয়মাপ্নোতি মানবঃ।।" ১৪৪।।

সরস্বতীস্তববিষয়েও এই কথা বলা হইয়াছে—"বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি উভয়পক্ষের একবিংশতিসংখ্যক ত্রয়োদশীতে দেবী সরস্বতীতে ধ্যান করত ভক্তি সহকারে পাঠ করিবে।" নন্দিকেশপুরাণোক্ত ইন্দ্রাক্ষীণোক্ত ইন্দ্রাক্ষীস্তবেরও বহুবার পাঠের কথা বলা হইয়াছে, যথা "যে ব্যক্তি শতবার আবৃত্তি করিবে, সে ব্যাধিবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে।" জৈমিনিও বহুবার অনুষ্ঠানে ফলাধিক্যের কথা বলিয়াছেন যথা "কর্ম্মের নিষ্পত্তিই ফলের সিদ্ধিবিষয় কারণ হওয়াতে লৌকিক কর্ম্মের বহু অনুষ্ঠানে যেমন ফলাধিক্য হয়, ধর্ম কর্ম্ম সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।" যেরূপ ভূমিকর্ষণ প্রভৃতি লৌকিক কর্ম্মের বহুবার অনুষ্ঠানে শস্যরূপ ফলের আধিক্য হয়, সেইরূপ শাস্ত্রোক্ত দেবতামাহাত্ম্যপাঠের অনুষ্ঠানবাহুল্যে ফলবাহুল্য না হইবে কেন? "সুধীব্যক্তি সঙ্কল্পিত স্তোত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইয়া সংখ্যা করিয়া পাঠ করিবে। বারাহীতন্ত্রের এইবচন দ্বারাও স্তবাদির পাঠবাহুল্যে ফলবাহুল্য জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। বারাহীতন্ত্রে ইন্দ্রাক্ষীস্তব, সরস্বতীস্তব, এবং দেবী মহাত্ম্যপাঠের আবৃত্তিতে (বহুবার অনুষ্ঠানে) ফলাধিক্যের কথা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। যথা—"হে দেবি! আমি চণ্ডীপাঠের ফল বলিতেছি,

...ক্রমশ ইষ্টসিদ্ধি হইতে শ্রবণ কর। এক আবৃত্তিক্রমে পাঠের যথাযথ ফল ক্রমশ তোমাকে বলিতেছি। সঙ্কল্পপূর্ব্বক একবার মাত্র পূজা করিয়া অঙ্গে মন্ত্রন্যাসপূর্ব্বক একবার মাত্র পাঠ ও শ্রবণদ্বারা মনুষ্য সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।" উপসর্গসমূহের শান্তির উদ্দেশে তিনবার ...পূর্ব্বক পুষ্টির আবৃত্তি করিবে। হে বরাননে! গ্রহের উপশান্তির জন্য পাঁচবার সপ্তশতী দেবীমাহাত্ম্য পাঠ করিবে, মহাভয় উৎপন্ন হইলে, সাতবার সম্পূর্ণ চণ্ডীমহাত্ম্য পাঠ করিবে। নববার পাঠ করিলে, শান্তি এবং বাজপেয়ফল লাভ হয়, রাজাকে বশীভূত করিবার জন্য এবং ভূতির জন্য একাদশ আবৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত। দ্বাদশবার আবৃত্তিতে কার্য্যসিদ্ধি এবং বৈরহানি হয়। চতুর্দ্দশবার আবৃত্তিতে শত্রু বশীভূত এবং স্ত্রীলোক বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। পঞ্চদশবার আবৃত্তিতে মানব সৌখ্য এবং সম্পৎ প্রাপ্ত হয়।। ১৪৪।।

"কলাবৃত্ত্যা পুত্রপৌত্রধনধান্যাগমং বিদুঃ।
রাজ্ঞাং ভীতের্বিমোক্ষায় বৈরস্যোচ্চাটনায় চ।
কুর্য্যাৎ সপ্তদশাবৃত্তং তথাষ্টাদশকং প্রিয়ে।
মহাব্রণবিমোক্ষায় বিংশাবৃত্তং পঠেন্নরঃ।
পঞ্চবিংশাবর্ত্তনাচ্চ ভবেদ্বন্ধবিমোক্ষণং।
সঙ্কটে সমনুপ্রাপ্তে দুশ্চিকিৎস্যাময়ে তথা।
জাতিধ্বংসে কুলোচ্ছেদে আয়ুষো নাশ আগতে।
বৈরিবৃদ্ধৌ ব্যাধিবৃদ্ধৌ ধননাশে তথা ক্ষয়ে।
তথৈব ত্রিবিধোৎপাতে তথা চৈবাতিপাতকে।
কুর্য্যাদযত্নাচ্ছতাবৃত্তং ততঃ সম্পদ্যতে শুভং।
শ্রিয়ো বৃদ্ধিঃ শতাবৃত্তাদ্রাজ্যবৃদ্ধিস্তথৈব চ।
মনসা চিন্তিতং দেবি সিধ্যেদষ্টোত্তরাচ্ছতাৎ।
শতাশ্বমেধযজ্ঞানাং ফলমাপ্নোতি সুব্রতে।
সহস্রাবর্ত্তনাল্লক্ষ্মীরাবৃণোতি স্বয়ং স্থিরা।
ভুক্ত্বা মনোরথান্ কামান্ নরোমোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট্ দেবানাঞ্চ যথা হরিঃ।
স্তবানামপি সর্ব্বেষাং তথা সপ্তশতীস্তবঃ।
অথবা বহুনোক্তেন কিমেতেন বরাননে।
চণ্ড্যাঃ শতাবৃত্তপাঠাৎ সর্ব্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ।"

পঠনশ্রবণবৎ পাঠনশ্রাবণেঽপি কার্য্যে, "প্রযোজিতাঽনুমন্তা কর্ত্তা চেতি সর্ব্বে স্বর্গনরকফলভোক্তারো যো ভূয় আরভতে তস্মিন্ ফলে বিশেষঃ।"

ইত্যাপস্তম্বেনা প্রবৃত্তপ্রবর্ত্তকলক্ষণপ্রযোজকস্যাপি ফলশ্রুতেঃ অত্র পাঠয়িষ্যে শ্রাবয়িষ্যে ইতি প্রয়োগঃ, এবং ভারতাদাবপি। অত্রাবিশেষাৎ সর্ব্বেষামেবাধিকারঃ দ্বিজানাং পঠনশ্রবণয়োঃ শূদ্রস্য তু শ্রবণেঽধিকারঃ। অত্র কাম্যেঽপি স্মার্ত্তকর্ম্মত্বেন প্রতিনিধিসম্ভবাদ্যথাযথং পঠিষ্যামি শ্রোষ্যামীতি সঙ্কল্প্য তৈঃ প্রতিনিধীয়তে তথা চাধিকরণমালাকৃন্মাধবাচার্য্যধৃতপরাশরভাষ্যে শাতাতপঃ।—

"শ্রৌতং কর্ম্ম স্বয়ং কুর্য্যাদন্যোঽপি স্মার্ত্তমাচরেৎ।
অশক্তৌ শ্রৌতমপ্যন্যঃ কুর্য্যাদাচারমন্ততঃ।।" ১৪৫।।

ষোলবার আবৃত্তিতে পুত্র, পৌত্র, ধন ধান্যের প্রাপ্তি হয়। রাজভয় হইতে মোচনের জন্য, এবং বৈরের উচ্চাটনার্থ যথাক্রমে সপ্তদশবার ও অষ্টাদশবার পাঠ করিবে। মহাব্রণ শান্তির জন্য বিংশতিবার আবৃত্তি করিবে এবং পঞ্চবিংশতিবার আবৃত্তি দ্বারা বন্ধন মুক্তি লাভ হয়। সঙ্কট উপস্থিত হইলে, ব্যাধি, চিকিৎসার অসাধ্য হইলে, জাতির ধ্বংসে, কুলের উচ্ছেদ ও আয়ুর নাশ সম্ভাবিত হইলে, বৈরীর বৃদ্ধিতে, ব্যাধির বৃদ্ধিতে, ধনের নাশ ও ক্ষয় হইলে, আধিভৌতিকাদি ত্রিবিধ উৎপাতসময়ে, এবং অতিপাতক ঘটিলে, যত্নপূর্ব্বক শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠ করিবে, তাহাতেই শুভ হইবে। শতাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে শ্রীর বৃদ্ধি, এবং রাজ্যের বৃদ্ধি হয়। হে দেবি! একশত আটবার দেবীমাহাত্ম্য পাঠে মনে যাহা চিন্তা করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয়, এবং হে সুব্রতে! শত অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। সহস্রাবৃত্ত চণ্ডীপাঠে লক্ষ্মী স্বয়ং স্থির হইয়া তাহাকে (পাঠকারীকে) বরণ করেন। সহস্রাবৃত্তপাঠকারী মনোগত কামনা সকল ভোগ করিয়া দেহান্তে মোক্ষ লাভ করে। অশ্বমেধ যেমন যজ্ঞের রাজা, দেবতাদিগের মধ্যে নারায়ণ যেমন শ্রেষ্ঠ, সকল প্রকার স্তবের মধ্যে সপ্তশতীস্তবও সেইরূপ। অথবা হে বরাননে! এরূপ বহু কথা বলিবার প্রয়োজন কি? চণ্ডীর শতাবৃত্ত পাঠে সকল অভীষ্ট সিদ্ধ হয়।" নিজে দেবীমাহাত্ম্য পাঠ এবং শ্রবণ করা যেমন কর্ত্তব্য অপরকে পাঠ করান এবং শুনানও সেইরূপ কর্ত্তব্য।' "কোন কর্ম্মের প্রযোজক; অনুমতিদাতা এবং কর্ত্তা, ইহারা সকলেই কর্ম্মানুসারে স্বর্গ ও নরকরূপ ফলের ভোক্তা, যাহারা পুনঃ পুনঃ কর্ম্মের আচরণ করে, তাহাদের ফলেরও আধিক্য হয়" এই আপস্তম্বীয় সূত্র হইতে "অপ্রবৃত্তকে প্রবর্ত্তনকারিরূপ প্রযোজকেরও ফলপ্রাপ্তিকথা জানা যাইতেছে। অপরকে যখন পাঠ করাইবে, বা শুনাইবে, তখন সঙ্কল্প বাক্যে "পাঠয়িষ্যে, 'শ্রবয়িষ্যে' ইত্যাদিরূপ ক্রিয়াপদে আত্মানপদী প্রয়োগ করিতে হইবে। ভারতাদিসম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিবে। বিশেষজাতির কর্ত্তৃস্বরূপের নির্দ্দেশ না থাকায় সকল জাতীয় ব্যক্তিরই পাঠাদিতে অধিকার আপাততঃ প্রতীতি হইলেও দ্বিজগণের পঠন ও শ্রবণে অধিকার, এবং শূদ্রদিগের কেবল শ্রবণেই অধিকার বুঝিতে হইবে। দুর্গাপূজা স্মার্ত্তকর্ম্ম সুতরাং কাম্যত্বে ও প্রতিনিধির সম্ভব থাকাতে প্রতিনিধিগণ পঠন ও শ্রবণে যথাক্রমে "পঠিষ্যামি" "শ্রোষ্যামি" এইরূপ

ক্রিয়া দ্বারা সম্পন্ন করিয়া, প্রতিনিধির কার্য্য করিবে। এ সম্বন্ধে অধিকরণমালানির্ম্মাতা মাধবাচার্য্য স্বকৃত পরাশর ভাষ্যে শাতাতপের এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"শ্রৌত কার্য্য নিজেই করিবে, স্মার্ত্তকর্ম্ম নিজে এবং অপরেও করিতে পারে। অশক্ত হলে আরম্ভের পর অন্যেও শ্রৌত কর্ম্ম করিতে পারে। ১৪৫॥

এতদ্বচনং কাম্যেঽপি প্রতিনিধিবিধায়কং। নিত্যনৈমিত্তিকমাত্রপরত্বে তু শ্রৌতস্মার্ত্তভেদেনোপাদানং ব্যর্থং স্যাত্তয়োরবিশেষাদেব প্রতিনিধিলাভাৎ, অন্তত উপক্রমাৎ পরতঃ।

"কাম্যে প্রতিনিধির্নাস্তি নিত্যনৈমিত্তিকে হি সঃ।
কাম্যেষ্বুপক্রমাদূর্দ্ধং কেচিদিচ্ছন্তি সত্তমাঃ।"

ইত্যেকবাক্যত্বাৎ ততশ্চ স্মার্ত্তং কাম্যং প্রতিনিধিনাপ্যারভ্যতে ন তু শ্রৌতমিতি স্থিতং। মাহাত্ম্যাদিপাঠে তু নারায়ণায় নমঃ, নরায় নমঃ, নরোত্তমায় নমঃ, দেব্যৈ নমঃ, সরস্বত্যৈ নমঃ, ইতি নত্বা পাঠ্যং।

"নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদরয়েৎ।"

ইতি বিধেঃ।

এবঞ্চ ভাগবতীয়সূতোক্তৌ উদীরয়েদিত্যস্য স্বয়ং তথোদীরয়ন্নন্যান্ পৌরাণিকানুপশিক্ষয়তীতি শ্রীধরস্বামিব্যাখ্যানমনুশাসনবিরুদ্ধং, চৈবেতি ভারতপাঠাৎ চকারেণ ব্যাসো লব্ধঃ, চৈবেত্যত্র ব্যাসমিতি ভাগবতে দর্শনাৎ। জয়পদার্থমাহ ব্রহ্মচারিকাণ্ডে ভবিষ্যপুরাণং—

"অষ্টাদশপুরাণানি রামস্য চরিতং তথা।
বিষ্ণুধর্ম্মাদিশাস্ত্রাণি শিবধর্ম্মাশ্চ ভারত।
কার্ষ্ণঞ্চ পঞ্চমো বেদো যন্মাহাভারতং স্মৃতম্।"

কার্ষ্ণং কৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীতম্।

"সৌরাশ্চ ধর্ম্মা রাজেন্দ্র মানবোক্তা মহীপতে।
জয়েতি নাম চৈতেষাং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।।"

জয়ত্যনেন সংসারমিতি ব্যুৎপত্ত্যা জয়স্তত্তদ্গ্রন্থঃ।। ১৪৬।।

উক্ত বচনটি দ্বারা কাম্য কর্ম্মও যে প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে, তাহার বিধান করিতেছেন। ইহা যদি কেবল নিত্য এবং নৈমিত্তিক কর্ম্মে প্রতিনিধির বিধায়ক হইত, তাহলে, ঐ বচনে কর্ম্ম সকলকে শ্রৌত, এবং স্মার্ত্ত, এইরূপ ভেদ করিয়া নির্দ্দেশ করা ব্যর্থ হইত। কারণ নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য, এই ত্রিবিধ কর্ম্মই শ্রৌত বা স্মার্ত্ত

হইয়া থাকে, সুতরাং শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত এই দুইটি শব্দ অবিশেষরূপেই নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য, এই ত্রিবিধ কর্ম্মের স্থানেই ব্যবহৃত হয়। এক্ষণে দেখ, নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য, এই ত্রিবিধকর্ম্ম যখন সমভাবেই শ্রৌত বা স্মার্ত্ত হইতে পারে, তখন শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্ম প্রতিনিধি দ্বারা সম্পাদিত করা যাইতে পারিবে, এইরূপ বলিলেই নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য, এই ত্রিবিধ কর্ম্মেই প্রতিনিধির লাভ হইতেছে, যেহেতু উহারা সকলেই অবিশেষরূপে অর্থাৎ সমানভাবেই শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত। মূল বচনে যে অন্ততঃ পদটি আছে, তাহার অর্থ করিলেই "কাম্য কর্ম্মে প্রতিনিধি নাই, নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মেই প্রতিনিধি হইয়া থাকে। তবে কোন কোন সদাশয় আরম্ভের পর কাম্যকর্ম্মেও প্রতিনিধির বিধান করেন" এই বচনের সহিত একবাক্যতা অর্থাৎ মিল হয়। এক্ষণে এইরূপ ব্যবস্থা দাঁড়াইল যে, স্মার্ত্ত কর্ম্ম নিত্যই হৌক্, অথবা কাম্যই হৌক, প্রতিনিধি দ্বারা আরম্ভও করা যাইতে পারে, কিন্তু শ্রৌত কর্ম্ম মাত্রই নিজে আরম্ভ করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা সম্পূর্ণ করাইতে পারা যায়। মাহাত্ম্যাদিপাঠের প্রথমে "নারায়ণকে নমস্কার, নরকে নমস্কার, নরোত্তমকে নমস্কার, দেবীকে নমস্কার, সরস্বতীকে নমস্কার, এবং ব্যাসদেবকে নমস্কার, এইরূপে নমস্কার করিয়া পাঠ আরম্ভ করিবে। কেন না "নারায়ণ, নর, নরোত্তম, দেবী এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া পুরাণাদি পাঠ করিবে।" এইরূপ একটি বিধান দৃষ্ট হয়। এইরূপ করাই যখন একটি বিধি, তখন শ্রীধরস্বামীর শ্রীমদ্ভাগবতে সূতের উক্ত নারায়ণ নর নরোত্তম ইত্যাদি শ্লোকে স্থিত 'উদীরয়েৎ' এই ক্রিয়াপদটির "নিজে তথাবিধ উচ্চারণ করিয়া অপর পৌরাণিকগণকেও উচ্চারণ করিতে শিক্ষা দিতেছেন" এই প্রকার যে অর্থ করিয়াছেন, উহা ব্যাকরণবিরুদ্ধ। উক্ত সংস্কৃত বচনে "সরস্বতীং" এর পর "চৈব" এইরূপ পাঠ মহাভারতে দৃষ্ট হয়। ঐ চৈব দ্বারা ব্যাসদেবকেই মনোগত করা হইয়াছে, আর ভাগবতেই "চৈব" স্থলে "ব্যাসং "এইরূপ স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মচারিকাণ্ডে "জয়" এই শব্দটির এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে।—অষ্টাদশপুরাণ, শ্রীরামচরিত, বৈষ্ণব ধর্ম্মশাস্ত্র, শৈব ধর্ম্মশাস্ত্র, কার্ষ্ণ (কৃষ্ণদ্বৈপায়ণ প্রণীত) পঞ্চম বেদস্বরূপ মহাভারত, সৌর ধর্ম্ম, এবং হে ভারত! মনু কর্ত্তৃক কথিতধর্ম্ম এই সকলকে হে রাজেন্দ্র! পণ্ডিতেরা জয় নামে অভিহিত করিয়াছেন।" জয় শব্দটির ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থ—যাহা দ্বারা লোকে, জয় লাভ করে, জয় অর্থাৎ সেই সকল গ্রন্থ।।১৪৬।।

এবঞ্চার্থানবলোকনাদাচারাদাদাবেবায়ং শ্লোকঃ পঠ্যতে। মৎস্যসূক্তে বারাহীতন্ত্রে চ,

"প্রণবঞ্চাদৌ জপ্ত্বা চ স্তোত্রং বা সংহিতাং পঠেৎ।
অন্তে চ প্রণবং দদ্যাদিত্যুবাচাদিপূরুষঃ।।
সর্ব্বত্র পাঠে বিজ্ঞেয়ো হ্যন্যথা বিফলং ভবেৎ।
শুদ্ধেনানন্যচিত্তেন পঠিতব্যং প্রযত্নতঃ।।

ন কার্য্যাসক্তমনসা কার্য্যাং স্তোত্রস্য বাচনং।
আধারে স্থাপয়িত্বা চ পুস্তকং প্রজপেৎ সুধীঃ।
হস্তসংস্থাপনাদেব যস্মাদল্পফলং ভবেৎ।
স্বয়ঞ্চ লিখিতং যচ্চ কৃতিনা লিখিতং ন যৎ।
অব্রাহ্মণেন লিখিতং তচ্চাপি বিফলং ভবেৎ।
ঋষিচ্ছন্দাদিকং ন্যস্য পঠেৎ স্তোত্রং বিচক্ষণঃ।
স্তোত্রে ন দৃশ্যতে যত্র প্রণবন্যাসমাচরেৎ।
সঙ্কল্পিতে স্তোত্রপাঠে সংখ্যাং কৃত্বা পঠেৎ সুধীঃ।।
অধ্যায়ং প্রাপ্য বিরমেন্ন তু মধ্যে কদাচন।
কৃতে বিরামে মধ্যে তু অধ্যায়াদিং পঠেন্নরঃ।।''

ততশ্চ মার্কণ্ডেয়পুরাণীয়দেবীমাহাত্ম্যপাঠস্যাদৌ ঋষিচ্ছন্দ আদিকং পঠেত্তদ্‌যথা।

''প্রথমচরিতস্য ব্রহ্ম ঋষির্মহাকালী দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো নন্দা শক্তী রক্তদন্তিকা বীজমগ্নিস্তত্ত্বং মহাকালীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।।

মধ্যমচরিতস্য বিষ্ণুঋষির্ম্মহালক্ষ্মীর্দেবতাহনুষ্টুপচ্ছন্দঃ শাকম্ভরী শক্তিঃ দুর্গাবীজং সূর্য্যস্তত্ত্বং মহালক্ষ্মীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

উত্তরচরিতস্য রুদ্র ঋষিঃ সরস্বতী দেবতা উষ্ণিকচ্ছন্দোভীমা শক্তির্ভ্রামরী বীজং বায়ুস্তত্ত্বং সরস্বতীপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ''।। ১৪৭।।

অতএব অর্থ না বুঝেই আমরা (১) পরম্পরা প্রযুক্ত আচারপ্রভাবে প্রথমেই শ্লোকের পাঠ করিয়া থাকি। মৎস্যসূক্ত এবং বরাহীতন্ত্রে স্তোত্রাদিপাঠের এইরূপ পদ্ধতি বলা হইয়াছে। প্রথমে প্রণব (ওঁ) উচ্চারণ করিয়া স্তোত্রে বা সংহিতার পাঠ করিবে—পাঠশেষ হইলে পুনর্বার প্রণব উচ্চারণ করিবে, আদি পুরুষ পাঠের এই নিয়ম করিয়াছেন। পাঠমাত্রেই নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইবে, তা নাহলে পাঠ বৃথা হইবে। বিশেষরূপে পবিত্র এবং অনন্যচিত্ত হইয়া যত্নপূর্ব্বক শ্লোকাদি পাঠ করিবে, আর একদিকে যাহার মন আসক্ত সে ব্যক্তির কখন স্তোত্র পাঠ করা উচিত হয় না। পণ্ডিত ব্যক্তি পুস্তকখানি কোন একটি আশ্রয়ের উপর রাখিয়া পাঠ করিবে। কারণ, পুঁথির পত্র হাতের উপর রাখিয়া পাঠ করিলে, সেইরূপ পাঠের ফল অল্পই হয়। স্বয়ং লিখিত পণ্ডিত কর্তৃক অলিখিত এবং অব্রাহ্মণ কর্তৃক লিখিত পুস্তকপাঠ বিফল হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তিপ্রথমে ঋষি ও ছন্দ প্রভৃতির উপন্যাস করিয়া স্তোত্র পাঠ করিবে। যে স্তোত্রের ঋষি ও ছন্দঃ প্রভৃতি দৃষ্ট হয় না, সে স্থলে প্রণবের ন্যাস করিবে। যে স্থলে কোন স্তোত্রকে এতবার আবৃত্তি করিয়া পাঠ করা হইবে বলিয়া সঙ্কল্প করা হইবে, সে স্থলে পণ্ডিত পাঠক এক একবার আবৃত্তি হইবার পর এক একটি সংখ্যা রাখিয়া

পাঠ করিবেন। এক একটি অধ্যায় শেষ হইলে, তবে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বিরত থাকিবে, কখনই কোন অধ্যায়ের মাঝখানে পাঠে বিরত হইবে না, যদি কেহ ঐরূপ অধ্যায়ের মাঝখানেই পাঠের বিরাম করে, তাহলে তাহাকে আবার ঐ অধ্যায়ের আদি হইতে পাঠ করিতে হইবে।'' এইরূপ যখন সকল পাঠেরই নিয়ম হইল, তখন মার্কণ্ডেয়পুরাণের অন্তর্গত দেবীমাহাত্ম্যপাঠও ঐ নিয়মেই করিতে হইবে। উহার পাঠ করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিতরূপে ঋষি ও ছন্দ প্রভৃতির পাঠ করিতে হইবে। যথা—
"প্রথম চরিতের ব্রহ্মা ঋষি, মহাকালী দেবতা, গায়ত্রী ছন্দ, নন্দা শক্তি, রক্তদন্তিকা বীজ, অগ্নি তত্ত্ব, মহাকালীর প্রীতির নিমিত্ত ইহার জপ (পাঠ) করিতে হয়। মধ্যম চরিতের বিষ্ণু ঋষি, মহালক্ষ্মী দেবতা, অনুষ্টুপ ছন্দঃ শাকম্ভরী শক্তি, দুর্গা বীজ, সূর্য্য তত্ত্ব, মহালক্ষ্মীর প্রীতির নিমিত্ত জপ করিতে হয়। উত্তর চরিতের রুদ্র ঋষি, সরস্বতী দেবতা, উষ্ণিক ছন্দ ভীমা শক্তি, ভ্রামরী বীজ, বায়ু তত্ত্ব, সরস্বতীর প্রীতির নিমিত্ত ইহার জপ করিতে হয় (এই শ্লোকটি যখন বিধিস্বরূপ, তখন এই শ্লোকটিকে অবিকল কোন পাঠ্য গ্রন্থের আদিতে পাঠ করার আবশ্যকতাই দেখা যায় না। তাই স্মার্ত্ত বলিতেছেন, হায় এই শ্লোকটি বিধিস্বরূপ এইরূপ অর্থ না বুঝে অথবা শিষ্টাচারপ্রযুক্ত এই শ্লোকটিকে আমরা পাঠ্য পুরাণাদি গ্রন্থের প্রথমে পাঠ করি। দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক বিদ্যাবাগীশ, স্মার্ত্তের বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিতে পারিয়া এই কথার জন্য স্মার্ত্তকে উপহাস করেন।)।। ১৪৭।।

নৈয়তকালিককল্পতরৌ ভবিষ্যপুরাণং,

''ইতিহাসপুরাণানি শ্রুত্বা ভক্ত্যা বিশাম্পতে।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মহত্যাদিভির্ব্বিভো।
ব্রাহ্মণং বাচকং বিদ্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ।
শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্রাজন্ বাচকান্নরকং ব্রজেৎ।।''

তথা,

''দেবার্চ্চামগ্রতঃ কৃত্বা ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
গ্রন্থিঞ্চ শিথিলং কুর্য্যাদ্বাচকঃ কুরুনন্দন।।
পুনর্ব্বগ্নীত তৎ সূত্রং ন মুক্তা বাচয়েৎ ক্বচিৎ।
হিরণ্যং রজতং গাশ্চ তথা কাংস্যোপদোহনাঃ।
দত্ত্বা তু বাচকায়েহ শ্রুতস্যাপ্নোতি তৎফলম্।।''
''বাচকঃ পূজিতো যেন প্রসন্নাস্তস্য দেবতাঃ।।''

তথা,

"জ্ঞাত্বা পর্ব্বসমাপ্তিঞ্চ পূজয়েদ্বাচকং বুধঃ।
আত্মানমপি বিক্রীয় য ইচ্ছেৎ সফলং ক্রতুম্।।"

তথা,

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।
কলস্বরসমাযুক্তং রসভাবসমন্বিতং।।
বুধ্যমানঃ সদা হ্যর্থং গ্রন্থার্থং কৃৎস্নশো নৃপ।
ব্রাহ্মণাদিষু সর্ব্বেষু গ্রন্থার্থং চার্পয়েন্নৃপ।।
য এবং বাচয়েদ্ ব্রহ্মন্ স বিপ্রো ব্যাস উচ্যতে।।"

তথা,—

"সপ্তস্বরসমাযুক্তং কালে কালে বিশাম্পতে।
প্রদর্শয়ন্ স্বরান্ সর্ব্বান্ বাচয়েদ্বাচকো নৃপ।।" ১৪৮।।

নৈয়তকালিককল্পতরুনামক গ্রন্থে ভবিষ্যপুরাণ হইতে পাঠসম্বন্ধেনিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। "হে বিশাম্পতে! হে প্রভো! ভক্তিপূর্ব্বক ইতিহাস ও পুরাণ সকল শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যাদিজনিত সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রাহ্মণকেই যত্নপূর্ব্বক পাঠক করিবে, অন্য বর্ণজব্যক্তিকে কখন পাঠক করিবে না, হে রাজন! অপরবর্ণজ পাঠকের নিকট হইতে পুরাণাদির পাঠ শ্রবণ করিলে নরকে গমন করে। হে কুরুনন্দন! বাচক অগ্রে দেবতা ও ব্রাহ্মণের বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিয়া পুস্তকের বন্ধনগ্রন্থি শিথিল করিবে। পাঠান্তে পুনর্ব্বার ঐ গ্রন্থি বন্ধন করিয়া রাখিবে, কিন্তু গ্রন্থি মোচন না করিয়া কখন পাঠ করিবে না। বাচককে সুবর্ণ, রজত, গাভী, এবং কাংস্যনির্ম্মিত উপদোহন (পাত্রবিশেষ) দান করিয়া পাঠশুনার ফল প্রাপ্ত হয়।" কাংস্যোপ দোহন শব্দের অর্থ কাংস্যনির্ম্মিত ক্রোড়া (খোরা)। যে ব্যক্তি পাঠকের পূজা করে তাহার উপর দেবতারা প্রসন্ন হন।"এবং "এক একটি পর্ব্বের (অংশের) সমাপ্তি পর্য্যন্ত শুনিয়া ঐ শ্রবণ কার্য্যকে সফল করিতে অভিলাষী শ্রোতা আপনাকে বিক্রয় করিয়াও বাচকের পূজা করিবে। হে নৃপ! যে বাচক গ্রন্থের সকল স্থলের অর্থ বুঝিতে সমর্থ হইয়া; বিশিষ্টভাবে তাড়াতাড়ি না করিয়া, ধীরে ধীরে, অক্ষর ও পদগুলি ছাড়া ছাড়া করিয়া মধুরস্বর সংযোগে অভিনয়াদি দ্বারা গ্রন্থ প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রাহ্মণাদি সকল জাতীয় শ্রোতাদিগের বোধগম্য করায়, সেইরূপ ব্রাহ্মণজাতীয় পাঠককে ব্যাস বলা হয়। এবং ইহাও বলা হইয়াছে যে, "হে নৃপ! বাচক সপ্তস্বরসংযোগে পাঠ করিবে এবং যে সময়ের যে স্বর উপযোগী, তাহাও প্রদর্শন করিবে। ১৪৮।।

দেবীপুরাণে,

"ইষে মাস্যসিতে পক্ষে কন্যারাশিগতে রবৌ।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।।
জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্তায়াং ষষ্ঠ্যাং বিল্বাভিমন্ত্রণং।
সপ্তম্যাং মূলযুক্তায়াং পত্রিকায়াঃ প্রবেশনং।।
পূর্ব্বাষাঢ়াযুতাষ্টম্যাং পূজাহোমাদ্যুপোষণং।
উত্তরেণ নবম্যান্তু বলিভিঃ পূজয়েচ্ছিবাং।।
শ্রবণেন দশম্যান্তু প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।।"

অত্র নবম্যাদিকল্প উক্তঃ।

তথা,

"যাবদ্ভূর্ব্বায়ুরাকাশং জলং বহ্নিশশিগ্রহাঃ।
তাবচ্চ চণ্ডিকাপূজা ভবিষ্যতি সদা ভুবি।।
প্রাবৃট্কালে বিশেষেণ আশ্বিনে হ্যষ্টমীষু চ।
মহাশব্দো নবম্যাস্তু লোকে খ্যাতিং গমিষ্যতি।।"

অনেন মহাষ্টমীমহানবমীকল্পাবুক্তৌ, সম্বৎসরেঽপি তদ্রূপেণ প্রয়োগঃ কার্য্যঃ। অত্র কন্যারাশিগতে রবাবিত্যভিধানং ফলাতিশয়ার্থং, প্রায়িকাভিপ্রায়ং, বা, ন তু নিয়মার্থং, তথাত্বে সৌরাশ্বিনে প্রতিবর্ষং কৃষ্ণনবমীমারভ্য শুক্লদশমীং যাবৎ পূজাক্রমস্যানুপপত্তেঃ। অত্র কৃষ্ণাদিত্বাদিষ ইত্যপি গৌণাশ্বিনপরম, অতএব কালকৌমুদ্যাদিধৃতং,

"কর্কিনার্কে হরৌ সুপ্তে শক্রধ্বজক্রিয়াশ্বিনে।
তুলায়াং বোধয়েদ্দেবীং বৃশ্চিকে তু জনার্দ্দনমি"তি।।

বোধয়েদিতি ষষ্ঠ্যামিতি শেষঃ। অত্রাপি নবমীবোধনং কন্যায়ামেব তথৈব সম্ভাবাৎ। তেন সিংহার্কে তুলার্কেঽপ্যাশ্বিনত্বেন বাক্যরচনা।। ১৪৯।।

দেবীপুরাণে দুর্গাপূজার কল্পাদি এইরূপে উক্ত হয়াছে, "আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষে সূর্য্য কন্যারাশিস্থিত হইলে, নবমীতিথিতে ক্রীড়া, কৌতুক এবং মঙ্গল সহকারে দেবীর বোধন করিবে। জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠীতে বিল্ববৃক্ষে আমন্ত্রণ করিবে। মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীতে পত্রিকাপ্রবেশ করিবে, পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে পূজা, হোম ও উপবাসাদি করিবে, উত্তরাষাঢ়াযুক্ত নবমীতে বলিদানের সহিত দেবীকে পূজা করিবে, এবং শ্রবণাযুক্ত দশমীতে বিসর্জ্জন করিবে।" ইহাতে এক প্রকার নবম্যাদি কল্প উক্ত হইল। দেবীপুরাণে ইহাও বলা হইয়াছে যে, "যে কাল পর্য্যন্ত পৃথিবী, বায়ু, আকাশ

বল, অগ্নি এবং চন্দ্রাদি এই সকল বিদ্যমান থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত দেবীর পূজা পৃথিবীতে প্রচলিত থাকিবে। বর্ষাকালে আশ্বিনমাসের অষ্টমী এবং নবমী তিথি মহাশব্দযুক্ত হইয়া ত্রিলোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে।" ইহাতে মহাষ্টমী, কল্প এবং মহানবমী কল্পের কথাও বলা হইল। সঙ্কল্পবাক্যেও মহাষ্টমী এবং মহানবমী বলিয়াই প্রয়োগ করিতে হইবে। উপরি উক্ত দেবীপুরাণের বচনে নবম্যাদিকল্পসম্বন্ধে যে 'সূর্য্য কন্যারাশিতে স্থিত হইলে," এইরূপ বলা হইল, উহা ফলের আধিক্য বুঝাইবার জন্য, অর্থাৎ নবম্যাদিকল্পের নবমী সূর্য্যের কন্যারাশিতে অবস্থানকালে যদি হয়, তাহলে অধিক ফল পাওয়া যায়, অথবা নবম্যাদি কল্পের নবমী প্রায়ই ঐরূপ সময়ে হয় বলিয়া বচনে ঐরূপ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। উহা দ্বারা এমন কিছু নিয়ম করা হয় নাই যে, সূর্য্যের কন্যারাশিতে অবস্থানকালীন কৃষ্ণনবমীতেই বোধন করিতে হইবে। ঐরূপ নিয়ম করা হইলে, প্রতিবৎসর সৌর আশ্বিনের কৃষ্ণনবমীতে, বোধন করিয়া ঐ সৌরাশ্বিনের শুক্লদশমী পর্য্যন্ত পূজাক্রম চালান ভার হইয়া উঠে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এমন অনেক বৎসর দেখা যায়, যাহাতে সৌর আশ্বিনমাসে কৃষ্ণপক্ষের নবমী আধা-মাসের পরও হইয়া থাকে, যাহাতে শুক্লপক্ষের দশমী কার্ত্তিকমাসে গিয়া পড়ে, এক্ষণে তুমি যদি নিয়ম কর, কন্যারাশিতে রবির অবস্থানকালীন অর্থাৎ সৌর আশ্বিনমাসের কৃষ্ণনবমীতেই বোধন ও সৌর আশ্বিনের শুক্লদশমী পর্য্যন্তই পূজা করিতে হইবে, তাহলে প্রতিবৎসর ঐ নিয়ম পালন করা অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব উক্ত বচনে সূর্য্যের কন্যারাশিতে অবস্থানের কথা যে বলা হইয়াছে, তাহা লইয়া একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম করা যাইতে পারে না। যদি বল, কন্যারাশি লইয়া নিয়ম নাই করিলাম, কিন্তু বচনে যে ইষে মাসি অর্থাৎ 'আশ্বিনমাসে' বলা হইয়াছে, এই আশ্বিন মাস লইয়া, অবশ্যই নিয়ম করিতে হইবে, আশ্বিনমাসের কৃষ্ণনবমীতেই বোধন এবং আশ্বিন মাসের শুক্লদশমী পর্য্যন্তই পূজা করিবে, তোমার মতেও এইরূপ নিয়মে পূজা অবশ্যই করিতেই হইবে। তোমার প্রদর্শিত যুক্তিতে সৌরাশ্বিন ত্যাগ করিয়া চান্দ্র আশ্বিনকে গ্রহণ করিলেও চান্দ্র আশ্বিনও আবার দুই প্রকার গৌণ ও মুখ্য, এস্থলে উহাদের মধ্যে কোন্ প্রকারকে গ্রহণ করিব? ইহার উত্তর এই যে এ স্থলে গৌণ আশ্বিনেরই গ্রহণ করিতে হইবে, শাস্ত্রে একটি নিয়ম আছে, তিথিঘটিত কার্য্যে কৃষ্ণপ্রতিপৎ হইতে যে চন্দ্রমাসের আরম্ভ হয়, তথাবিধ চান্দ্রমাসেরই গ্রহণ করিতে হইবে, এক্ষণে দেখ বোধন যখন কৃষ্ণনবমীতে বিহিত হইয়াছে, তখন উহাকে তিথিঘটিত কার্য্যই বলিতে হইবে, সুতরাং বচনে যে আশ্বিনমাসের কথা আছে, তাহকে গৌণ আশ্বিন রূপেই বুঝিতে হইবে। কেন না, কৃষ্ণপ্রতিপৎ হইতে গৌণচান্দ্রেরই আরম্ভ হয়। গৌণ আশ্বিনের গ্রহণই শাস্ত্রসম্মত এ সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানকৌমুদী প্রভৃতি গ্রন্থে এইরূপ একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে দেখিতে পাই। যথা—"সূর্য্যের কর্কট রাশিতে অবস্থানকালে যদি হরিশয়ন আরম্ভ হয়, তাহলে আশ্বিনমাসে শয়নোত্থান হইবে। এবং তুলারাশিতে দেবীর বোধন করিবে ও বৃশ্চিকে জনার্দ্দনের বোধন হইবে।" এই বচনে তুলাতে যে দেবীবোধনের

কথা বলা হইয়াছে, উহাতে শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে যে বোধন বিহিত হইয়াছে, সেই বোধনই বুঝিতে হইবে। আরও একটি কথা, যদিও ঐরূপ বৎসরে কন্যারাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালীন কৃষ্ণপক্ষের নবমীতেই দেবীর বোধন করা হয়, তথাপি ঐ নবমীকে গৌণাশ্বিনের কৃষ্ণনবমীই বুঝিতে হইবে। অতএব সূর্য্যের সিংহরাশিতে অবস্থানকালীন কৃষ্ণপক্ষের নবমীতে বোধন করাই হৌক, আর সূর্য্যের তুলা রাশিতে অবস্থানকালীন শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতেই বোধন করা হউক, সঙ্কল্পবাক্যে আশ্বিন মাসেরই উল্লেখ করিতে হইবে।। ১৪৯।।

মহাষ্টমীমহানবম্যোরপি মাসপক্ষোল্লেখো "মাসপক্ষতিথীনাম্"ইতি বচনাৎ অমাবাস্যাপৌর্ণমাস্যোঃ পক্ষোল্লেখবৎ। এতেন "বারুণ্যাদিবন্মহাষ্টম্যাদাবপি বিশিষ্টবিধিত্বান্ন মাসাদ্যুল্লেখ" ইতি নিরস্তম্। তত্র কালিকাপুরাণে নবম্যাং বোধনমষ্টাদশভুজায়াঃ ষষ্ঠ্যাং বোধনং দশভুজায়া ইতি বিশিষ্যাভিধানাত্তথৈবেতি বদন্তি। তন্ন।। ১৫০।।

কেবলমাত্র মহাষ্টমী এবং মহানবমীতে যে পূজা করা হয়, তাহাতেও সঙ্কল্পবাক্যে, মাসও পক্ষের উল্লেখ করিতে হইবে, কার্য্যের নিমিত্তীভূত মাস পক্ষ তিথি প্রভৃতির সঙ্কল্পবাক্যে যে উল্লেখ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বচন পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি বল অপর কার্য্যে যে মাস-পক্ষাদির উল্লেখ করা হয় তাহা কার্য্যের নিমিত্তীভূত তিথিকে তৎসজাতীয় অপর তিথি হইতে ব্যাবৃত্তি অর্থাৎ বিশেষ করিয়া দেখাইবার নিমিত্তই করা হয়, কিন্তু মহাষ্টমীর বা মহানবমীর সেরূপ ব্যাবৃত্তি করিবার কোন প্রয়োজন নাই, যেহেতু উহাদের সজাতীয় অপর তিথি নাই। তাহা হইলেও বচনে যখন, মাস পক্ষ, তিথির উল্লেখ অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তখন উহা করিতেই হইবে। বাচনিক প্রমাণ অমান্য করিতে পারা যায় না, অতএব অমাবস্যা বা পূর্ণিমার কার্য্যেও সঙ্কল্পবাক্যে বাচনিকপ্রমাণবলেই পক্ষের উল্লেখ করা হয়, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব কে যে বলিয়াছিল, বারুণী প্রভৃতিতে স্নান যেমন বিশেষ বিধি দ্বারা বিহিত হওয়ায় ঐস্নানের সঙ্কল্পবাক্যে মাসাদির উল্লেখের আবশ্যকতা নাই, মহাষ্টমী প্রভৃতি পূজাও সেইরূপ বিশেষ বিধির অধীন হওয়ায় উহার সঙ্কল্পবাক্যেও মাসাদির উল্লেখের আবশ্যকতা নাই; পূর্ব্বোক্ত যুক্তি দ্বারা তাহাও নিরস্ত করা হইল। এ বিষয় আর একটু বক্তব্য, কালিকাপুরাণে কৃষ্ণপক্ষীয় নবমীতে অষ্টাদশভুজার এবং শুক্লপক্ষীয় ষষ্ঠীতে দশভুজার বোধন বিশেষ করিয়া বিহিত হইয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ সেইরূপ ব্যবস্থা করেন। তাহা অসঙ্গত।। ১৫০।।

কালিকাপুরাণে এব কামাখ্যাপঞ্চমূর্ত্তিপ্রকরণে,—

"শরৎকালে পুরা যস্মান্নবম্যাং বোধিতা সুরৈঃ।
শারদা সা সমাখ্যাতা পীঠে লোকে চ নামতঃ।।"

ইত্যুপক্রম্য,

"রূপমস্যাঃ পুরা প্রোক্তং সিংহস্থং দশবাহুভিরি"তি।

তথা,

"রূপমেবং দশভুজং পূর্ব্বোক্তন্তু বিচিন্তয়েদি"তি।

তথা,

"পঞ্চাননং কাসরঞ্চ দৈত্যমগ্রে প্রপূজয়েদি"ত্যনেন সিংহমহিষযুক্তায়া দশভুজায়া অপি নবম্যাং বোধনমুক্তম্। অতএব তত্রৈব,

"উগ্রচণ্ডেতি যা মূর্ত্তির্ভদ্রকালী ত্বহং পুনঃ।
যয়া মূর্ত্ত্যা ত্বাং হনিষ্যে সা দুর্গেতি প্রকীর্ত্তিতা।।
এতাসু মূর্ত্তিষু সদা পাদলগ্নো নৃণাং সদা।
পূজ্যো ভবিষ্যসি ত্বং বৈ দেবানামপি রক্ষসাম্।।"

ইত্যনেন কাত্যায়ন্যা দুর্গায়াঃ পাদলগ্নত্বেন মহিষাসুরস্য পূজ্যত্বং পূর্ব্বমুক্তম্। অতএবাষ্টাদশভুজায়াঃ পাদলগ্নত্বং মহিষাসুরস্য ন সম্ভবতি, তস্মাদ্দশভুজায়া নবম্যাং ষষ্ঠ্যাং বা বোধনমিতি। অতএব শরৎকাল-বোধনীয়ত্বেন 'শারদা'পদব্যুৎপত্তেস্তৎপদং তালব্যাদি, 'সারং দদাতী'তি ব্যুৎপত্তিস্তু কাল্পনিকী। এবং প্রতিবর্ষকর্ত্তব্যত্বাদার্দ্রাদিনক্ষত্রালাভেঽপি পূজা কার্য্যা, নক্ষত্রযোগস্তু ফলাতিশয়ায়। তথা চ লিঙ্গপুরাণং,

"মূলাভাবেঽপি সপ্তম্যাং কেবলায়াং প্রবেশয়েৎ।
তথা তিথ্যন্তরেষ্বেবমৃক্ষেষু তু ফলোচ্চয়ঃ।।"

দেবলঃ,

"তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে দ্বয়োরেবানুপালনং।
যোগাভাবে তিথির্গ্রাহ্যা দেব্যাঃ পূজনকর্ম্মণি।।"

কৃষ্ণনবম্যামার্দ্রাযোগো বিধৌ মন্ত্রে চ শ্রূয়তে। তথা চ লিঙ্গপুরাণং,

"কন্যায়াং কৃষ্ণপক্ষে তু পূজয়িত্বার্দ্রভে দিবা।
নবম্যাং বোধয়েদ্দেবীং মহাবিভববিস্তরৈঃ।।"

অত্র চতুর্থপাদে "গীতবাদিত্রনিস্বনৈরি"তি কালিকাপুরাণে পাঠঃ।

"ইষে মাস্যসিতে পক্ষে নবম্যামার্দ্রযোগতঃ।
শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পূজাং করোম্যহ

ং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায় চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্ত্বয়ি কৃতঃ পুরা।।"

ইতি মন্ত্রলিঙ্গঞ্চ। 'অকাল' ইতি তু রাত্রিত্বেন দক্ষিণায়নস্য। তথা চ শ্রুতিঃ "তপস্তপস্যৌ শৈশিরাবৃতুঃ। মধুশ্চ মাধবশ্চ বাসন্তিকাবৃতুঃ। শুক্রশ্চ শুচিশ্চ গ্রৈষ্মিকাবৃতুঃ। অথৈতদুত্তরায়ণং দেবানাং দিনং। নভাশ্চ নভস্যশ্চ বার্ষিকাবৃতুঃ। ইষশ্চ ঊর্জশ্চ শারদাবৃতুঃ। সহাশ্চ সহস্যশ্চ হৈমন্তিকাবৃতুঃ। অথৈতদ্দক্ষিণায়নং দেবানাং রাত্রিরি"তি।। ১৫১।।

কারণঐ কালিকাপুরাণেরই কামাখ্যাপঞ্চমূর্ত্তিপ্রকরণে দেখা যায় "যেহেতু পুরাকালে শরৎকালীন নবমীতে দেবগণ কর্ত্তৃক বোধিত হইয়াছিলেন, এই জন্য তিনি পীঠস্থানে এবং লোকসমাজে শারদা এই নামে বিখ্যাত হইয়াছেন" এইরূপে আরম্ভ করিয়া 'ইহার রূপ প্রথমেই উক্ত হইয়াছে—সিংহ বাহিনী এবং দশভুজা" এবং পূর্ব্বোক্ত এইরূপ দশভুজা মূর্ত্তিরই চিন্তা করিবে এবং "সিংহ ও মহিষাসুরের অগ্রে পূজা করিবে"এই বাক্যে দ্বারা সিংহ এবং মহিষযুক্ত দশভুজারও নবমীতে বোধন বিহিত হইয়াছে। এই জন্যই কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে, উগ্রচণ্ডা নামে যে মূর্ত্তি তাহা আমারই, আমি পুনর্ব্বার ভদ্রকালী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছি এবং যে মূর্ত্তিতে তোমাকে বিনাশ করিব, তাহা দুর্গা নামে অভিহিত হয়। এই সকল মূর্ত্তিতে তুমি সর্ব্বদা আমার চরণলগ্ন হইয়া মনুষ্য ও দেবতা এবং রাক্ষসদিগেরও পূজ্য হইবে।" এই বচন দ্বারা কাত্যায়নী দুর্গার চরণলগ্ন বলিয়াই মহিষাসুর যে পূজ্য হইয়াছে, ইহাও পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অতএব অষ্টাদশভুজার পাদলগ্ন হওয়া মহিষাসুরের সম্ভব নহে। তাহাতেই স্থির হইতেছে দশভুজারই নবমী বা ষষ্ঠীতে বোধন কর্ত্তব্য। অতএব শরৎকালে বোধনের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিলে শারদা এই পদের আদ্য 'শ' তালব্য হয়, তবে কেহ কেহ 'সার দান করেন' এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়া শারদা এই পদটিকে স-কারাদি লেখেন, তাহা কেবল কাল্পনিক মাত্র। এবং ইহাও বক্তব্য, এই পূজা যখন প্রতিবৎসরই কর্ত্তব্য, তখন আদ্রাদি নক্ষত্রের অলাভ হইলেও পূজার ব্যাঘাত হইবে না। তবে নক্ষত্রের যোগ হইলে ফলের আধিক্য হইবে মাত্র। এই জন্য লিঙ্গপুরাণে বলা হইয়াছে, "মূলা নক্ষত্রের যোগ না হইলেও কেবল সপ্তমীতে পত্রী প্রবেশ করাইবে। এইরূপ অন্য তিথিতে নক্ষত্রের যোগ না থাকিলেও কেবল তিথিতেই কার্য্য করিবে, তবে তিথির সহিত নক্ষত্রের যোগ হইলে ফলের আধিক্য হইবে মাত্র।" দেবলও বলিয়াছেন "তিথি এবং নক্ষত্রের যোগ হইলে উভয়েরই অনুসরণ করিবে। অর্থাৎ যেদিন পূজাদিযোগাকালে নক্ষত্রযুক্ত তিথির লাভ হইবে সেইদিন পূজা করিবে। কিন্তু নক্ষত্রের যোগ না হইলে দেবীর পূজাকার্য্যে কেবল তিথিরই গ্রহণ করিবে।" কৃষ্ণনবমীতে আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগের কথা বিধিবাক্যে ও মন্ত্রেও দৃষ্ট হয়।

লিঙ্গপুরাণে বলা হইয়াছে "সূর্য্যের কন্যারাশিতে অবস্থানকালীন কৃষ্ণপক্ষীয় আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে দিবাভাগে মহাবিভব বিস্তারের সহিত দেবীর বোধন করিবে।" কালিকাপুরাণের এই বচনটী দৃষ্ট হয়, কেবল চতুর্থ চরণে গীত এবং বাদ্যশব্দের সহিত এইরূপ পাঠ করা হইয়াছে। "আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষের আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বিল্ববৃক্ষে আপনার বোধন করিতেছি এবং পূজাও করিব। রাবণের বধের নিমিত্ত রামের প্রতি অনুগ্রহ করিবার জন্য পুরাকালে ব্রহ্মা আপনার অকালে বোধন করিয়াছিলেন।" এইরূপ বোধনের মন্ত্রও দৃষ্ট হয়। ঐ মন্ত্রে যে অকাল শব্দটী ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—দক্ষিণায়ন দেবতাদিগের রাত্রি অর্থাৎ নিদ্রা যাইবার সময়। দক্ষিণায়ণ যে দেবতাদিগের রাত্রি তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ যথা—"মাঘ ফাল্গুন শিশির ঋতু, চৈত্র বৈশাখ বসন্তঋতু, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় গ্রীষ্ম ঋতু; এই কয়টী ঋতু লইয়া উত্তরায়ণ হয়, উহা দেবতাদের দিন। শ্রাবণ ভাদ্র বর্ষা ঋতু, আশ্বিন কার্ত্তিক শরৎ ঋতু, অগ্রহায়ণ ও পৌষ হেমন্ত ঋতু, এই তিনটী ঋতু লইয়া দক্ষিণায়ন, উহা দেবতাদের রাত্রি।" ১৫১।।

এবঞ্চ,

"রাত্রাবেব মহামায়া ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা।
তথৈব মানবাঃ কুর্য্যুঃ প্রতিসংবৎসরং নৃপ।।"

ইত্যপ্যেতদ্বিষয়ম্। অতএব লিঙ্গকালিকাপুরাণয়োর্দিবেত্যুক্তম্। এবঞ্চ কালিকাপুরাণেঽপি বোধনে রাত্রাবিতি পদং দেবতারাত্রিপরং। ততশ্চ পূর্ব্বাহ্নে নবম্যামার্দ্রানক্ষত্রযুক্তায়াং বোধনং, পূর্ব্বাহ্নেতরকালে আর্দ্রালাভে "নবম্যামার্দ্রতে দিবে"ত্যত্র দিবাপদাত্তত্রাপি বোধনম্। অন্যথা দিবাপদং ব্যর্থং স্যাৎ। জ্যোতিষার্ণবে ব্যক্তমুক্তং বরাহেণ,—

"কন্যাদিমীনপর্য্যন্তং যত্র সম্প্রাপ্যতে শিবঃ।
তত্র বোধঃ প্রকর্ত্তব্যো দেব্যা রাজ্ঞাং শুভপ্রদঃ।।"

শিব আর্দ্রা।। ১৫২।।

ঐ সময় দেবতাদের রাত্রি বলিয়াই আমরা এইরূপ একটী বচনও দেখিতে পাই—"পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা রাত্রিতেই মহামায়াকে প্রবোধিত করিয়াছিলেন, এই জন্য হে নৃপ! প্রতিবৎসর মনুষ্যগণ ঐরূপই করিবে।" এই বচনে রাত্রি শব্দটী দেবতাদিগের রাত্রি অভিপ্রায়েই উক্ত হইয়াছে। এবং পাছে ঐ রাত্রি শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া লোক, নবমীবোধন রাত্রিকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করে, সেই ভ্রম দূর করিবার জন্য লিঙ্গপুরাণ ও কালিকাপুরাণে "দিবা" শব্দটী স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে। তবে যে কালিকাপুরাণের এক স্থলে নবমীর বোধনেও রাত্রিপদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, উহাতে দেবতাদিগের রাত্রি বুঝিতে হইবে। এক্ষণে এরূপ ব্যবস্থা দাঁড়াইল,—পূর্ব্বাহ্নে

আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীর লাভ হইলে তাহাতেই বোধন করিবে কিন্তু যদি কোন বৎসর পূর্ব্বাহ্নে ভিন্ন দিবার অপর অংশে নবমীতে আর্দ্রার যোগ ঘটে তাহলে ঐরূপ দিবাভাগে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বোধন করিবে।" এই বচনে দিবাপদের প্রয়োগ পূর্ব্বাহ্ণ ভিন্ন দিবাভাগে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীর লাভ হইলে তাহাতেও বোধন করিবে। এইরূপ মীমাংসা না করিলে বচনে দিবা পদের প্রয়োগ ব্যর্থ হইয়া উঠে। বরাহ জ্যোতিষার্ণবনামক গ্রন্থে এই কথাটী স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছিলেন "কন্যা হইতে মীন রাশি পর্য্যন্ত দিবার যে ভাগেতেই শিবনক্ষত্রের সহিত নবমীর যোগ হইবে তাহাতেই দেবীর বোধন করিবে। কারণ তথাবিধ কালে অনুষ্ঠিত বোধন রাজাদিগের শুভপ্রদ।" বচনে যে শিব শব্দ আছে তাহার অর্থ—আর্দ্রা। ১৫২।।

এবঞ্চোভয়দিনে পূর্ব্বাহ্নে নবমীলাভে পরত্রার্দ্রালাভে পরত্র বোধনং ন যুগ্মাৎ পূর্ব্বত্র, যুগ্মবাধকপূর্ব্বাহ্ণস্য বাধকনক্ষত্রানুরোধাৎ। দিবা নক্ষত্রালাভে তু পূর্ব্বাহ্ণ এব। নবম্যামুভয়ত্র পূর্ব্বাহ্ণলাভে তু পূর্ব্বদিন এব যুগ্মাৎ। অত্র কেবলনবম্যাং বোধনবিধের্নক্ষত্রস্যাপি গুণফলত্বাচ্চ।

"মাঘে বা ফাল্গুনে বাপি ভবেদ্বৈ মাঘসপ্তমী।
মাকরীতি চ যৎ প্রোক্তং তৎ প্রয়োবৃত্তিদর্শনাৎ।।"

ইতি সৌরাগমমাকরীতিবদার্দ্রাযোগেঽত্যন্ত প্রাগ্নিকত্বেনাভিধানং প্রতীয়তে। ততশ্চার্দ্রারহিতবোধনে মন্ত্রান্তরানুপদেশাত্তদ্যুক্তমন্ত্রঃ প্রণবযুক্তেন যুজ্যতে।

"যন্ন্যূনঞ্চাতিরিক্তঞ্চ যচ্ছিদ্রং যদযজ্ঞিয়ং।
যদমেধ্যমশুদ্ধঞ্চ যাতযামঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তদোঙ্কারপ্রযুক্তেন সর্ব্বাঞ্চাবিকলং ভবেৎ।।"

ইতি যোগিযাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ।। ১৫৩।।

যদি এইরূপ হইল, তা হইলে যে স্থলে উভয় দিন পূর্ব্বাহ্নে নবমী তিথির লাভ হইয়াছে কিন্তু পরদিন পূর্ব্বাহ্নে আর্দ্রার যোগ ঘটিয়াছে, সেস্থলে পরদিনেই বোধন করিবে। যুগ্মানুরোধে পূর্ব্বদিন করিবে না। কেন না পূর্ব্বাহ্ণ যুগ্মাদরের বাধক এবং নক্ষত্রযোগ আবার সেই পূর্ব্বাহ্নের বাধক। সুতরাং নক্ষত্রযোগের অনুরোধটা কিছু বেশী, তবে দিবভাগে নক্ষত্রের লাভ না ঘটিলে পূর্ব্বাহ্ণতেই বোধন করিবে, কেননা পূর্ব্বাহ্ণই দেবীপূজাপক্ষে প্রশস্ত কাল। যদি আর্দ্রানক্ষত্রযোগশূন্য নবমী উভয়দিন পূর্ব্বাহ্ণব্যাপিনী হয় তবে যুগ্মাদরের অনুরোধে পূর্ব্বদিনই বোধন করিবে। এস্থলে এই বিষয়ে বক্তব্য এই যে কেবল নবমীতেই বোধনের বিধি করা হইয়াছে। তবে বিধিবাক্যে যে নক্ষত্রের যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, উহা ফলের তারতম্য বুঝাইবার জন্য মাত্র। "মাঘী

সংক্রান্তি কখনো মাঘ মাসে কখন বা ফাল্গুনমাসে হইয়া থাকে, তবে যে উহাকে মাঘী নামে অভিহিত করা হইয়াছে, উহা কেবল অধিকাংশ সময় মকররাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালীন অর্থাৎ মাঘমাসেই হয় বলিয়াই।" এই সৌরগণের বচনানুসারে মাঘ মাসের মাঘীসপ্তমীকে যেমন মাকরী বলা হয় সেইরূপ বোধনের নবমী অধিকাংশ সময় আর্দ্রানক্ষত্র যুক্ত হয় বলিয়াই বোধ হয় বচনে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত বলা হইয়া থাকিবে। অতএব আর্দ্রানক্ষত্রযোগ সহিত নবমীতে বোধনবিষয়ে অপর মন্ত্রে উপদেশ না থাকাতে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত মন্ত্রই প্রণবসংযোগে পাঠ করিবে। কেন না যোগিযাজ্ঞবল্ক্যের একটী বচন আছে।—যাহা ন্যূন, যাহা অতিরিক্ত, যাহা সদোষ, যাহা অযজ্ঞেয়, যাহা অমেধ্য, যাহা অশুদ্ধ, এবং যাতযাম (বাসী) এই সকলই ওঙ্কারের সংযোগে সফল অর্থাৎ ফলদায়ক হয়।" ১৫৩।।

ষষ্ঠ্যাং বোধনেঽপ্যেবং। নবমীবোধনাসামর্থ্যে তু ষষ্ঠ্যাং সায়ং বোধনং। যথা ভবিষ্যে—

"ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ।।"

সন্ধ্যোক্তা বরাহমিহিরেণ,—

"অর্দ্ধাস্তময়াৎ সন্ধ্যা ব্যক্তীভূতা ন তারকা। যাবৎ।"

ষষ্ঠ্যাং বোধনে তু প্রাগুক্ত "ঐ রাবণস্য বধার্থায়ে"তি।।

"অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্নে বোধয়াম্যতঃ।"

ইতি চ পঠেৎ। অত্র বোধনামন্ত্রণয়োঃ পৃথক্ত্বং তৎপ্রকাশকমন্ত্রভেদাৎ। তত্র বোধনমন্ত্র উক্ত এব, আমন্ত্রণমন্ত্রৌ তু "মেরুমন্দরকৈলাসহিমবচ্ছিখরে গিরাবি"ত্যাদি। "শ্রীশৈলে"ত্যাদি চ। প্রাগুক্তদেবীপুরাণে নবমীষষ্ঠ্যোর্বোধনামন্ত্রণয়োঃ পৃথক্ত্বাভিধানাচ্চ। ততশ্চ ষষ্ঠ্যামুভয়করণেঽপি পত্রীপ্রবেশপূর্ব্বদিনে সায়ংষষ্ঠীলাভে একদৈবোভয়করণম্। যদা তু পূর্ব্বদিনে সায়ং ষষ্ঠীলাভঃ পরদিনে সায়ং বিনা ষষ্ঠীলাভস্তদা পূর্ব্বেদ্যুর্বোধনং পরেঽহ্নি সায়মামন্ত্রণং। যদা তূভয়দিনে সায়ংবিনাপি ষষ্ঠীলাভস্তদা পরেঽহ্নি পূর্ব্বাহ্নে ষষ্ঠ্যাং বোধনং।।

"বোধয়েদ্বিল্বশাখায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং ফলেষু চ।
সপ্তম্যাং বিল্বশাখাং তামাহৃত্য প্রতিপূজয়েৎ।।
পুনঃ পূজাং তথাষ্টম্যাং বিশেষেণ সমাচরেৎ।
জাগরঞ্চ স্বয়ং কুর্য্যাদ্বলিদানং মহানিশি।।
প্রভূতবলিদানঞ্চ নবম্যাং বিধিবচ্চরেৎ।
ধ্যায়েদ্দশভুজাং দেবীং দুর্গাতন্ত্রেণ পূজয়েৎ।।

বিসর্জ্জনং দশম্যান্তু কুর্য্যাদ্বৈ শাবরোৎসবৈঃ।
ধূলিকর্দ্দমবিক্ষেপৈঃ ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।।
ভগলিঙ্গাভিধানৈশ্চ ভগলিঙ্গপ্রগীতকৈঃ।
ভগলিঙ্গক্রিয়াভিশ্চ কুর্য্যাচ্চ দশমীদিনে।।"

ইতি কালিকাপুরাণাং। শবরো ম্লেচ্ছঃ।। ১৫৪।।

ষষ্ঠীতে যে বোধনের বিধি আছে তৎসম্বন্ধেও এইরূপ ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে। যাহাদের নবমীতে বোধন করিতে শক্তি হইবে না, তাহাদের পক্ষেই ষষ্ঠীতে সায়ংকালে বোধন বিহিত হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে—"ষষ্ঠীতিথিতে সায়ংসন্ধ্যার সময় বিল্বতরুতে বোধন করিবে।" বরাহমিহির সন্ধ্যার স্বরূপ এইরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন "সূর্য্যের অর্দ্ধাস্ত হইতে যে পর্য্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্রাদি স্পষ্টরূপে প্রকাশ না পায়, তাহাকেই সন্ধ্যা বলে।" ষষ্ঠীর বোধনকালেও পূর্ব্বোক্ত "রাবণের বধের নিমিত্ত ইত্যাদি" এবং 'এইজন্য আমিও আশ্বিনমাসের ষষ্ঠীতে সায়াহ্নকালে বোধন করিতেছি।' এই মন্ত্রও পাঠ করিবে। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য "বোধন এবং আমন্ত্রণ কার্য্যের প্রকাশক মন্ত্রের ভেদ দৃষ্ট হওয়ায় বোধন এবং আমন্ত্রণ এ দুটী যে পরস্পর বিভিন্ন কর্ম্ম ইহা বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে বোধনের মন্ত্র একপ্রকার উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে আমন্ত্রণকার্য্যে যে দুটী মন্ত্র পড়া হয় তাহা বলা হইতেছে। একটী "মেরুমন্দরকৈলাশ হিমবচ্ছিখরে" ইত্যাদি দ্বিতীয়টী 'শ্রীশৈল ইত্যাদি'। পূর্ব্বোল্লিখিত দেবী পুরাণে নবমী ও ষষ্ঠীতে কর্ত্তব্য বোধন এবং আমন্ত্রণকার্য্য যে পরস্পর বিভিন্ন তাহা বলা হইয়াছে। অতএব ষষ্ঠীতে আমন্ত্রণ এবং অধিবাস এই উভয় কার্য্যই হইতে পারে। পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্বদিনে সায়ংকালে ষষ্ঠীর লাভ হইলে একযোগেই বোধন এবং আমন্ত্রণের অনুষ্ঠান হইবে। কিন্তু যে বার পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্বদিন সায়ংকালে ষষ্ঠী হইয়া পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্বদিন সায়ংকালের পূর্ব্বেই ষষ্ঠীর ক্ষয় হইবে, সেবার, পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন সায়ংকালে বোধন, এবং পত্রীপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন এই দুই দিনই সায়ংকালে ষষ্ঠীর লাভ না ঘটে, তাহ'লে পত্রীপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্ণে ষষ্ঠীতে বোধন করিবে। সায়ংকালব্যাপিনী না হইলেও কেবল ষষ্ঠীতে যে, বোধন করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে কালিকাপুরাণের নিম্নলিখিত বচনই প্রমাণ। "ষষ্ঠীতে ফলশালিনী বিল্বশাখাতে দেবীর বোধন করিবে। সপ্তমীতে ঐ বিল্বশাখাটী কাটিয়া আনিয়া তাহাতে পূজা করিবে। অষ্টমীতে স্বয়ং পুনর্ব্বার বিশেষরূপে পূজা করিবে, মহানিশায় বলিদান করিবে এবং জাগরণ করিবে (১)। নবমীতে যথাবিধি প্রভূত বলিদান করিবে, দশভূজামূর্ত্তির ধ্যান করিবে এবং দুর্গাপূজাবিধায়ক শাস্ত্রানুসারে পূজা করিবে। দশমীতে শাবরোৎসবের সহিত বিসর্জ্জন করিবে। বিসর্জ্জনের সময় ধূলি ও কর্দ্দম বিক্ষেপ করিবে এবং ক্রীড়া, কৌতুক ও মঙ্গলাচরণও করিবে, ভগ-লিঙ্গের নামে উচ্চারণ করিবে, তদ্বিষয়ক গান করিবে এবং তাহাদের ক্রিয়া প্রদর্শন করিবে। দশমীদিনে এই

সব করিবে। শবর শব্দের অর্থ ম্লেচ্ছ, শাবরোৎসব বলিতে ম্লেচ্ছ জাতীয় উৎসব।১৫৪।

(১) বচনে পুনঃ শব্দের প্রয়োগ থাকায় সপ্তমীতে যেরূপ পূজা করা হইয়াছে অগ্রে সেইরূপ পূজা যে অবশ্য করিতে হইবে ইহা বুঝাইতেছে।

শাখাং বিশেষয়তি লিঙ্গপুরাণং,—

"যুগ্মাভিন্নাঞ্চ বিল্বস্য ফলাভ্যাং শাখিকাং তথা।
তথা চ মৃন্ময়ীং দেবীং স্নাত্বা পূজ্য প্রবেশয়েৎ।।"

এতানি ষষ্ঠ্যাদিকল্পবিধায়কানি। ষষ্ঠ্যাং বোধনে তু নক্ষত্রানুপদেশান্ন তদাদরঃ। জ্যেষ্ঠাদরস্তু আমন্ত্রণ এব, তত্রাপি বিশেষো বক্ষ্যতে। আমন্ত্রণন্তু ষষ্ঠীং বিনাপি সায়মেব।

"যজ্ঞিয়া দেবতাঃ সর্ব্বাঃ শ্বঃকার্য্যে যজ্ঞকর্ম্মণি।
সায়মাবাহয়েদ্বিদ্বান্নান্যত্রেতি নিমিত্তকাৎ।
শ্বোভাবিনি জগৎসিদ্ধ্যৈ প্রবেশে বিন্ধ্যবাসিনী।
বিল্বপাদপমভ্যেতি পূজার্থং সায়মম্বিকা।।"

ইতি হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রীয়দেবীকাণ্ডাৎ।

"জ্যেষ্ঠা বাপ্যথবা ষষ্ঠী সায়ং কালে ন চেদ্ভবেৎ।
সায়মেব তথাপি স্যাদ্বিল্বশাখাভিমন্ত্রণং।
পূর্ব্বাং ষষ্ঠীং সনক্ষত্রাং সায়ং প্রাপ্তামপি ত্যজেৎ।
যদা তু পত্রিকাপূজা ন পরেদ্যুর্ভবিষ্যতি।।
সন্নিকৃষ্টন্তু যৎপূর্ব্বং পত্রিকাদিবসস্য তু।
তদ্দিনে বরণং কৃত্বা পরে শাখাং প্রবেশয়েৎ।।"

ইতি স্মৃতিসাগরধৃতমৎস্যসূক্তাচ্চ। ব্রহ্মাণ্ডনন্দিকেশ্বর-পুরাণয়োঃ,—

"পত্রীপ্রবেশাৎ পূর্ব্বেদ্যুঃ সায়াহ্নে বিন্ধ্যবাসিনীং।
চণ্ডীমামন্ত্রয়েদ্বিদ্বান্নাত্র ষষ্ঠীপুরক্রিয়া।।"

বিন্ধ্যবাসিনীমিত্যত্র বিল্ববাসিনীমিতি ভবিষ্যপুরাণে পাঠঃ, পঠন্তি চ।

"সায়ং ষষ্ঠ্যান্তু কর্ত্তব্যং পার্ব্বত্যা অধিবাসনং।
ষষ্ঠ্যভাবেঽপি কর্ত্তব্যং সপ্তম্যামপি মানবৈরি"তি।

যে ত্বেতানি বচনান্যনাদৃত্য পত্রীপ্রবেশাব্যবহিতপূর্ব্বদিন এব ষষ্ঠ্যামেব বিল্বাভিমন্ত্রণং ব্রুবতে, তেষাং পূর্ণষষ্ঠ্যনন্তরং ষষ্ঠীলাভে, ঘটিকান্যূনষষ্ঠীলাভে

বা, তৎপরদিনে ঘটিকা তদধিকসপ্তমীলাভে বা তদনুপপত্তেঃ, পূর্ব্বদিবসীয়ায়াঃ ষষ্ঠ্যা ব্যবহিতত্বাৎ পরদিবসীয়ায়াঃ কর্ম্মানর্হত্বাদিতি।। ১৫৫।।

কিরূপ বিল্বশাখা ছেদন করিয়া আহরণ করিবে, লিঙ্গপুরাণে তাহা বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে। যথা—"যে শাখায় দুইটী ফল এক বোঁটায় লাগালাগি হইয়াছে এইরূপ শাখা আহরণ করিবে। অনন্তর দেবীকে স্নান-পূজা করিয়া প্রবেশ করাইবে। এই সকল বচন ষষ্ঠ্যাদিকল্পের বিধায়ক। ষষ্ঠীতে বোধনের পক্ষে কোন বিশেষ নক্ষত্রযোগের উল্লেখ না থাকায়, নক্ষত্রের প্রতি আর লক্ষ্য করিতে হইবে না। তবে আমন্ত্রণেই কেবল জ্যেষ্ঠ নক্ষত্রযোগের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিতে হইবে, এ সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য পরে বলা হইবে। ষষ্ঠী না থাকিলেও সায়ংকালেই আমন্ত্রণ করিতে হইবে। কারণ আমরা হয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রের দেবীকাণ্ডে একটি বচন দেখিতে পাই যে "অব্যবহিত পরদিন যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইবার নিশ্চয় হইলে বিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্ব্বদিন সায়ংকালে যজ্ঞীয় দেবতা সকলের আবাহন করিবে, বিনা কারণে কিন্তু আবাহন করিবে না। অব্যবহিত পরদিনই পত্রীপ্রবেশ হইবে, ইহা জানিয়া বিন্ধ্যবাসিনী অম্বিকা জগতের মঙ্গলার্থ পূজাগ্রহণ করিবার নিমিত্ত সায়ংকালে বিল্বপাদপে আশ্রয় করেন।" স্মৃতিসাগর নামক গ্রন্থে মৎস্যসূক্ত হইতে যে নিম্নলিখিতরূপ প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও আমরা ঐ ব্যবস্থাই জানিতে পারি। যথা—যদিও সায়ংকালে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র অথবা ষষ্ঠী এই দুইটির একটিরও লাভ না ঘটে তথাপি সায়ংকালেই বিল্ববৃক্ষে দেবীর আমন্ত্রণ করিতে হইবে। যদি অব্যবহিত পরদিন পত্রিকাপ্রবেশ না হয়, তবে পূর্ব্বদিন সায়ংকালে জ্যেষ্ঠানক্ষত্রযুক্ত ষষ্ঠীর লাভ ঘটিলেও উহা পরিত্যাগ করিবে। পত্রিকাপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিন সায়ংকালে আমন্ত্রণ করিয়া পরদিন পত্রীপ্রবেশ করাইবে।" ব্রহ্মাণ্ড এবং নন্দিকেশ্বরপুরাণে বলা হইয়াছে, "পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্বদিনে সায়াহ্নে বিদ্বান্ বিন্ধ্যবাসিনী চণ্ডিকার আমন্ত্রণ করিবে, ষষ্ঠীর আদর বা অপেক্ষা করিবে না। বিন্ধ্যবাসিনীর স্থলে ভবিষ্যপুরাণে 'বিল্ববাসিনী' এইরূপ পাঠ আছে। সায়ংকালে ষষ্ঠীতে পার্ব্বতীর অধিবাস করিবে। কিন্তু পত্রী প্রবেশের পূর্ব্বদিন সায়ংকালে ষষ্ঠীর অভাব হইলে সপ্তমীতেও অধিবাস করিবে।" যাহারা এই সকল বচনের উপর অনাদর প্রকাশ করিয়া এইরূপ বলে যে, পত্রীপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিনেই ষষ্ঠীতিথিতেই সায়ংকালে বিল্ববৃক্ষের নিকট আমন্ত্রণ করিতে হইবে। তাঁহারা একটু ধীরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যে বৎসর পত্রীপ্রবেশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিন ষষ্ঠী ষাট্ দণ্ড প্রাপ্ত হইয়া পরদিন এক ঘটিকাই হৌক্ অথবা এক ঘটিকার কিছু কম ক্ষণ ষষ্ঠী আছে, তৎপরদিন প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ এক মুহূর্ত্ত বা তাহার কিঞ্চিৎ অধিক কাল সপ্তমীর লাভ হইয়াছে, এরূপস্থলে পত্রিকাপ্রবেশ যে দিবস ষাট্ দণ্ড ষষ্ঠী হইয়াছিল, তাহার পরদিন অর্থাৎ যে দিবস প্রাতঃকালে সম্পূর্ণ এক মুহূর্ত্ত অথবা তদধিককাল সপ্তমী পাইয়াছে, সেই দিনই হইবে। এক্ষণে পত্রী প্রবেশর অব্যবহিত পূর্ব্বদিনেই, ষষ্ঠীতেই সায়ংকালে

অনুষ্ঠান করিতে হইবে. এরূপ ভেদ আর থাকে কই? দেখ, ষষ্ঠী যে দিবস সায়ংকালব্যাপিনী হইয়াছে, সেদিন কিছু অব্যবহিত পূর্ব্বদিন হয় নাই, এবং পত্রীপ্রবেশের অব্যবহিত পূর্ব্বদিনের ষষ্ঠী কর্ম্মযোগ্য হয় নাই। ১৫৫।।

অথসপ্তমীপূজা।। তত্র সপ্তম্যাং মূলনক্ষত্রযুক্তায়াং কেবলায়াং বা পূর্ব্বাহ্ণে পত্রীপ্রবেশঃ। উভয়ত্র সপ্তমীলাভে পরত্র।

"যুগাদ্যা বর্ষবৃদ্ধিশ্চ সপ্তমী পার্ব্বতীপ্রিয়া।
রবেরুদয়মীক্ষন্তে ন তত্র তিথিযুগ্মতা।।"

ইতি দেবীপুরাণাৎ। জ্যোতিষে,

"পূর্ব্বাহ্ণে নবপত্রিকা শুভকরী সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদা,
আরোগ্যং ধনদা করোতি বিজয়ং চণ্ডী প্রবেশে শুভা।
মধ্যাহ্নে জনপীড়নক্ষয়করী সংগ্রামঘোরাবহা,
সায়াহ্নে বধবন্ধনাদিকলহং সর্পক্ষতং সর্ব্বদা।।
সপ্তম্যামন্তগায়াং যদি বিশতি গৃহং পত্রিকা শ্রীফলাঢ্যা,
রাজ্ঞঃ সপ্তাঙ্গরাজ্যং জনসুখমখিলং হন্তি মূলানুরোধাৎ।
তস্মাৎ সূর্য্যোদয়স্থাৎ নরপতিশুভদাং সপ্তমীং প্রাপ্য দেবীং,
ভূপালো বেশয়েত্তাং সকলজনহিতাং রাক্ষসর্ক্ষং বিহায়।।"

রাক্ষসর্ক্ষং মূলানক্ষত্রম্।

"পত্রীপ্রবেশনং রাত্রৌ বিসর্গং বা করোতি যঃ।
তস্য রাজ্যবিনাশঃ স্যাদ্রাজা চ বিকলো ভবেৎ।।" ১৫৬।।

অথ সপ্তমীপূজা।

এক্ষণে সপ্তমীপূজার কথা বলা হইতেছে—মূলানক্ষত্রযুক্তই হৌক্, আর মূলানক্ষত্রযোগশূন্যই হৌক্ পূর্ব্বাহ্ণে বর্ত্তমান ঐ সপ্তমীতিথিতেই পত্রীপ্রবেশ করিতে হইবে। যদি ক্রমান্বয়ে দুই দিন পূর্ব্বাহ্ণে সপ্তমীর লাভ হয়, তাহলে পরদিনই পত্রীপ্রবেশ হইবে যুগ্মানুরোধে পূর্ব্বদিন হইবে না, কেননা পত্রীপ্রবেশে যে যুগ্মানুরোধ করিতে হইবে না, তৎসম্বন্ধে আমরা দেবী পুরাণের একটি বচন দেখিতে পাই, যথা—"যুগাদ্যা তিথি, জন্মতিথি এবং দুর্গাপূজার সপ্তমী, ইহারা যেদিন সূর্য্যের উদয়ব্যাপী হইয়া কর্ম্মযোগ্যকালস্থায়ী হইবে, সে দিনই ঐ সকল-তিথিবিহিত কর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, এই সকল তিথিতে যুগ্মাদর করা হইবে না। জ্যোতিষেও বলা হইয়াছে "নবপত্রিকা পূর্ব্বাহ্ণেই প্রবেশিতা হইয়া শুভকরী এবং সর্ব্বার্থ সিদ্ধি প্রদান করেন। আরোগ্য করেন, ধনদান করেন এবং বিজয় ও শুভ প্রদান করেন। মধ্যাহ্নে নবপত্রিকার প্রবেশে জনপীড়ন, লোকক্ষয় এবং ভীষণ সংগ্রাম উপস্থিত হয়, আর সায়াহ্নে

পত্রী প্রবেশে সর্ব্বদা বধ, বন্ধন, কলহ, এবং সর্পভয় ঘটে। যদি পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্ণ অতীত হইবার পর মূলানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমীর লাভ হয়, এবং পরদিন মূলানক্ষত্রযোগশূন্য কেবল সপ্তমী পূর্ব্বাহ্ণব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে মূলানক্ষত্রযোগের অনুরোধে পূর্ব্বদিন পূর্ব্বাহ্ণের ইতরকালে শ্রীফলাঢ্যা পত্রী প্রবেশিতা হইলে সপ্তাঙ্গের সহিত রাজ্য এবং প্রজাগণের সমস্ত সুখ বিনষ্ট হয়। অতএব নরপতিগণের শুভদায়িনী সূর্য্যোদয়ব্যাপিনী সপ্তমীদেবীকে প্রাপ্ত হইয়া রাজা রাক্ষসনক্ষত্রের অনুরোধ ত্যাগ করিয়া সেই উদয়ব্যাপিনী জনগণের হিতকারী কেবল সপ্তমীতেই পত্রীপ্রবেশ করিবে।" রাক্ষসনক্ষত্র শব্দের অর্থ মূলানক্ষত্র। "যে রাজা রাত্রিকালে পত্রীপ্রবেশ বা বিসর্জ্জন করে, সে রাজার রাজ্যনাশ হয়, রাজা স্বয়ং বিকল (অথর্ব্ব) হয়। ১৫৬।।

দেব্যা গৃহং দক্ষিণায়নেঽপি কর্ত্তব্যং, কল্পতরুধৃতদেবীপুরাণে প্রতিষ্ঠাবিধানেন তদ্বিধানাৎ। তথা চ,

"নৃসিংহার্কবরাহাণাং বামনস্য শিবস্য চ।
মহিষাসুরহন্ত্র্যাশ্চ প্রতিষ্ঠা দক্ষিণায়নে।।" তত্রৈব,

"যস্য দেবস্য যঃ কালঃ প্রতিষ্ঠাধ্বজরোপণে।
গর্ত্তাপূরশিলান্যাসে শুভদস্তস্য পূজিতঃ।।"

যস্য দেবস্য প্রতিষ্ঠাধ্বজরোপণে যঃ কালঃ শুভদস্তস্য গর্ত্তাপূরশিলান্যাসে ইষ্টকয়া গর্ত্তপূরণে গৃহারম্ভে স কালঃ পূজিত ইত্যর্থঃ। তস্য প্রবেশেঽপি স কালঃ।

"জ্যেষ্ঠাদিতিভ্যাং সংযুক্তং গৃহারম্ভোদিতঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বং যোজয়েদ্বেশ্মপ্রবেশে দৈবচিন্তকঃ।।"

ইতি জ্যোতির্ব্বচনাৎ। অদিতিঃ পুনর্ব্বসুঃ। পত্রিকা তু,

"কদলী দাড়িমী ধান্যং হরিদ্রা মানকং কচুঃ।
বিল্বাশোকৌ জয়ন্তী চ বিজ্ঞেয়া নবপত্রিকা।।"

বিল্বযুগ্মমুপক্রম্য গবাক্ষতন্ত্রে,

"বায়ব্যস্থং রাক্ষসস্থং ন গৃহ্ণীয়াৎ কদাচন।"

ব্যাহৃতিভিরাবাহনমাহ মৎস্যপুরাণং,

"বিনায়কং তথা দুর্গাং বায়ুমাকাশমেব চ।
আবাহয়েদ্ব্যাহৃতিভিস্তথৈবাশ্বিকুমারকৌ।
তস্মিন্নাবাহয়েদ্দেবান্ পূর্ব্ববৎ পুষ্পতণ্ডুলৈঃ।।"

তস্মিন্ মণ্ডলাদৌ।। ১৫৭।।

দক্ষিণায়নেও দেবীর গৃহনির্ম্মাণ করা যাইতে পারে। এ সম্বন্ধে কল্পতরু নামক নিবন্ধে দেবীপুরাণীয় একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যাহাতে প্রতিষ্ঠাবিধানের সহিতই উহার (গৃহনির্ম্মাণের) বিধান করা হইয়াছে। যথা—"নৃসিংহ, সূর্য্য, বরাহ, বামন, শিব এবং মহিষমর্দ্দিনী, ইহাদিগের দক্ষিণায়নে প্রতিষ্ঠা হইবে।" ঐ দেবীপুরাণেই আবার বলা হইয়াছে যে, দেবতার প্রতিষ্ঠা-সূচক ধ্বজারোপণের নিমিত্ত যে কাল শুভদরূপে বিহিত হইয়াছে, সেই দেবতার গর্ত্তাপূর শিলান্যাসেও সেই কাল পূজিত অর্থাৎ প্রশস্ত। যে দেবতার প্রতিষ্ঠাসূচক ধ্বজ-আরোপণবিষয়ে যে কাল শুভদ, সেই দেবতার গর্ত্তপূরশিলান্যাসে অর্থাৎ ইষ্টক দ্বারা ভিত্তির গর্ত্তপূরণে (গৃহারম্ভে) সেই কাল প্রশস্ত।" সেই দেবতার গৃহ-প্রবেশবিষয়েও ঐ কাল প্রশস্ত। কেননা জ্যেষ্ঠা এবং অদিতি নক্ষত্রাদির যোগ প্রভৃতি গৃহারম্ভবিষয়ে যাহা প্রশস্ত বলিয়া কথিত হইয়াছে, দৈবজ্ঞ গৃহপ্রবেশকার্য্যেও ঐ সকলের গ্রহণ করিবে। এইরূপ একটি জ্যোতিষের বচন দৃষ্ট হয়। নবপত্রিকাস্বরূপ, কদলী দাড়িম, ধান্য হরিদ্রা মানকচু, বিল্ব, অশোক, জয়ন্তী এই কয়টি মিলিত হইয়া নবপত্রিকা হয়। বিল্বযুগ্মশালিনী শাখাপ্রকরণে গবাক্ষতন্ত্রে এইরূপ বলা হইয়াছে—"বায়ুকোণস্থ এবং নৈর্ঋতকোণস্থ শাখা কখনই গ্রহণ করিবে না।" মৎস্যপুরাণে মহাব্যাহৃতি (ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ) মন্ত্র দ্বারা আবাহনের কথা বলা হইয়াছে। যথা—"বিনায়ক (গণেশ), দুর্গা, বায়ু আকাশ এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ইহাদিগকে মহাব্যাহৃতি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক আবহন করিবে। তাহাতে অপর দেবগণকেও পূর্ব্ববৎ পুষ্প ও তন্ডুল দ্বারা আহ্বান করিবে।" তাহাতে এই কথা দ্বারা পূজামণ্ডপাদি বুঝিতে হইবে।। ১৫৭।।

প্রাণপ্রতিষ্ঠাবিধিমাহ কালিকাপুরাণে,

"প্রতিমায়াঃ কপোলৌ দ্বৌ স্পৃষ্ট্বা দক্ষিণপাণিনা।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং কুর্ব্বীত তস্যাং দেবস্য বা হরেঃ।।
অকৃতায়াং প্রতিষ্ঠায়াং প্রাণানাং প্রতিমাসু চ।
যথা পূর্ব্বং তথা ভাবঃ স্বর্ণাদীনাং ন বিষ্ণুতা।।
অন্যেষামপি দেবানাং প্রতিমাস্বপি পার্থিব।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কর্ত্তব্যা তস্যাং দেবত্বসিদ্ধয়ে।।
বাসুদেবস্য বীজেন তদ্বিষ্ণোরিত্যনেন চ।
তথৈবাঙ্গাঙ্গিমন্ত্রাভ্যাং প্রতিষ্ঠামাচরেদ্ধরেঃ।।
তথৈব হৃদয়েঽঙ্গুষ্ঠং দত্ত্বা শ্বশ্বচ্চ মন্ত্রবিৎ।
এভির্মন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠান্তু হৃদয়েঽপি সমাচরেৎ।।
অস্মৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্তু অস্মৈ প্রাণাঃ ক্ষরন্তু চ।
অস্মৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহেতি যজুরীরয়ন্।।

অঙ্গমন্ত্রৈরঙ্গিমন্ত্রৈর্বৈদিকৈরিত্যনেন চ।
প্রাণপ্রতিষ্ঠাং সর্ব্বত্র প্রতিমাসু সমাচরেৎ।।"

তথা ভাবঃ স্বর্ণাদিত্বমাত্রম্ অঙ্গমন্ত্রৈরঙ্গন্যাসমন্ত্রৈঃ। অঙ্গিমন্ত্রৈর্মূলমন্ত্রৈঃ। বৈদিকমন্ত্রস্তু।

"ওঁ মনোজ্যোতির্জুষতামাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। বিশ্বে দেবা স ইহ মাদয়ন্তোমোম্প্রতিষ্ঠ।" ইতি মন্ত্রৈঃ। এবঞ্চ দুর্গায়াঃ প্রাণপ্রতিষ্ঠায়াং কপোলৌ ধৃত্বা ষড়ঙ্গমন্ত্রং মূলমন্ত্রঞ্চ পঠেৎ। হৃদয়েঽঙ্গুষ্ঠং দত্ত্বা অস্মৈ ইত্যত্র অস্যৈ ইত্যূহং কৃত্বা তদাদিকং পঠেৎ। তথা—

"লিঙ্গস্থাং পূজয়েদ্দেবীং মণ্ডলস্থাং তথৈব চ।
পুস্তকস্থাং মহাদেবীং পাবকে প্রতিমাসু চ।
চিত্রে চ বিশিখে খড়্গে জলস্থাঞ্চাপি পূজয়েৎ।।"

অত্র জলসেকাদ্যযোগ্যোস্নানং খড়্গাদাবাহ কালিকাপুরাণং,

"সদ্যঃ স্নিগ্ধে মৃন্ময়ে চ সর্পিঃসিন্দূরজে তথা।
শ্রীচন্দ্রনপ্রতিষ্ঠে বা লেপজে প্রতিমাতনৌ।
অন্তিকে স্থাপিতে খড়্গে স্নাপয়েদ্দর্পণেঽথবা।।"

খড়্গে প্রতিবিম্বযোগ্যলৌহনির্ম্মিতে। পূজামধিকৃত্য বৌধায়নঃ—

"প্রতিমাস্থানেষ্বপস্বগ্নাবাবাহনবিসর্জনবর্জ্জমি"তি।

প্রতিমাস্থানেষু স্থিরতরপ্রতিষ্ঠিতেম্বিত্যর্থঃ। জমদগ্নিঃ,

"দেবতাপ্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং দৃষ্ট্বা ত্রিদণ্ডিনং।
নমস্কারং ন কুর্য্যাদ্ যঃ প্রায়শ্চিত্তীয়তে নরঃ।।"

প্রায়শ্চিত্তী সন্ ঈয়তে। কালিকাপুরাণং—

"দিগ্বিভাগে তু কৌবেরী দিক্ শিবাপ্রীতিদায়িনী।
তস্মাত্তন্মুখ আসীনঃ পূজয়েচ্চণ্ডিকাং সদা।।"

কৌবেরী উত্তরা দিক্, তন্মুখ উত্তরামুখঃ। ত্রিপুরাসারসমুচ্চয়ে,

"স্নাত্বা যথাবিধি, বিধৌতকরাননাঙ্ঘ্রি-
রাচম্য সম্যগমলাম্বরযজ্ঞসূত্রঃ।
প্রাগাননো ধনদদিগ্বদনোঽথবাপি,
বদ্ধাসনো গণপতিঞ্চ গুরুঞ্চ নত্বা।।"

ইতি বাক্যাৎ প্রাগাস্যতাপি।। ১৫৮।।

প্রাণপ্রতিষ্ঠা

কালিকাপুরাণে প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিধি এইরূপে বলা হইয়াছে। "প্রতিমার কপোলদ্বয় দক্ষিণহস্ত দ্বারা ধারণ ও স্পর্শ করিয়া সেই বিষ্ণুদেবের প্রতিমাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিমাতে প্রাণের প্রতিষ্ঠা না করা হইলে পর, উহা পূর্ব্বেই মতই থাকে। যেমন স্বর্ণ প্রভৃতির কিছু আপনা-আপনি বিযুক্ত হইতে পারে না। হে পার্থিব! অপর দেবতাদিগেরও দেবত্বসিদ্ধির নিমিত্ত প্রতিমাতেও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। "বাসুদেব ইত (ও) 'তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং' এই মন্ত্র, অঙ্গমন্ত্র অর্থাৎ অঙ্গন্যাসমন্ত্র এবং অঙ্গিমন্ত্র অর্থাৎ আং হ্রীং ক্রোং ইত্যাদি মন্ত্র, এই সকল মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবে। মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি ঐ প্রকারেই অর্থাৎ দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ প্রতিমার হৃদয়ে বরাবর স্থাপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকল পাঠপূর্ব্বক হৃদয়েতেও দেবতার প্রতিষ্ঠা করিবে। ইহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হউক, ইহাতে প্রাণ রক্ষিত হউক, ইহাতে দেবত্বজ্ঞান দৃঢ়ীভূত হউক, এই মন্ত্রটিও পাঠ করিবে। সকল প্রতিমাতেই এই সকল অঙ্গমন্ত্র ও অঙ্গিমন্ত্র এবং বৈদিকমন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিবে।" উপরি উল্লিখিত মূল বচনে যে 'তথাভাব' পদটি আছে, উহার অর্থ—পূর্ব্বের মত থাকা অর্থাৎ স্বর্ণাদিরূপে অবস্থান করা, অঙ্গমন্ত্র বলিতে অঙ্গন্যাসমন্ত্র, অঙ্গিমন্ত্র বলিতে মূল মন্ত্র। বৈদিক মন্ত্রটি এইরূপ "মন জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হউক, বৃহস্পতি এই যজ্ঞ বিস্তার করুন, এই যজ্ঞের সংবিধান করুন। বিশ্বদেবগণ মোদপ্রাপ্ত হউন এবং স্থানে প্রতিষ্ঠিত হউন।" অতএব প্রাণপ্রতিষ্ঠার যখন সাধারণ নিয়ম এইরূপ হইল, তখন দুর্গার প্রাণপ্রতিষ্ঠার সময়, প্রতিমার কপোলদ্বয় ধারণপূর্ব্বক অঙ্গন্যাসমন্ত্র এবং মূলমন্ত্র পাঠ করিবে এবং হৃদয়ে অঙ্গুষ্ঠস্থাপন করিয়া মন্ত্রে 'অস্মৈ' এই পদের স্থলে 'অস্যৈ' ইত্যাদিরূপে পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ সকল মন্ত্র পাঠ করিবে।

পূজার আধার।

"লিঙ্গস্থিত (বাণলিঙ্গ প্রভৃতিতে অবস্থিত), মণ্ডলস্থিত (প্রসিদ্ধ আয়তনাদিতে অবস্থিত), এবং পুস্তকস্থিত, মহাদেবীকে পূজা করিবে। এইরূপ অগ্নিতে, প্রতিমাতে, চিত্রে, বাণের উপর, খড়্গের উপর এবং জলেও দেবীকে পূজা করিবে। জলসেকের অযোগ্য প্রতিমাদিতে দেবীর পূজা করা হইলে খড়্গাদিতে স্নান করাবার বিধান কালিকাপুরাণে করা হইয়াছে, যথা— প্রতিমার অবয়ব নবনীত দ্বারা গঠিত, মৃণ্ময়, অর্থাৎ মৃত্তিকা দ্বারা গঠিত ঘৃতমিশ্রিত সিন্দূর দ্বারা অঙ্কিত, শ্রীচন্দন দ্বারা অঙ্কিত এবং চিত্রিত হইলে, প্রতিমার নিকটে খড়্গ বা দর্পণ স্থাপিত করিয়া, তাহার উপর স্নান করাইবে। খড়্গটী কিন্তু যাহাতে প্রতিবিম্ব পড়িতে পারে এইরূপ পালিস করা লৌহে নির্ম্মিত হওয়া চাই। প্রতিষ্ঠিত প্রতিমাপূজাপ্রসঙ্গে বৌধায়ন এইরূপ বলিয়াছেন।" "প্রতিষ্ঠিত প্রতিমা," জল বা অগ্নিতে পূজা করা হইলে আবাহন করিতে হইবে না, বিসর্জ্জনও করিতে হইবে না।" মূল সংস্কৃতে যে প্রতিষ্ঠাপন কথাটি আছে, তাহার

অর্থ—চিরপ্রতিষ্ঠিত প্রতিমা। জমদগ্নি বলিয়াছেন, "দেবপ্রতিমা দেখিয়া এবং ত্রিদণ্ডী যতিকে দেখিয়াও যে ব্যক্তি নমস্কার না করে, সে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া ভ্রমণ করে।" কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে সমস্ত দিগবিভাগের মধ্যে কৌবেরী দিক্ শিবার প্রীতিদায়িনী, অতএব সেই মুখ হইয়া অর্থাৎ উত্তর মুখ হইয়া বসিয়া সর্ব্বদা চণ্ডিকার পূজা করিবে। কৌবের দিক্ বলিতে উত্তরদিক্, সেইমুখ বলিতে উত্তরমুখ। ত্রিপুরার্ণব-সমুচ্চয়নামক গ্রন্থে দেখা যায়—"যথাবিধি স্নান করিয়া নির্ম্মল বস্ত্র ও নির্ম্মল উত্তরীয় ধারণপূর্ব্বক হাত, মুখ এবং পা ধুইয়া আচমন করিবে। তদনন্তর পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া আসনে উপবেশনপূর্ব্বক গণপতি ও গুরুকে নমস্কার করিবে।" এই বাক্য হইতে আমরা পূর্ব্বমুখ বসিয়া পূজা করিবার কথাও জানিতে পারিতেছি। ১৫৮।

দেবীপ্রতিমোপক্রমে মৎস্যপুরাণং,

"সিন্দূরং নাগচূর্ণঞ্চ তাসাং শিরসি দাপয়েৎ।।"

স্মৃতিঃ,

"মধু মুস্তং ঘৃতং গন্ধো গুগ্গুল্বগুরু শৈলজং।
সরলং সিহ্লুসিদ্ধার্থৌ দশাঙ্গো ধূপ ইষ্যতে।।"

দশাঙ্গো দশঘটিতঃ। শৈলজং স্বনামখ্যাতম্। সিদ্ধার্থং শ্বেত-সর্ষপঃ।

"তুরুষ্কগ্রন্থিকর্পূরনাগরাগুরুকুঙ্কুমৈঃ।
মুরামাংসীসিতামিশ্রং ধূপং দদ্যান্মধুপ্লুতং।।"

তুরুষ্কং সিহ্লকং। গ্রন্থিঃ গাঠীয়ানীতি খ্যাতা। সিতা শর্করা। নাগরঃ শুণ্ঠী।

ভবিষ্যে,

"বলিহীনে তু দুর্ভিক্ষং গন্ধহীনে ত্বভাগ্যতাং।।
ধূপহীনে তথোদ্বেগং বস্ত্রহীনে ধনক্ষয়ম্।।"

প্রাপ্নুয়াদিতি শেষঃ। কালিকাপুরাণে,

"লাঙ্গলং ক্রমুকং দত্ত্বা রুচকং করমর্দ্দকং।
সৌভাগ্যমতুলং প্রাপ্য দেবীলোকে মহীয়তে।।
পরমান্নং পিষ্টকঞ্চ যাবকং কৃষরন্তথা।
মোদকং পৃথুকাদীনি কন্দুপক্বানি চোৎসৃজেৎ।।
হবিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাজ্যযুক্তং সশর্করং।
নিবেদয়েন্মহাদেব্যৈ সর্ব্বাণি ব্যঞ্জনানি চ।
ক্ষীরাদীন্যথ গব্যানি মাহিষ্যাণি চ সর্ব্বশঃ।।"

লাঙ্গলং নারিকেলং। রুচকং বীজপূরকং। করমর্দকং পানীয়ামলকং। কন্দুপক্কং জলোপসেকং বিনা কেবলপাত্রে বহ্নিনা পক্কং ভ্রষ্টতণ্ডুলাদি।

"কন্দুপক্কানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি।।"

ইতি কূর্ম্মপুরাণদর্শনাৎ। শূদ্রকর্তৃককন্দুপক্কানি দেয়ানি শূদ্রেতরকৃতান্যপি।

"গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ।।"

ইতি শাতাতপবচনৈ অমীমাংস্যানি শৌচাশৌচভাগিতয়া ন বিচারণীয়ানীতি ভবদেবরত্নাকরব্যাখ্যানদর্শনাৎ কুচিদ্ব্যবহারাচ্চ। এবঞ্চ গঙ্গাবাক্যাবল্যাং—"ত্রৈবর্ণিকেন সিদ্ধান্নেন নৈবেদ্যং দেয়ং শূদ্রেণ চ দ্বিজশুশ্রূষারতেন চ।" তদুক্তং বরাহপুরাণে,

"ত্রিষু বর্ণেষু কর্ত্তব্যং পাকভোজনমেব চ।
শুশ্রূষামভিপন্নানাং শূদ্রাণাঞ্চবরাননে।।"

এতচ্চতুর্যষ্টিপাককরণং কলীতরপরম্।

"ব্রাহ্মণাদিষু শূদ্রস্য পক্কতাদিক্রিয়াপি চ।।"

ইত্যভিধায়,

"এতানি লোকগুপ্ত্যর্থং কলেরাদৌ মহাত্মভিঃ।
নিবর্ত্তিতানি কর্ম্মাণি ব্যবস্থাপূর্ব্বকং বুধৈঃ।
সময়শ্চাপি সাধূনাং প্রমাণং বেদবদ্ভবেৎ।।"

ইত্যধিকরণমালাকৃন্মাধবাচার্য্যধৃতাদিত্যপুরাণবচনাৎ। ততশ্চ শূদ্রকর্তৃক-দ্রব্যোৎসর্গাদৌ ব্রাহ্মণকর্তৃকচরুবদ্ব্রাহ্মণদ্বারা পক্কান্ননৈবেদ্যাদি শূদ্রোঽপি দাতুমর্হতি। এবঞ্চ,

"অন্নং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।" ইতি স্বয়ংপাকবিষয়ং। যোগিনীতন্ত্রে,

"শিবাগারে ঝল্লকঞ্চ, সূর্য্যাগারে চ শঙ্খকং।
দুর্গাগারে বংশীবাদ্যং মধুরীঞ্চ ন বাদয়েৎ।।"

ঝল্লকং কাংস্যনির্ম্মিতকরতালং। মৎস্যপুরাণং,

"গীতবাদিত্রনির্ঘোষং দেবস্যাগ্রে চ কারয়েৎ।
নিরিধেস্তু গৃহে ঢক্কাং ঘন্টাং লক্ষ্মীগৃহে ত্যজেৎ।।"

"ঘন্টা ভবেদশক্তস্য সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ।
বিল্বপত্রঞ্চ মাঘ্যঞ্চ তমালামলকীদলং।
কহ্লারং তুলসীঞ্চৈব পদ্মঞ্চ মুনিপুষ্পকং।
এতৎ পর্য্যুষিতং ন স্যাদ্যচ্চান্যৎ কলিকাত্মকম্।।"

মাঘ্যং কুন্দং। মুনিপুষ্পং বকপুষ্পম্।। ১৫৯।।

দেবীর প্রতিমার প্রসঙ্গে মৎস্যপুরাণে এইরূপ বলা হইয়াছে "সেই সকল প্রতিমার মস্তকে নাগচূর্ণ (ফাগ্) মিশ্রিত সিন্দুর পরাইয়া দিবে"। স্মৃতিতে বলা হইয়াছে—"মধু, মুস্তা, ঘৃত, গন্ধ (চন্দন), গুগগুল, অগুরু, শৈলজ, সরল, সিহ্লক (পানী আমলা), সিদ্ধার্থ, এই সকল দ্বারা দশাঙ্গ ধূপ প্রস্তুত হয়।" দশাঙ্গ শব্দের অর্থ—দশটি দ্রব্যের মিশ্রণে প্রস্তুত। শৈলজ স্বনামে প্রসিদ্ধ মসলা, বেণের দোকানে পাওয়া যায়, সিদ্ধার্থশব্দের অর্থ শ্বেতসর্ষপ। 'তুরুস্ক, গ্রন্থি, কর্পূর, নাগার, অগুরু, কুঙ্কুম, মুরা, জটামাংসী, সিতা ও মধুর মিশ্রণে নির্ম্মিত ধূপও প্রদান করিবে।" তুরুস্কশব্দের অর্থ শিহলক (শিলা), গ্রন্থিশব্দের অর্থ গাঁঠিয়ানী নামে প্রসিদ্ধ দ্রব্য, সিতা শব্দের অর্থ শর্করা (চিনি), এবং নাগর শব্দের অর্থ শুঁঠ। ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে, পূজা বলিহীন হইলে দেশে দুর্ভিক্ষ হয়, গন্ধহীন হইলে যজমান দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। ধূপহীন হইলে উদ্বেগ এবং বস্ত্রহীন হইলে ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" এই বচনটিতে "প্রাপ্নুয়াৎ" প্রাপ্ত হয় এই ক্রিয়াটি উহ্য আছে। কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে "দেবীকে লাঙ্গল, গুবাক্, রুচক এবং করমর্দ্দক দান করিলে অতুলসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া অন্তে দেবলোকে সম্মানের সহিত বাস করে। পরমান্ন পিষ্টক, যাউ, খিচুড়ী, মোয়া, এবং চিড়া প্রভৃতি কাটখোলায় ভাজা ইত্যাদিও উৎসর্গ করিয়া দিবে। ঘৃত, শালিধানের উত্তম অন্ন, আজ্য এবং শর্করাযুক্ত করিয়া সকল প্রকার ব্যঞ্জনের সহিত মহাদেবীকে নিবেদন করিবে। এবং সকল প্রকার গব্য ও মাহিষ ক্ষীর প্রভৃতিও প্রদান করিবে। বচনে যে লাঙ্গলশব্দ আছে, তাহার অর্থ নারিকেল, রুচকশব্দের অর্থ বীজপূরক। এবং করমর্দ্দক শব্দের অর্থ পানী আমলা। কন্দু পক্কশব্দের অর্থ শুকনা খোলায় আগুনে ভাজা তণ্ডুলাদি। "দ্বিজগণ শূদ্রের বাড়ীতে প্রস্তুত কন্দুপক্ক, জলসম্পর্কশূন্য কেবল তৈলপক্ক, পায়স (ক্ষীর) দধি এবং ছাতু খাইতে পারে।" কূর্ম্মপুরাণে এইরূপ বচন থাকায় শূদ্র কর্তৃক কন্দুপক্কও দেবতাকে নিবেদন করা যাইতে পারে, শূদ্রেতর জাতি দ্বারা প্রস্তুতের ত কথাই নাই। গোকুলে কন্দুশালায়, তৈলযন্ত্রে, ইক্ষুযন্ত্রে এবং স্ত্রী বালক ও আতুরব্যক্তির শৌচ অর্থাৎ শুচিতা, সর্ব্বদা বর্ত্তমান উহা আর বিচার করিয়া স্থির করিতে হয় না। এই শাতাতপবচনস্থিত অমীমাংস্য কথাটির ভবদেবরত্নাকরে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে যাহাকে শৌচভাগী বা অশৌচভাগী শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এইরূপ বিচার করাই উচিত হয় না, অর্থাৎ একেবারেই শুদ্ধ বলিয়া, স্বীকার করিতেই হয় কোন কোন দেশে ঐরূপ ব্যবহারও দৃষ্ট হয় অর্থাৎ শূদ্রকৃত

তন্দুলক্ত ব্রহ্মণাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এবং গঙ্গাবাক্যাবলীতেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, 'ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পক্ক অন্ন দেবতার নৈবেদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, এবং শূদ্র দ্বিজশুশ্রূষায় নিরত হইলে তথাবিধ শূদ্রের পক্কান্নও দেবতার নৈবেদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। বরাহপুরাণে যেরূপ উক্ত হইয়াছে,— তিন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য ইঁহাদের পরস্পরমধ্যে পরস্পরের জন্য পাক এবং পরস্পরের অন্নভোজন চলিতে পারে, এবং হে বরাননে। শূদ্র যদি দ্বিজাতিশুশ্রূষায় নিরত হয় তাহলে তাহার পক্কান্ন দ্বিজাতিগণ গ্রহণ করিতে পারে। এই শূদ্রের দ্বারা চারজাতির জন্যই পাক করার ব্যবস্থা যে করা হইয়াছে, ইহা কলিযুগ ভিন্ন অপর সময়ের জন্যই বুঝিতে হইবে। কেননা, অধিকরণমালাকৃৎ মাধবাচার্য্য, আদিত্য পুরাণ হইতে এ সম্বন্ধে যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে প্রথমে "ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের জন্য শূদ্র কর্ত্তৃক পাক করা এই কথা বলিয়া পরে "এই সকল কার্য্য লোকের রক্ষার্থ মহাত্মা পণ্ডিতগণ কলির প্রারম্ভে ব্যবস্থাপূর্ব্বক রহিত করিয়াছেন। সাধুগণ পরস্পর একমত হইয়া যে নিয়মের প্রচার করেন, তাহাদের সেই নিয়মই প্রমাণ স্বরূপ হয়।" অতএব শূদ্রের বৃষোৎসর্গে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পক্ক চরু দ্বারা যেমন হোম করা হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ দ্বারা পক্কান্নের শূদ্রনৈবেদ্যরূপে ব্যবহার হইতে পারে। তবে যে একটা বচন আছে, কাঁচাত্রবাই শূদ্রের পক্কান্ন নৈবেদ্যস্বরূপ. কেননা শূদ্র কর্ত্তৃক পক্কান্ন , উচ্ছিষ্ট বলিয়া কথিত হইয়াছ।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শূদ্র নিজে যাহা পাক করিবে, তাহাই উচ্ছিষ্টস্বরূপ। যোগিনীতন্ত্রে বলা হইয়াছে, মহাদেবের গৃহে ঝল্লক, সূর্য্যের গৃহে শঙ্খ (শাঁখ) দুর্গার গৃহে বাঁশী এবং মধুরি অর্থাৎ শানাই বাজাইবে না। ঝল্লক শব্দের অর্থাৎ কাস্যনির্ম্মিত করতাল। মৎস্যপুরাণে বলা হইয়াছে "দেবতার সম্মুখে গীত ও বাদ্যের শব্দ করিবে, কিন্তু ব্রহ্মার মন্দিরে ঢাক এবং লক্ষ্মীর গৃহে ঘণ্টা পরিত্যাগ করিবে। অপর বাদ্যের আয়োজনে অসমর্থ ব্যক্তিই ঘণ্টার ব্যবহার করিবে, কেননা ঘণ্টা সর্ব্ববাদ্যময়ী সকল বাদ্যেরই প্রতিনিধি। বিল্বপত্র, মাধ্য, তমাল ও আমলকীদল, কহ্লার, তুলসী, পদ্ম এবং মুনিপুষ্প ইহারা এবং যাহারা কলিকাকারে থাকে, এই সকল পত্রপুষ্পে বাসীদোষ হয়না। মাঘ্য বলিতে কুন্দপুষ্প এবং মনিপুষ্প বলিতে বকপুষ্প।। ১৫৯।।

পুণ্যবুদ্ধ্যা পরকীয়ধর্ম্মকার্য্যে বেতনমগৃহ্নন্ তৎকার্য্যং কুর্ব্বন্ ফলমাপ্নোতি।

"অভিরূপেণ সম্পন্নান্ ঘটয়িত্বা বিনা ভৃতিং।
ধর্ম্মকার্য্যমিতি জ্ঞাত্বা ন গৃহ্নাতি কথঞ্চন।।
যোঽসৌ সুবর্ণকারশ্চ দরিদ্রোঽপ্যতিসত্ত্ববান্।
ন মূল্যমাদদেশ্যাতঃ সভার্য্যা ঋদ্ধিসংযতুঃ।
সপ্তদ্বীপপতির্জাতঃ সূর্য্যাযুতসমপ্রভঃ।।"

স্মৃতি মৎস্যপুরাণে লীলাবতীবেশ্যায়া লবণাচলদানে তোমদরুমটকস্য তথাবিধফলদর্শনাৎ। কালিকাপুরাণে,

"মহিষত্ত্ব দদদেবৌ ভৈরবৌ ভৈরবায় চ।
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ তং বলিং পরিপূজয়েৎ।।
যথা বাহং ভবান্ দ্বেষ্টি যথা বহসি চণ্ডিকাং।
তথা মম রিপূন্ হিংস শুভং বহ লুলাপক।।"

রাহোঽশ্বঃ। লুলাপকো মহিষঃ।

"যমস্য বাহনস্ত্বং হি বররূপধরাব্যয়।
আয়ুর্বিত্তং যশো দেহি কাশরায় নমোঽস্তু তে।।" কাশরো মহিষঃ।

"প্রভূতবলিদানে তু দ্বৌ বা ত্রীন্ বাগ্রতঃ কৃতান।
পূজয়েৎ প্রাঙ্মুখান্ কৃত্বা সর্ব্বাংস্তন্ত্রেণ সাধকঃ।।"

বলিদানপ্রকারং তত্রৈব ভগবানুবাচ,

"স্নাপয়িত্বা বলিং তত্র পুষ্পচন্দনবন্দনৈঃ।
পূজয়েৎ সাধকো দেবীং মূলমন্ত্রৈর্মুহুর্ম্মুহুঃ।।
উত্তরাভিমুখো ভূত্বা বলিং পূর্ব্বমুখং তথা।
নিরীক্ষ্য সাধকঃ পশ্চাদিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ।।
নর ত্বং বলিরূপেণ মম ভাগ্যাদুপস্থিতঃ।
প্রণমামি ততঃ সর্ব্বরূপিণং বলিরূপিণং।
চণ্ডিকাপ্রীতিদানেন দাতুরাপদ্বিনাশন।
চামুণ্ডাবলিরূপায় বলে তুভ্যং নমোঽস্তুতে।।
যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টাঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদ্যজ্ঞে বধোঽবধঃ।
ঐং হ্রীং শ্রীমিতি মন্ত্রেণ তং বলিং মৎস্বরূপিণং।
চিন্তয়িত্বা ন্যসেৎ পুষ্পং মূর্দ্ধ্নি তস্য তু ভৈরব।।
ততো দেবীং সমুদ্দিশ্য কামমুদ্দিশ্য চাত্মনঃ।"

অভিষিচ্য বলিং পশ্চাৎ করবালন্তু পূজয়েৎ।

"রসনা ত্বং চণ্ডিকায়াঃ সুরলোকপ্রসাধকঃ।
হ্রীং শ্রীং খড়্গেতি মন্ত্রেণ ধ্যাত্বা খড়্গং প্রপূজয়েৎ।"

মহেশ্বররূপিণং শিবরূপিণম্। অভিষিচ্য ঘাতাভিলাপনেতি শেষঃ।।১৬০।।

পরকীয় কর্ম্মকার্য্যে সহায়তাকারীর পুণ্যলাভ হইবে এই বুদ্ধিতে বেতন না লইয়া কার্য্য করিলে তাহার ফলপ্রাপ্তি হয়। এ সম্বন্ধে মৎস্যপুরাণে এইরূপ কথিত হইয়াছে, যে কোন একজন সুবর্ণকার স্বয়ং অতি দরিদ্র হইয়াও আপনার মনের উন্নতি হেতু সুন্দররূপে সুবর্ণবৃক্ষাদি নির্ম্মাণ করিয়া পরে উহা ধর্ম্মকার্য্যের জন্য প্রস্তুত করান হইয়াছে ইহা জানিয়া নির্ম্মাণকারয়িত্রী বেশ্যার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ মূল্যগ্রহণ করে নাই, এইজন্য সে ভক্তিসংযুক্ত হইয়া ভার্য্যার সহিত সপ্তদ্বীপের অধিপতি এবং অযুত সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন হইয়াছিল।'' ইহাতে জানা যাইতেছে, লীলাবতীনামক কোন বেশ্যা লবণাচল দান করিয়াছিল, তাহাতে আবশ্যক সুবর্ণতরু যে স্বর্ণকার দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল সে ঐ কার্য্যের দরুণ বেতন গ্রহণ না করাতে ঐরূপ ফল পাইয়াছিল। কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে ''মহাদেবী ভৈরবী ও ভৈরবকে মহিষদান করিলে বক্ষ্যমাণ মন্ত্রের দ্বারা সেই মহিষরূপ বলিকে পূজা করিবে। 'তুমি যেরূপ অশ্বের উপর দেহ কর এবং চণ্ডিকাকে সর্ব্বদা বহন কর সেরূপ যথাক্রমে আমার শত্রুদিগকে নাশ কর এবং হে মহিষ! আমার শুভ সর্ব্বদা বহন কর।'' সংস্কৃতে বচনে যে বাহশব্দ আছে তাহার নাম অশ্ব এবং লুলাপক অর্থে মহিষ। ''হে মহিষ! তুমি যমের বাহন, তুমি সুন্দর রূপ ধারণ কর এবং তোমার ক্ষয় নাই। তুমি আমাকে আয়ু, যশ এবং ধনদান কর, তোমাকে নমস্কার।'' সংস্কৃত কাসর শব্দের অর্থ মহিষ।'' প্রভূত বলিদান করিলে সাধক তাহাদের মধ্যে দুইটী বা তিনটিকে নিজের সম্মুখে পূর্ব্বমুখ করিয়া রাখিয়া একযোগে সকলের পূজা করিবে।'' ঐ কালিকাপুরাণে বলিদানের প্রকার ভগবান্ এইরূপ বলিয়াছেন—'সাধক, বলিকে স্নান করাইয়া পুষ্প, চন্দন ও বন্দনা সহকারে মূলমন্ত্র দ্বারা দেবীকে পূজা করাইবে। স্বয়ং উত্তরমুখ হইয়া পূর্ব্বমুখ অবস্থিত বলিকে নিরীক্ষণ করত এই মন্ত্র পাঠ করিবে।—''হে মনুষ্য! তুমি আমার ভাগ্যে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছে অতএব সর্ব্বরূপী বলিরূপী তোমাকে প্রণাম করি। তুমি চণ্ডিকার প্রীতি উৎপাদন করিয়া দাতার আপদ্ বিনাশ কর। অতএব হে বলে! চামুণ্ডার বলিরূপ তোমায় নমস্কার। স্বয়ং স্বয়ম্ভূ যজ্ঞের নিমিত্ত পশু সকলকে সৃজন করিয়াছেন, সেই যজ্ঞকারণেই আমি তোমায় কাটিতেছি, কেননা যজ্ঞে যে বধ করা হয় তাহা অবধ অর্থাৎ বধজন্য পাপের কারণ নহে।'' হে ভৈরব! অনন্তর সেই বলিকে আমার স্বরূপ বিবেচনা করিয়া ''ঐং হ্রীং শ্রীং'' এই মন্ত্র দ্বারা পুষ্প স্থাপন করিবে। অনন্তর দেবীকে উদ্দেশ্য করিয়া এবং আপনার কামনার উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিবে এবং বলির অভিষেকপূর্ব্বক খড়্গের পূজা করিবে। খড়্গ চণ্ডিকার জিহ্বাস্বরূপ এবং সুরলোকপ্রাপ্তির উপায়, এইজন্য হ্রীং শ্রীং খড়্গ'' এই মন্ত্র দ্বারা খড়্গের ধ্যান করিয়া খড়্গের পূজা করিবে।'' বচনে যে 'আমার স্বরূপ' এই কথা আছে তাহার অর্থ শিবরূপী এবং অভিষেক করিয়া যে বলা হইয়াছে তাহার তাৎপর্য্য এই,—যে জলে বলিদানের সঙ্কল্প করা হইবে, সেই জলের ছিটা তাহার গায়ে দিবে।। ১৬০।।

ধ্যানং তত্রৈব,—

''কৃষ্ণং পিনাকপাণিঞ্চ কালরাত্রিস্বরূপিণম্।
উগ্রং রক্তাস্যনয়নং রক্তমাল্যানুলেপনং।।
রক্তাম্বরধরঞ্চৈব পাশহস্তং কুটুম্বিনং।
পিবমানঞ্চ রুধিরং ভুঞ্জানং ক্রব্যসংহতিম্।
অসির্বিশসনঃ খড়্গস্তীক্ষ্ণধারো দুরাসদঃ।
শ্রীগর্ভো বিজয়শ্চৈব ধর্ম্মপাল নমোঽস্তু তে।।
ইত্যষ্টৌ তব নামানি স্বয়মুক্তানি বেধসা।
নক্ষত্রং কৃত্তিকা তুভ্যং গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ।।
হিরণ্যঞ্চ শরীরন্তে ধাতা দেবো জনার্দ্দনঃ।
পিতা পিতামহশ্চৈব ত্বং মাং পালয় সর্ব্বদা।।
নীলজীমূতসঙ্কাশস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রঃ কৃশোদরঃ।
ভাবশুদ্ধোঽমর্ষণশ্চ অতিতেজাস্তথৈব চ।।
ইয়ং যেন ধৃতা ক্ষৌণী হতশ্চ মহিষাসুরঃ।
তীক্ষ্ণধারায় শুদ্ধায় তস্মৈ খড়্গায় তে নমঃ।।
পূজয়িত্বা ততঃ খড়্গং আং হ্রীং ফড়িতি মন্ত্রকৈঃ।
গৃহীত্বা বিমলং খড়্গং ছেদয়েদ্বলিমুত্তমম্।।
ঐং হ্রীং শ্রীং কৌশিকি রুধিরেণাপ্যায়তামিতি।
স্থানে নিয়োজয়েদ্রক্তং শিরশ্চ সপ্রদীপকম্।।
এবং দত্ত্বা বলিং পূর্ণং ফলং প্রাপ্নোতি সাধকঃ।
হীনন্তু স্যাদ্ধীনতায়াং নিষ্ফলং স্যাদ্বিপর্য্যয়াৎ।।
অন্যেষাং মহিষাদীনাং বলীনামথ পূজনাৎ।
কায়ো মেধাত্বমাপ্নোতি রক্তং গৃহ্ণাতি বৈ শিবা।।
অন্যেভ্যোঽপি চ দেবেভ্যো যদা যদ্যৎ প্রদীয়তে।
তদর্চ্চিতং প্রদদ্যাত্তু পূজিতায় সুরায় বৈ।।
বলিদানে তু দুর্গায়াঃ সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃতঃ।।'' তথা,

''ছেদয়েত্তেন খড়্গেন বলিং পূর্ব্বমুখন্তু তম্।
অথবোত্তরবক্ত্রস্তং স্বয়ং পূর্ব্বমুখস্তথা।।''

অত্র সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ স্মৃত ইত্যতিদেশাগ্নরেত্যত্র ছাগাদিরুহ্যঃ।। ১৬১।।

কালিকাপুরাণে খড়্গের ধ্যান উক্ত হইয়াছে ''কৃষ্ণবর্ণ, পি· ·কপাণি কালরাত্রিস্বরূপ,

উগ্র, রক্তাস্য, রক্তনয়নে, রক্তমাল্যানুলেপন, রক্তবস্ত্রধারী পাশহস্ত কুটুম্বী, রুধিরপানে নিরত এবং মাংসভক্ষণে আসক্ত; অসি, বিশসন (হিংস্রক), তীক্ষ্ণধার, দুরাসদ, শ্রীগর্ভ, বিজয় এবং ধর্ম্মপাল আপনাকে নমস্কার আপনার এই আটটি নাম ব্রহ্মা নিজ মুখে বলিয়াছেন। আপনার কৃত্তিকানক্ষত্র, মহেশ্বর দেব আপনার গুরু, সুবর্ণ আপনার শরীর, আপনার ধাতা জনার্দ্দন এবং পিতামহ আপনার পিতা, আপনি আমায় সর্ব্বদা রক্ষা করুন। আপনি দেখিতে কালমেঘের মত, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র এবং কৃশোদর, আপনি ভাবগুহ্য ক্রোধী এবং অতি তেজস্বী, যিনি এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন এবং মহিষাসুরকে নাশ করিয়াছেন সেই তীক্ষ্ণধার বিশুদ্ধ খড়্গকে নমস্কার। অনন্তর 'আং হ্রীং ফট্' এই মন্ত্রদ্বারা খড়্গকে পূজা করিয়া নির্ম্মল খড়্গ গ্রহণ করিয়া বলিচ্ছেদ করিবে। অনন্তর "ঐং হ্রীং শ্রীং কৌশিকি রুধির দ্বারা প্রীতি লাভ করুন," এই মন্ত্রে দেবীর সম্মুখে রুধির এবং সপ্রদীপ ছিন্ন মস্তক স্থাপন করিবে। উক্তরূপে বলিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাধক সম্পূর্ণ ফলভাগী হয়। হীনতা অর্থাৎ মন্ত্রাদির ত্রুটি ঘটিলে ফলও হীন অর্থাৎ ন্যূন হয়, আর শাস্ত্রীয় বিধানের বিপরীত ভাবে কার্য্য করিলে, একেবারে নিষ্ফল হয়। মহিষাদি অপর বলিদিগের শরীর পূজার পর হইতে পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়, এবং ভগবতী শিবাও তাহাদের রক্ত গ্রহণ করেন। অপর অপর দেবতাকেও যাহা যাহা প্রদেয় হইবে সেই সেই বস্তুকে অর্চ্চিত করিয়া পূজিত দেবতাকে প্রদান করিবে, অর্থাৎ পূজা করিয়া নৈবেদ্যাদি প্রদান করিবে এবং ঐ সকল দীয়মান বস্তুকেও অর্চ্চিত করিয়া প্রদান করিবে। দুর্গাকে যাহা কিছু বলিদান করিবে, সকল বলিদানেই, এই বিধির পালন করিবে। সেই পূজিত খড়্গ দ্বারা পূর্ব্বমুখ করিয়া স্থাপিত বলির মস্তক একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবে। অথবা নিজে পূর্ব্বমুখ হইয়া উত্তরমুখ অবস্থাপিত বলিকে বিচ্ছিন্ন করিবে। উপরে, "দুর্গাকে যা কিছু বলিপ্রদান করিবে, সকল বলিতেই এই বিধির পালন করিবে" এই বাক্য দ্বারা যাবৎ বলিদানে উপরি উক্ত নিয়মের অতিদেশ করার পূর্ব্বে যে নরবলি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, হে নর: তুমি আমার ভাগ্যে বলিরূপে উপস্থিত হইয়াছ" ইত্যাদি, অন্য পশু বলিদানস্থলেও সেই সেই পশুর নাম করিতে হইবে। যেমন ছাগ বলিদানস্থলে 'হে ছাগ! তুমি আমার ভাগ্যে' ইত্যাদি প্রকারে বলিস্বরূপ পশুর নাম উল্লেখ করিতে হইবে ইহা জানা যাইতেছে। ১৬১।।

মন্ত্রে ঘাতয়িষ্যামীতি শ্রুতেঃ। "পশুঘাতশ্চ কর্ত্তব্যো গবলাজবধস্তথা।" ইতি বিধেশ্চ দেব্যৈ ঘাতয়িষ্যে ইতি প্রয়োগঃ কার্য্যঃ। অত্র স্বকর্তৃকহননেঽপি ঘাতিপ্রয়োগশ্চুরাদৌহন্ত্যর্থশ্চেতি পাঠাৎ। এবঞ্চ পশ্চাদপি রুধিরশীর্ষ-বলিদানমুপপদ্যতে। এতৎপ্রকারকবলিদানাদেব মহিষস্ত দদদ্দেব্যৈ ইত্যুপপদ্যতে, বক্ষ্যমাণভবিষ্যপুরাণেঽপি বধানন্তরং মাংসাদিদানমুক্তম্, অতএব দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীকৃত্যমহার্ণবধৃতেন দেবীপুরাণেন পশুঘাতবলি-দানয়োঃ পৃথক্‌ফলমভিহিতং যথা,

"দেবীং তাং পূজয়িত্বা তু অর্দ্ধরাত্রেঽষ্টমীষু যে।
ঘাতয়ন্তি পশূন ভক্ত্যা তে ভবন্তি মহাবলাঃ।।
বলিং যে চ প্রযচ্ছন্তি সর্ব্বভূতবিনাশনং।
তেষান্তু তুষ্যতে দেবী যাবৎ কল্পন্তু শাঙ্করম্।।"

সর্ব্বভূতানি বিহিতমহিষাদীনি বিনাশ্যন্তে ঘাত্যন্তে যস্মিন্ বলৌ, চর্ম্মাণি দ্বীপিনঃ হস্তীতিবৎস তথা। ছাগাদৌ পশুপদপ্রয়োগমাহ যজ্ঞপার্শ্বঃ,

"উষ্ট্রো বা যদি বা মেষশ্ছাগো বা যদি বা হয়ঃ।
পশুস্থানে নিযুক্তানাং পশুশব্দো বিধীয়তে।।"

কালিকাপুরাণে,

"শোণিতং মন্ত্রপূতঞ্চ শীর্ষং পীযূষমুচ্যতে।
তস্মাচ্চ পূজনে দদ্যাদ্বলেঃ শীর্ষঞ্চ শোণিতম্।।"

"সফলৈস্তোয়সংযুক্তৈঃ শর্করামধুসংযুতৈঃ।
অভ্যুক্ষ্য রুধিরং দদ্যাৎ কামবীজেন ভৈরব।।
ততো বলীনাং রুধিরং তোয়সৈন্ধবসৎফলৈঃ।
মধুভিঃ পুষ্পগন্ধৈশ্চ অধিবাস্য প্রযত্নতঃ।।"

ইত্যাদিবচনান্মধুসৈন্ধবাদিযুতং কৃত্বা রুধিরং দদ্যাৎ। তথা,

"পূজাসু নামমাংসানি দদ্যাদ্বৈ সাধকঃ ক্বচিৎ।
ঋতে তু লোহিতং শীর্ষমমৃতং তত্তু জায়তে।।"

অত্র বহুপশুঘাতেঽপি মন্ত্র একবচনান্ত এব প্রযোজ্যো ন বহুবচনোহঃ প্রকৃতত্বাৎ।

"নরং পশুত্বমাগতমি"ত্যত্র নার্য্যাং লিঙ্গোহাভাববৎ। অতএব বহুপত্নীকযজমানপ্রয়োগেঽপি "পত্নীং সন্নহ্যে"তি মন্ত্র একবচনান্ত এবেত্যুক্তমিতি শ্রীদত্তোপাধ্যায়েন দৃষ্টান্তীকৃতম্। উহং প্রকৃত্য "ন প্রকৃতাবপূর্ব্বত্বাদিতি' কাত্যায়নসূত্রেণোহপ্রতিষেধাৎ বিকৃতাববোহো "হপূর্ব্বোৎপ্রেক্ষণমূহ" ইতি তল্লক্ষণাৎ। ন মন্ত্রস্য বাধা বৈভক্তিকার্থাপেক্ষয়া প্রাথমিকত্বেন বলবতঃ প্রাতিপদিকার্থস্য সমবেতার্থত্বেন বিনিযোজ্যত্বাৎ। অত্র পশুঘাতপূর্ব্বকরক্তশীর্ষয়োর্বলিত্বং পশুঘাতপূর্ব্বকরুধিরশীর্ষদানানন্তরম্।

"এবং দত্ত্বা বলিং পূর্ণং ফলং প্রাপ্নোতি সাধকঃ।" ইত্যুক্তেঃ।

"নানাপাণ্ডুকমজ্জমাংসরুধিরৈঃ কৃত্বা নবম্যাং বলিমি"তি

বাজসনেয়িশাখাঙ্ক। এবঞ্চ প্রকৃতৌ নররূপবহুপশৌ বহুবচনোহভাবাচ্ছাগাদৌ বিকৃতিভূতেঽপি ন বহুবচনোহঃ, কিন্তু একবচনমাত্রম্। এবং প্রতিনিধিপুত্রাদিনা ক্রিয়মাণে কর্মণি "তথা মম রিপূন্ হিংস, শুভং বহ লুলাপক!" ইত্যাদ্যুক্তফলং যজমান এবাপ্নোতি। "যাং বৈ কাঞ্চন যজ্ঞ ঋত্বিজ আশিষমাশাসতে যজমানস্যৈব তামাশাসত ইতি হোবাচ" ইতি শ্রুতেঃ॥১৬২॥

উপরি উক্ত বলিদানের মন্ত্রে "ঘাতয়িষ্যামি এইরূপ ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকায় এবং বলিদানবিষয়ক বিধিটিও মহিষ ও ছাগলবধরূপ পশু ঘাত করিবে" ইত্যাকার থাকায় সঙ্কল্পবাক্যে "দেবীর উদ্দেশে "বলিং ঘাতয়িষ্যে" বলিচ্ছেদ করিতেছি, এইরূপ ঘাতি ধাতুরই প্রয়োগ করা উচিত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বলিদান কথার অর্থ দেবীকে বলিদান করা অর্থাৎ যেমন দেবীকে অন্যান্য বস্তু প্রদান করা হয়, সেইরূপ বলিও দান করা হয়, অতএব অন্যান্য বস্তু প্রদানের সময়, যেমন সঙ্কল্পবাক্যে দা-ধাতুর প্রয়োগ করা হয়, তেমনি বলিদানের সঙ্কল্প বাক্যেও ত দা-ধাতুর প্রয়োগ করা উচিত, তাহা না করিয়া, ঘাতি ধাতুর প্রয়োগ করা হয় কেন? এইরূপ আপত্তিকারীর উত্তরে বলিতেছেন, অন্যান্য বস্তু যেমন একবারেই দেবতাকে দেওয়া হয়, বলি কিন্তু সে প্রকারে দেওয়া হয় না, বলিদান করিবার পূর্ব্বে বলিকে বধ করিতে হয়, এই বধ করাও বিধিবোধিত, কেননা মন্ত্রে "অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি" এইজন্য 'আমি তোমাকে মারিতেছি এইরূপ বধ করা বোধক শব্দের প্রয়োগই দেখিতে পাওয়া যায় এবং বলিদান সম্বন্ধে যে বিধি করা হইয়াছে, তাহাও "পশুঘাতঃ কর্ত্তব্যঃ" "পশু বিনাশ করিবে", এইরূপ দৃষ্ট হয়। মন্ত্র ও বিধিতে যখন বধ করার কথা পাওয়া যাইতেছে, তখন সঙ্কল্পবাক্যেও তদ্রূপ শব্দেরই প্রয়োগ করা উচিত, সুতরাং সঙ্কল্পবাক্যে "বলিং দদে", 'বলিদান করিতেছি' এইরূপ না বলিয়া, "বলিং ঘাতয়িষ্যে" 'বলিকে বধ করিতেছি এইরূপ প্রয়োগ করাই ন্যায্য। পূর্ব্বাভাস,—কেহ আপত্তি করিয়াছেন, ভাল, সঙ্কল্পবাক্যে দাধাতুর প্রয়োগ না করিয়া বধার্থক ধাতুর প্রয়োগই উচিত। কিন্তু হন্ ধাতুর উত্তর প্রযোজকার্থে ণিচ্ করিয়াত ঘাতয়িষ্যে এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে। তাহলে যে স্থলে অপর দ্বারা বলিচ্ছেদ করা হয়, সেই স্থলে তোমার "ঘাতয়িষ্যে" পদটির কোনরূপে প্রয়োগ হইতে পারে বটে, কিন্তু যে, স্থলে কর্ত্তা নিজে বলিচ্ছেদ করিবে, সে স্থলে "ঘাতয়িষ্যে" এই পদটির প্রয়োগ কিরূপে সঙ্গত হইবে? কারণ "ঘাতয়িষ্যে" এর অর্থ অন্য দ্বারা বধ করাইতেছি। ইহার উত্তরে বলিতেছেন—হন ধাতুর সহিত সমানার্থক চুরাদিগণে "ঘাতি" এই রূপ একটি ধাতু পঠিত হইয়াছে, যে স্থলে কর্ত্তা স্বয়ং বলিচ্ছেদ করিবে, সেইস্থলে ঐ ঘাতি ধাতুর প্রয়োগ করা যাইবে, তাহলে ত আর কোন আপত্তি থাকিবে না। এক্ষণে দেখ, বলিঘাত যদি একটি স্বতন্ত্র কার্য্য হইল, তাহলেই বলিঘাতের পরে যে রুধির এবং ছিন্ন মস্তকরূপ বলিদানের বিধি আছে, উহা সঙ্গত হইল; কেননা, প্রথমেই যদি বলিকে দান করা হইত, তাহলে একবার প্রদত্ত বস্তুর অংশবিশেষ পুনঃ

প্রদান করিবার বিধিটা বড়ই অসঙ্গত হইত। যদি বল, বলিঘাতস্থলে দাধাতুর প্রয়োগ যদি অযৌক্তিক হয়, তাহলে পূর্ব্বোল্লিখিত কালিকাপুরাণের "মহিষস্থ দদং দেব্যৈ" ইত্যাদি বচনে দাধাতুর প্রয়োগ ত অসঙ্গত হইয়াছে, আমি বলিব—হয় নাই; কেন না, ঐ স্থলে মহিষ শব্দ দ্বারা মহিষের রুধির ও ছিন্ন মস্তকরূপ বলিই অভিপ্রেত, সেইরূপ বলিয়াইত দান করা হয়, কাজেই ঐ স্থলে দাধাতুর প্রয়োগ সঙ্গতই হইয়াছে। পরে ভবিষ্যপুরাণের যে বচনটি উদ্ধৃত হইবে, তাহাতে দেখিতে পাইবে যে, বধের পর মাংসাদি বলি প্রদান বিহিত হইয়াছে। এক্ষণে দেখ, লোকে সচরাচর যাহাকে বলিদান বলে, তাহা বলিদান নয়, তাহাকে 'বলিঘাত' এইরূপ বলাই উচিত বোধ করিতেছি। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং কৃত্যতত্ত্বার্ণবে দেবীপুরাণ হইতে যে বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে পশুঘাত এবং বলিদান এই দুইটি কার্য্যের বিভিন্নরূপ ফল অভিহিত হইয়াছে। যথা "অর্দ্ধরাত্রে অষ্টমীতে সেই দেবীকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিয়া যাহারা পশু সকলকে ঘাতিত করে, তাহারা মহাবলসম্পন্ন হয়। যাহারা সকল প্রাণীর বিনাশের নিমিত্তীভূত বলি প্রদান করে, তাহাদের উপর দেবী সম্পূর্ণ শক্রকল্প অবধি সন্তুষ্ট থাকেন। মূল বচনে বলি এই কথাটির "সর্ব্বভূতবিনাশন" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ঐ বিশেষণটির ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিতে হইবে, সকল প্রাণী অর্থাৎ বলিদানবিহিত মহিষাদি যাহার নিমিত্ত বিনাশিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় বলিতে হইলে "সর্ব্বভূতানি বিহিতমহিষাদীনি বিনশ্যন্তে ঘাত্যন্তে যস্মিন্ (বলৌ)" এইরূপ বাক্য বলিতে হইবে। ঐ বাক্যে যস্মিন্ এই সপ্তম্যন্ত পদে "চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি" চর্ম্মের নিমিত্ত ব্যাঘ্র মারিতেছে' এই বাক্যে স্থিত "চর্ম্মণি" এই পদের ন্যায় নিমিত্তার্থে সপ্তমী। উক্ত বচনে স্থিত পশু কথাটি দ্বারা যে ছাগাদির বোধ হইতে পারে, এ কথা যজ্ঞপার্শ্ব বলিয়াছেন। যথা, উষ্ট্রই হৌক, মেষই হৌক, ছাগই হৌক অথবা অশ্বই হৌক ইহারা পশুস্থানে নিযুক্ত এবং ইহাদের জন্য পশু শব্দটির ব্যবহার করা হয়। কালিকাপুরাণের—"মন্ত্রপূত শোণিত (রক্ত) এবং শীর্ষ, পীযূষ নামে অভিহিত হইয়াছে, এই হেতু পূজার বলির মস্তক এবং রুধির দান করিবে। হে ভৈরব! ফল, জল, শর্করা এবং মধুসংযুক্ত রুধির কামবীজ (ক্লীং) উচ্চারণপূর্ব্বক অভ্যুক্ষিত করিয়া দান করিবে। তাহার পর বলিদিগের রুধির, জল, সৈন্ধব, শ্রেষ্ঠ ফল, মধুসংযুক্ত এবং যত্নপূর্ব্বক পুষ্পাদি দ্বারা সুবাসিত করিয়া দান করিবে। ইত্যাদি বচন দ্বারা মধু ও সৈন্ধবাদি যুক্ত করিয়া পৃথক্ভাবে যে, রুধির দান করিতে হইবে, ইহা জানা যাইতেছে। এবং "সাধক কখনও পূজাতে রুধিরমিশ্রিত এবং মস্তক ব্যতীত অপর প্রকার কাঁচা মাংস নিবেদন করিবে না, রুধির এবং মস্তক কেবল এই দুইটিই অমৃত নামে অভিহিত হয়। এ স্থলে ইহাও বলাও আবশ্যক যে, বহু নররূপ পশুর বধ করিলেও "অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি" ইত্যাদি মন্ত্র একবচনান্তই প্রয়োগ করিবে। পশু বহু বলিয়া মন্ত্রে বহুবচনের উহ করিবে না; কারণ প্রকৃত নরবলিবিধির সহিত যে মন্ত্র পাঠ করিবার বিধান করা হইয়াছে, তাহাতে এক বচনেরই প্রয়োগ করা হইয়াছে। (১) প্রকৃত স্থলে যে উহ করিতে হয় না তাহার একটি

দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন, যেমন মৃত্যুর পর মনুষ্য শবদেহ দহন করিবার বিধির সহিত যে মন্ত্র পাঠ করিবার নিয়ম করা হইয়াছে তাহাতে যে "নর পঞ্চত্বপ্রাপ্ত" এই বাক্যটি আছে, স্ত্রীলোকে দেহ দহন করিবার সময়ও উহাই অবিকল পাঠিত হয়, লিঙ্গেরউহ করা হয় না, অর্থাৎ 'নারী পঞ্চত্বপ্রাপ্তা" এইরূপ বলিতে হয় না। এই জন্যই উপাধ্যায় শ্রীপতি মন্ত্র প্রকৃতিতে যে উহ করিতে হইবে না, তদ্বিষয়ে "বহু পত্নীযুক্ত যজমানের সমুদয় পত্নীর সহিত যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইবার "পত্নী সমহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে পত্নী শব্দটি একবচনান্ত উক্ত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। উহার প্রসঙ্গে কাত্যায়নের একটি সূত্র দৃষ্ট হয়, "প্রকৃতিতে উহ হইবে না" এই সূত্র দ্বারা প্রকৃতিতে উহের নিষেধ করা হইয়াছে। প্রকৃতিতে উহ নিষেধের প্রতি ঐ সূত্রই "অপূর্ব্বত্বাৎ" এইরূপ একটি কারণ দেখান হইয়াছে, অর্থাৎ প্রকৃতি বিধির সহিত প্রাপ্ত হইয়াছে; এই জন্য বিকৃতিস্থলেই উহ করিতে হইবে। কেননা, উহের পরিভাষায় বলা হইয়াছে অপূর্ব্বে অর্থাৎ পূর্ব্বে যাহার জ্ঞান হয় নাই, এইরূপ পদার্থের উপেক্ষা কল্পনা করার নাম উহ।' যদি বল, নাহের মন্ত্রে পুরুষবাচক শব্দেরই প্রয়োগ আছে, স্ত্রীবিষয়ে উহার প্রয়োগ করা হইবে কিরূপ? স্ত্রীবিষয়ে ত ইহার বাধ হওয়াই উচিত। ইহা বলিতে পার না, কেননা, বৈভক্তিক, অর্থাৎ লিঙ্গ ও বিভক্তি প্রভৃতি দ্বারা যে অর্থের বোধ হয়, তদপেক্ষা প্রাথমিক শব্দত্বে প্রতিপাদিকার্থই প্রবল; কেননা শব্দের উৎপত্তির সহিতই উহাতে ঐ অর্থটি সমবেত হইয়া রহিয়াছে, কাজেই স্ত্রী পুরুষ উভয় স্থলেই উহা প্রযোজ্য হইতে পারে বলিয়া মন্ত্রের বাধ হইবে না। পশুকে বধ করিয়া রুধির শীর্ষ প্রদানের পর রুধির এবং শীর্ষ বলি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। কেননা এইরূপ একটি বচন দেখিতে পাই "সাধক এইরূপ পূর্ণ বলিদান করিয়া ফল প্রাপ্ত হয়"।। এবং রাজমার্ত্তণ্ডেও একটি বচন আছে "নানা পশুর মজ্জা মাংস এবং রুধির দ্বারা নবমীতে বলি করিবে"। এবং পূর্ব্বে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হইল, তদনুসারে ইহাও স্থির হইল যে, প্রকৃতি অর্থাৎ প্রথম উপদিষ্ট নররূপ পশুর বলিতে পঠিতব্য মন্ত্রে বহু নররূপ পশুঘাতস্থলে বহু বচনের উহ যখন করিতে হইবেনা, তখন বিকৃতিভূত অর্থাৎ অতিদিষ্ট ছাগাদি বলিতে বহু ছাগাদি ঘাতস্থলেও মন্ত্রে বহু বচনের উহ করিতে হইবে না, কিন্তু একবচনমাত্রেই প্রয়োগ করিতে হইবে। আরও একটি কথা যেস্থলে প্রতিনিধি পুত্রাদি দ্বারা কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইলেও তাহাদের কর্ত্তৃক উচ্চরিত "হে মহিষ, তুমি এইরূপে আমার শত্রুদিগকে নাশ কর" ইত্যাদি মন্ত্রের ফল যজমানই প্রাপ্ত হয়। কারণ শ্রুতিতে কথিত আছে যে, "পুরোহিত যজ্ঞে যে কিছু আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করে, তাহা যজমানের জন্যই প্রার্থনা করেন।।১৬২।।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "অপর বলি স্থলে উক্ত নিয়মের অনুসরণ করিবার অতিদেশ করায়, মন্ত্রে উহ করিতে হইবে অর্থাৎ মন্ত্রের যে স্থানে 'নর' শব্দ বলা হইয়াছে, সে স্থলে যে পশুকে বলিদান করা হইবে, তাহার পর্য্যায় শব্দ বসাইবে, আবার এক্ষণে বলা হইতেছে, যদি একত্র অনেক একরূপ পশুর বলিদান করা হয়, তাহলেও মন্ত্রে নর শব্দের প্রতিপাদক যে সর্বনাম শব্দটি আছে, তাহাকে ঐ একবচনান্তই রাখিতে হইবে। বহু বচনের আর উহ করিতে হইবে না। এক্ষণে কোথায় উহ করিতে হইবে এবং কোন স্থানে উহ করিতে হইবে না, ইহা স্থির করাও কঠিন হইল। উহ শব্দের শাস্ত্রসম্মত অর্থই বা কি, উহ করিবার নিয়মই বা কি। এই সকল মীমাংসা না জানিলে কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করাও সুকঠিন, এই জন্য আমরা সংক্ষেপে উহবিষয়ক [illegible] কথা বলিব। শাস্ত্রে উহ শব্দের এইরূপ পরিভাষা করা হইয়াছে। অপূর্ব্ব অর্থাৎ পূর্ব্বে অপ্রাপ্ত বস্তুর উৎপ্রেক্ষা করার নাম উহ। মন্ত্রে যে কথাটি আছে তাহা দ্বারা যে যে বস্তুর বোধ হয়, তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার নূতন বস্তু দ্বারা যদি কার্য্য করা হয়, তাহলে যে নূতন বস্তু কার্য্যে লাগান হইবে, তদ্বাচক পদের সন্নিবেশ করায় নামই উহ। এই উহ "প্রকৃতিতে করা হইবে না।" এইরূপ একটি কাত্যায়নের সূত্র আছে। প্রকৃতি বলিতে উপদেশ বিধির সহিত প্রাপ্ত নিরবচ্ছিন্নরূপ নির্দ্দিষ্টনাপেক্ষা প্রতিপাদিকার্থ। যেমন, নররূপ পশুঘাত করিবে, এই বিধিতে নরজাতীয় মাত্রের এক যোগ আর বহুই যোগ নরের ঘাতন কর্ত্তব্য বুঝাইতেছে, নর এই প্রতিপদিকের অর্থই এখানে প্রকৃতি। বহু নরঘাত করিলেও প্রকৃতি সমানরূপই রহিতেছে, বিধিতে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, এরূপ নূতন পদার্থ দ্বারা কার্য্য হইতেছেনা, সুতরাং এস্থলে বহু বচনের উহ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। কিন্তু পূর্ব্বে যে ছাগাদি বলিস্থলে, মন্ত্রে নর স্থানে ছাগাদি পদ উহ করিতে বলা হইয়েছে, উহা অবশ্যই কর্ত্তব্য, কেন না, নরঘাত বিধি দ্বারা ছাগঘাত প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ঐ বিধির ছাগাদিঘাতে অতিদেশ দ্বারাই ছাগাদি ঘাত বিধি বোধিত হইয়াছে। নরঘাত কর্ত্তব্য এই বিধি স্থলে ছাগঘাত কর্ত্তব্য। এইরূপ একটি বিধির কল্পনা করা হইতেছে। কাজেই মন্ত্রটিকেও তদনুগত রূপে কল্পনা করাই আবশ্যক।

"ঋত্বিগ্ বাদে নিযুক্তশ্চ সমৌ সম্পরিকীর্ত্তিতৌ।
যজ্ঞে স্বাম্যাপ্তুয়াৎ পুণ্যং হানিং বাদেঽথবা জয়ম্।।"

ইতিবৃহস্পতিবচনাচ্চ। এবঞ্চ আয়ন্তু নঃ পিতর ইতি বদত্রাপ্যনূহ এব। বাক্যে তু কাল্পনিকে যজমাননামোল্লেখ ইতি।

ভবিষ্যে,

"অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথা বধাৎ।
প্রীণয়েদ্বিধিবদ্দুর্গাং মাংসশোণিততর্পণৈঃ।।"
"দুর্গায়া দর্শনং পুণ্যং, দর্শনাদভিবন্দনং।
বন্দনাৎ স্পর্শনং শ্রেষ্ঠং, স্পর্শনাদভিপূজনং।।
পূজনাৎ স্নপনং শ্রেষ্ঠং স্নপনাত্তর্পণং স্মৃতং।
তর্পণান্মাংসদানন্তু মহিষাজনিপাতনম্।।"

মহিষোঽজো বা নিপাত্যতে যস্মিন্ বলৌ "চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তীতিবত্তথা। মাংসমামং শীর্ষং তদিতরৎ পক্বমুক্তবচনাৎ, তথা,

"স্বমেকমেকং বরদা তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।
রুধিরেণোরণসোঽহ তর্পিতা বিধিবন্নৃপ।।
অজস্য দশবর্ষাণি রুধিরেণ সুতর্পিতা।
মাহিষেণ শতং বীর তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা।।

সহস্রং তৃপ্তিমায়াতি স্বদেহরুধিরেণ তু।
তর্পিতা বিধিবদ্দুর্গা ভিত্ত্বা বাহূরুজঙ্ঘকে।
নারেণ শিরসা বীর পূজিতা বিধিবন্নৃপ।
তৃপ্তা ভবেদ্ভৃশং দুর্গা বর্ষাণাং লক্ষমেব তু।।"

স্বমেকং সংবৎসরং। "যব্যা মাসাঃ, স্বমেকঃ সংবৎসর" ইতি শতপথশ্রুতেঃ। উরণস্য মেষস্য। তথা,

"প্রদানে কৃষ্ণসারস্য মন্ত্রোঽয়ং পরিকল্পিতঃ।
কৃষ্ণসার ব্রহ্মমূর্ত্তে ব্রহ্মতেজোবিবর্দ্ধন।
চতুর্ব্বেদময় প্রাজ্ঞ প্রজ্ঞাং দেহি যশো মম।।" ১৬৩।।

এ সম্বন্ধে বৃহস্পতিরও একটি বচন দৃষ্ট হয়। যথা "পুরোহিত এবং মকদ্দমায় যে উকিল নিযুক্ত করা হয়, ইহারা উভয়েই সমান। স্বামী, পুরোহিত কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে পুণ্য প্রাপ্ত হয়, আর মকদ্দমায় উকিলের দ্বারা সাধিত জয় বা পরাজয়ের ভাগী হয়।" আর একটি কথা শ্রাদ্ধে পঠিতব্য "আয়ান্তু নঃ পিতরঃ" আমার পিতৃগণ আগমন করুন, ইত্যাদি মন্ত্রে যেমন প্রতিনিধিদ্বারা অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধে কোন প্রকার ও অমুকের পিতৃগণ আগমন করুন ইত্যাদিরূপ, উহ করিতে হয় না, মন্ত্রটি অবিকলই পঠিত হয়, সেইরূপ "হে মহিষ! তুমি আমার শত্রুদিগকে বিনাশ কর, ইত্যাদি মন্ত্রে ও প্রতিনিধিস্থলে কোন প্রকার উহ করিতে হইবে না। কাল্পনিক সঙ্কল্প বাক্যে যজমানের নাম উল্লেখ আবশ্যক। ভবিষ্য পুরাণে বলা হইয়াছে "অজ, মহিষ সমূহের বধ করিয়া মাংস, শোণিত এবং তর্পণ দ্বারা দুর্গাদেবীর বিধিবৎ প্রীতি উৎপাদন করিবে। দুর্গাদেবীর দর্শনমাত্রই পুণ্য জনক, দর্শন হইতে বন্দন (নমস্কার) শ্রেষ্ঠ, বন্দন অপেক্ষা স্পর্শ এবং স্পর্শ অপেক্ষা পূজন শ্রেষ্ঠ।" মূল বচনে যে মহিষাজ নিপাতন এই বিশেষণ পদটি আছে উহার অর্থ মহিষ ও অজ নিপাতিত হয় যাহার নিমিত্ত, "মহিষোজো বা নিপাত্যতে" বস্মিন্ কথাটিতে যে সপ্তমী বিভক্তি আছে, উহার 'চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি'র ন্যায় নিমিত্ত রূপ অর্থ। ঘাতিত পশুর মস্তকই কাঁচা নিবেদন করিবে এবং তদ্ভিন্ন অপর মাংস পাক করিয়া নিবেদন করিতে হইবে, তদ্বিষয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে, "বরদায়িনী চণ্ডিকা দেবী মেষের রক্তের দ্বারা তর্পিত হইয়া এক বৎসর তৃপ্ত থাকেন, হে বীর, চণ্ডিকা মহিষের রুধির দ্বারা একশত বৎসর তৃপ্ত হন এবং সাধকের স্বকীয় দেহের বাহু, উরু এবং জঙ্ঘা ভেদ করিয়া নিঃসারিত রুধির দ্বারা তর্পিত হইয়া সহস্র সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন, এবং হে বীর দুর্গাদেবী মনুষ্যের মস্তক দ্বারা বিধিবৎ পূজিতা হইয়া লক্ষ বৎসর পর্যান্ত অত্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন।" মূলে যে স্বমেক কথাটি আছে উহার অর্থ সম্বৎসর, এবং উরণ শব্দের অর্থ

মেষ। এবং কৃষ্ণসার মৃগকে বলিদান করিলে, এই মন্ত্রটি পাঠ করিবে। "হে কৃষ্ণসার, তুমি ব্রহ্মমূর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজের বিবর্দ্ধন, চতুর্ব্বেদময় এবং প্রাজ্ঞ, তুমি আমাকে প্রজ্ঞা ও যশদান কর।। ১৬৩।।

তথা,

"বৈষ্ণবীতন্ত্রকল্পোক্তঃ ক্রমঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
সাধকৈর্ব্বলিদানে তু গ্রাহ্যঃ সর্ব্বসুরস্য তু।।"

এবঞ্চ চামুণ্ডেত্যত্র ষষ্ঠিকেত্যাদ্দহঃ। ততশ্চাভিমতফলকামঃ পশুঘাতনং কুর্য্যাৎ। ততোঽমুকস্য দশবর্ষাবচ্ছিন্নদেবীপ্রীতিকামনয়া, এষ রুধিরবলির্নম ইত্যুৎসৃজেৎ। ততঃ শিরসি জ্বলদ্দশাং দত্ত্বাদমুকস্য শ্রীদুর্গায়া দর্শনাভিবন্দনস্পর্শনাভিপূজনস্নপনতর্পণজনিতপূর্ব্বপূর্ব্বপুণ্যাধিকপুণ্যপ্রাপ্তিকামনয়া, এষ সপ্রদীপচ্ছাগশীর্ষবলির্নম ইত্যুৎসৃজেৎ। "বলিদানপ্রদানার্থং নমস্কারো যতঃ কৃতঃ।" ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ। প্রদীয়তেঽনেনেতি প্রদানং মন্ত্রঃ। কালিকাপুরাণে,

"মহামায়ে জগন্মাতঃ সর্ব্বকামপ্রদায়িনি।
দদামি দেহরুধিরং প্রসীদ বরদা ভব।।
ইত্যুক্ত্বা মূলমন্ত্রেণ নতিপূর্ব্বং বিচক্ষণঃ।
স্বগাত্ররুধিরং দদ্যাম্মানবঃ সিদ্ধসন্নিভঃ।।"

তথা,

"স্ত্রিয়ং ন দদ্যাত্তু বলিং দত্ত্বা নরকমাপ্নুয়াৎ।
ন চ ত্রৈমাসিকান্ন্যূনং পশুং দদ্যাচ্ছিবাবলিং।।
ন চ ত্রৈপক্ষিকান্ন্যূনং প্রদদ্যাদ্বৈ পতত্রিণং।
কাণং ব্যঙ্গাদিদুষ্টং বৈ ন পশুং ন পতত্রিণং।।
ছিন্নলাঙ্গুলকর্ণাদিং ভগ্নশৃঙ্গাদিকং তথা।
নানাবর্ণং চাতিবৃদ্ধং রোগিণঞ্চ গলদ্‌ব্রণং।।
কুষ্মাণ্ডমিক্ষুদণ্ডঞ্চ মদ্যমাসব এব চ।
এতে বলিসমাঃ জ্ঞেয়াস্তৃপ্তৌ ছাগসমাঃ স্মৃতাঃ।।"

আসবো মধু।

"চন্দ্রহাসককর্ত্রীভ্যাং ছেদনং মুখামিষ্যতে।
হস্তেন ছেদয়েদ্যস্তু সাধকঃ প্রোক্ষিতং পশুং।।
পক্ষিণং বাপি রাজেন্দ্র ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ।।"

মৎস্যসূক্তে,

"ছেদয়েত্তীক্ষ্ণখড়্গেন প্রহারে সকৃদ্বুধঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকায়াং ব্রহ্মপুরাণং,

"নরাশ্বমেধৌ মদ্যঞ্চ কলৌ বর্জ্জ্যং দ্বিজাতিভিঃ।"

নিষেধং স্পষ্টয়ত্যুশনাঃ,

"মদ্যমপেয়মদেয়মনিগ্রাহ্যমি"তি। অনির্গ্রাহ্যমস্বীকার্য্যমিতি কল্পতরুঃ।

কালিকাপুরাণেঽপি,

"স্বগাত্ররুধিরং দত্ত্বা আত্মহত্যামবাপ্নুয়াৎ।

মদ্যং দত্ত্বা ব্রাহ্মণস্তু ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে।।"

তথা,

"ন কৃষ্ণসারমিতরে বলিন্তু ক্ষত্রিয়াদয়ঃ।

দদতঃ কৃষ্ণসারঞ্চ ব্রহ্মহত্যামবাপ্নুয়ুঃ।।

অতো মদ্যপ্রতিনিধিদানমপি ন যুক্তং, প্রধাননিষি কারাৎ।। ১৬৪।।

সাধক সকল সময় দেবতার বলিদানেই বৈষ্ণবীতন্ত্র কল্পোক্ত বলিদানের ক্রম অর্থাৎ পরিপাটী গ্রহণ করিবে" এই বচন দ্বারা সকল দেবতার বলিদানে বৈষ্ণবী তন্ত্রোক্ত কল্পের অতিদেশ করায় উক্ত বলিদানের মন্ত্রে যে স্থলে "চামুণ্ডা বলিদানায়" এইরূপ পাঠ আছে, সে স্থানে "ষষ্ঠিকা বলিদানায়" অথবা "মনসা বলিদানায়" ইত্যাদিরূপে যে দেবতার নিকট বলিদান করা হইবে, সেই সেই দেবতার নাম উহ করিতে হইবে। ঐ মন্ত্র পাঠ করিয়া করিয়া অভিমত ফললাভে অভীপ্সু হইয়া পশুর ছেদ করিবে। তাহার পর অমুক ব্যক্তির দশ বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী দেবী প্রীতি কামনায় এই রুধির বলি নমঃ এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে। অনন্তর বলির মস্তকে জ্বলন্ত সলিতা রাখিয়া "অমুক ব্যক্তির শ্রীদুর্গার দর্শন, বন্দন, স্পর্শন, পূজন, স্নপন এবং তর্পণের মধ্যে যথাক্রমে যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর কার্য্যে পুণ্যের লাভ হইবার কথা আছে, তদনুসারে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পুণ্যলাভের কামনায় এই সপ্রদীপ ছাগশীর্ষ নমঃ এই বলিয়া উৎসর্গ করিবে। "নমঃ" এই কথাটি যে বলিদানের উৎসর্গ মন্ত্র ইহা ছন্দোগ পরিশিষ্টে বলা হইয়াছে। ছন্দোগ পরিশিষ্টের বচনে যে 'প্রদান' কথাটি আছে, উহার— যাহা দ্বারা দান করা হয় এইরূপ ব্যুৎপত্তিযোগে মন্ত্রই অর্থ। কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে—"চণ্ডিকে! মহামায়ে আপনি সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করুন, দেহ হইতে রুধির দান করিতেছি, প্রসন্ন হউন, বর প্রদান করুন।" সিদ্ধ সদৃশ বিচক্ষণ মানব এই পাঠ করিয়া মূল মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক স্বগাত্র হইতে রুধির দান করিবে। এ কথাও বলা হইয়াছে যে, স্ত্রীজাতীয় পশুকে বলিদান করিবে না, স্ত্রীজাতিকে বলিদান করিলে নরক

প্রাপ্ত হয়। তিন মাসের ন্যূন বয়স্ক পশুকে বলি করিবে না, এবং ত্রিপক্ষের ন্যূন বয়স্ক পক্ষীকেও বলিদান করিবে না, ছিন্নকাণ অঙ্গহীন বা অধিকাঙ্গ, ছিন্নলাঙ্গুল, কর্ণবিহীন, শিঙ্ভাঙ্গা প্রভৃতি নানাঙ্গের অতিবৃদ্ধ, রোগী, ক্ষত বিক্ষতাঙ্গ এইরূপ পশু বা পক্ষীকে বলিদান করিবে না। কুষ্মাণ্ড ইক্ষুদণ্ড, মদ্য এবং মধু, ইহারাও বলির তুল্য এবং দেবীর তৃপ্তি কার্য্যে ছাগের সদৃশ স্মৃত হইয়াছে। বচনে স্থিত আসব শব্দের অর্থ মধু। চন্দ্রহাস (খাঁড়া) এবং কাটারি দ্বারা বলিচ্ছেদ করাই মুখ্য, যে সাধক প্রোক্ষিত পশু বা পক্ষীকে হস্তদ্বারা ছেদ করে, সে ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হয়।" মৎস্য সূক্তে বলা হইয়াছে বিচক্ষণ ব্যক্তি তীক্ষ্ণ খড়্গ দ্বারা এককোপেই কাটিয়া ফেলিবে। যাজ্ঞবল্ক্যের টীকা দীপ-কলিকায় ব্রহ্মপুরাণের নিম্নলিখিত বচনটি ধৃত হইয়াছে, যথা "কলিকালে দ্বিজাতিগণ নরবলি, অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং মদ্য পরিত্যাগ করিবে।" উক্ত বচনে দ্বিজাতিগণ কর্ত্তৃক কেবল সামান্যভাবে মদ্য ত্যাগ করিবার কথা আছে, উশনাঃস্মৃতিতে উহা আরও স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে, যথা, "মদ্য পান করিবে না, দেবতা ব্রাহ্মণকে দিবে না এবং কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিবে না। বচনে যে "অনিগ্রাহ্য আছে, তাহার অর্থ অস্বীকার্য্য, কল্পতরুতে ঐরূপ অর্থ করা হইয়াছে। কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে, 'কলিকালে নিজগাত্রের রুধির দান করিলে আত্মহত্যার পাপ হয়। এবং ব্রাহ্মণ মদ্যদান করিলে একেবারে ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয়। এবং ব্রাহ্মণের ইতর ক্ষত্রিয়াদি কৃষ্ণসার বলি প্রদান করিবে না। কৃষ্ণসার বলিদান করিলে ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্ত হইবে।" মদ্যদান নিষিদ্ধ হওয়ায় মদ্যপ্রতিনিধিভূত বস্তু দান করাও যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা আসল বস্তু দানে যখন অধিকারের রহিত করা হইয়াছে, তখন নকল দিবে কিরূপ?।। ১৬৪।।

অথ বৈধহিংসাবিচারঃ।। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানী"ত্যত্র সর্ব্বশব্দস্য সামান্যার্থকতয়া এতদ্বিধিমনুল্লঙ্ঘ্য "বায়ব্যং শ্বেতচ্ছাগলমালভেত "ইত্যাদিবিধের্ব্বিষয়াপ্রাপ্তেরগত্যা বৈধাতিরিক্তবিষয়ত্বং, সর্ব্বাঃ সর্ব্বাণি। ছন্দসি বেত্যনেন তৎ পদং সিদ্ধং। যদপি নানাদর্শনটীকাকৃদ্ভির্ব্বাচস্পতি-মিশ্রৈস্তত্ত্বকৌমুদ্যামভিহিতং,—ন চ মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানীতি সামান্যশাস্ত্রং বিশেষশাস্ত্রেণ অগ্নীষোমীয় পশুমালভেত ইত্যনেন বাধ্যেত ইতি বাচ্যং বিরোধাভাবাৎ। বিরোধে হি বলীয়সা দুর্ব্বলং বাধ্যতে। ন চাস্তি বিরোধো ভিন্নবিষয়ত্বাৎ। তথা হি মা হিংস্যাদিতি নিষেধেন হিংসায়া অনর্থহেতুভাবো জ্ঞাপ্যতে ন পুনরক্রত্বর্থমপি। ন চানর্থহেতুত্বক্রতূপকারকত্বয়োঃ কশ্চিদস্তি বিরোধঃ। হিংসা হি পুরুষস্য দোষমাবক্ষ্যতি ক্রতোশ্চোপকরিষ্যতী"ত্যত্রেন তদপি সাংখ্যনয়ে। মীমাংসকনয়ে তু বিরোধ এব। তথা হি গুরুনয়ে ন খলু সর্ব্বভূতহিংসাভাববিষয়কং কার্য্যমিতি নিষেধবিধ্যর্থস্য বাধং বিনা

অগ্নীষোমীয়পশ্বালম্ভনমিষ্টহেতুঃ কার্য্যমিতি ভাববিধ্যর্থ উপপদ্যতে। ভট্টনয়ে তু অঙ্গে দৃষ্টং দৃষ্টত্বং। ন চ মুখ্যপশুযাগে পুরুষার্থসাধনে পশুহিংসনসাধ্য-অনর্থসাধনত্বমিষ্টসাধনত্বঞ্চোপপদ্যতে বিরোধাৎ।। ১৬৫।।

বৈধ হিংসা বিচার।

এক্ষণে বৈধ হিংসার বিচার করা হইতেছে। বলিদানে যে পশুদিগের হিংসা করা হয়, উহাতে পাপ হয় কিনা তদ্বিষয় আলোচনা করা হইতেছে। আমরা একটি শ্রুতি দেখিতে পাই 'সকল প্রাণীর প্রতি (কোন প্রাণীর প্রতিই) হিংসাচরণ করিবে না।" এই শ্রুতিতে যে সর্ব্ব (সকল) শব্দটি আছে, তাহা সামান্য অর্থাৎ সাধারণ প্রাণী মাত্রেরই বোধক হওয়াতে এই বিধিটিকে অগ্রাহ্য না করিলে আর "বায়ু দেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণের ছাগল হত্যা করিবে এই বিধানটির অনুসারে কার্য্য করা যাইতে পারে না, কাজে কাজেই এইরূপ মীমাংসা করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত "সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা করিবে না" এই বিধিটির বৈধ হিংসার অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত হিংসার অতিরিক্ত স্থলেই প্রবৃত্তি হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রে যে যে পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে, সেই সেই স্থলে "সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা করিবে না" এই শ্রুতির প্রবৃত্তিই হইবে না, কাজেই তথাবিধ পশুহিংসাতে পাপও হইবে না, কিন্তু শাস্ত্রে যে স্থলে পশুহিংসা অনুমোদিত হয় নাই, সেই স্থলেই 'সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা করিবে না,'এই শ্রুতির প্রবৃত্তি হইবে এবং তথাবিধ হিংসাতে পাপও হইবে। মূল শ্রুতিবাক্যে যে "সর্ব্বা এইরূপ প্রয়োগ আছে, উহাকে "সর্ব্বাণি" এইরূপ বুঝিতে হইবে, বৈদিক ব্যাকরণের সূত্র অনুসারে শ্রুতিবাক্যে ক্লীবলিঙ্গে বহুবচনে বিকল্পে "সর্ব্বা" ও হয়, এই নিয়মে "সর্ব্বা" পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। নানাদর্শনের টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদীতে এ বিষয় এইরূপ বিচার করিয়াছেন—"তুমি যে, বলিতেছ, সকল প্রাণীর প্রতি (কোন প্রাণীর প্রতিই) হিংসা করিবে না" ইহা দ্বারা সাধারণভাবে পশুহিংসার নিষেধ করা হইয়াছে, সুতরাং ইহা একটা শাসনবিধি (সাধারণ নিয়ম),এবং "অগ্নীষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে" ইহা হইল বিশেষ বিধি, অর্থাৎ সামান্যতঃ পশুহিংসা নিষিদ্ধ হইলেও অগ্নীষোম-যজ্ঞরূপ বিশেষ কার্য্যে পশুহিংসা কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করায় ইহা হইল একটি বিশেষ বিধি; সুতরাং এই বিশেষ শাস্ত্র দ্বারা "সকল পশুর প্রতি হিংসা করিবে না" এই সামান্য শাস্ত্রের যে বিধি হইতেছে," "নচ বাচ্যম্" একথা বলিতে পার না, কেন না, যে স্থলে সামান্য এবং বিশেষের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বিদ্যমান হইবে, সেই স্থলেই বিশেষ দ্বারা সামান্যের বাধ হইয়া থাকে, এ স্থলে পরস্পরের মধ্যে বিরোধই দৃষ্ট হয় না, তবে বিশেষ দ্বারা সামান্যের বাধ হইবে কেন? বিরোধ স্থলেই বলবান্ কর্ত্তৃক দুর্ব্বলের বাধ হইয়া থাকে, এখানে বিরোধ নাই কেন না দুই বিধির বিষয় বিভিন্ন হইয়াছে। দেখ, "সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা করিবে না" এই শাস্ত্র,

হিংসা যে অনর্থের হেতু, এই টুকুমাত্র বোধ করাইতেছে, উহার সঙ্গে এইরূপ কিছু বোধ করাইতেছে না যে, হিংসা যজ্ঞেরও অনুপকারক, কাজেই হিংসা অনর্থের হেতু বলিয়া যে, যজ্ঞেরও উপকারক হইবে না, এরূপ সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারণ করা যায়; কেন অনর্থহেতুত্বের সহিত, যজ্ঞোপকারকত্বের কোন প্রকার বিরোধ নাই অর্থাৎ এমন কোন প্রমাণ নাই যে, যে বস্তু অনর্থের হেতু হইবে, তাহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করা যাইতে পারিবে না। হিংসা, হিংসাকারীর পাপের কারণও হইবে, যজ্ঞেরও উপকারী হইবে, ইহাতে আর বিরোধ কি? এই গেল সাংখ্যশাস্ত্রে বাচস্পতিমিশ্রের কথা। মীমাংসকদিগের মতে উভয় বিধির মধ্যে সম্পূর্ণ বিরোধই বর্ত্তমান। দেখ, আমার গুরু বলেন—"সকল ভূতের প্রতি হিংসা করিবে না" এই নিষেধ বিধি দ্বারা সকল ভূতের হিংসার অভাব যাহাতে আছে, সেইরূপই কর্ত্তব্য। এইরূপ যে অর্থ বোধ হইতেছে, সেই অর্থের বোধ না করিলে, অগ্নীষোমীয় যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে" এই ভাবার্থবিধি দ্বারা (কর্ত্তব্য বিষয়ের বিধি দ্বারা) বোধিত অগ্নীষোমীয় যজ্ঞে পশু হিংসা কর্ত্তব্যরূপ অর্থসঙ্গত হয় না। ভট্ট বলেন, পূজার অঙ্গ বলিদানরূপ হিংসাজনক কার্য্যে হিংসাকে অনর্থের হেতু এবং পূজার উপকারক বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সামান্যবিধির বিশেষ দ্বারা বাধ যদিও না করিতে চাও; কিন্তু পশুহিংসাই যাহাতে মুখ্য এইরূপ পশুযাগস্থলে পশুহিংসাই পুরুষের অর্থের সাধন, সে স্থলে একই পশুহিংসাতে অর্থসাধনত্ব এবং অনর্থসাধনত্ব এই উভয়বিধ ধর্ম্ম থাকিতে পারে না; কারণ উহাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধ দৃষ্ট হয়। ১৬৫।।

বস্তুতস্তু অঙ্গেঽপি বিরোধোঽস্ত্যেব কুতো বিধেরেব স্বভাবো যৎ স্ববিষয়স্য সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা পুরুষার্থসাধনত্বমবগময়তি অন্যথা অঙ্গানাং প্রধানোপকারকত্বমপি নাঙ্গীক্রিয়তে, অর্থসাধনত্বং বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্ট-সাধনত্বম্, অনর্থসাধনত্বং বলবদনিষ্টসাধনত্বং, ন চানয়োরেকত্র সমাবেশ ইতি। অতএব উক্তং তস্মাদ্‌যজ্ঞে বধোঽবধ ইতি। নন্বেবং শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত ইত্যত্র শ্যেনস্য শত্রুবধরূপেষ্টসাধনত্বমবগতম্, অভিচারো মূলকর্ম্ম চেতি মনুনোপপাতকগণমধ্যে পাঠাদনিষ্টসাধনত্বমবগতং, তদেতং কথমুপপদ্যতামিতি চেন্ন। "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্" ইত্যেকবাক্যতয়া আততায়িস্থলে ইষ্টসাধনত্বম্ অনাততায়িস্থলে তূপপাতকত্বেন বলবদনিষ্ট-সাধনত্বমিত্যবিরোধ ইতি। গুরুচরণা অপ্যেবম্। দেবী পুরাণে। "পূর্ব্বাষাঢ়াযুতাষ্টম্যামি"ত্যত্র পূর্ব্বাষাঢ়ায়াঃ স্পষ্টাভিধানাৎ।

"কন্যাসংস্থে রবাবিষে শুক্লাষ্টম্যাং প্রপূজয়েৎ।
সোপবাসো নিশার্দ্ধে তু মহাবিভববিস্তরৈঃ।।

পূজাং সমারভেদ্দেব্যো নক্ষত্রে বারুণেঽপি বা।
পশুঘাতঃ প্রকর্ত্তব্যো গবলাজবধস্তথা।।"

ইতি পুনর্দ্দেবীপুরাণবচনে বারুণপদেন বরুণদৈবতং জলং পুনরণ্ প্রত্যয়েন তদ্দৈবতপূর্ব্বাষাঢ়োচ্যতে। ন তু শ্রীদত্তহরিনাথবিদ্যাপতিবাচস্পতি-মিশ্রোক্তা শতভিষা. তদষ্টম্যাং তস্যা অলাভাৎ। তথাহ্যে তদনন্তরপৌর্ণমাস্যাং গোভিলোক্তসূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ সপ্তমরাশ্যবস্থানরূপনিয়মভঙ্গাপত্তেঃ। তথাচ গোভিলঃ. "সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যঃ পরো বিপ্রকর্ষঃ সা পৌর্ণমাসী"তি। কৃত্যরত্নাকরে তু নক্ষত্রে বারুণেঽপি বেত্যত্র পুনর্দ্দেবীপুরাণে "রক্ষর্ক্ষে বাত্রিভেঽপি বেতি" পাঠো ব্যাখ্যাতশ্চ রক্ষর্ক্ষে মূলানক্ষত্রে, বাত্রিভে পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র ইতি। সোপবাসঃ প্রারব্ধোপবাসঃ।। ১৬৬।।

কিন্তু বস্তুবিক কথা বলিতে হইলে, অঙ্গীভূত পশুঘাতকার্য্যেও উক্ত উভয় বিধির মধ্যে বাচস্পতিসম্মত ব্যাখ্যা করিলেও বিরোধ লক্ষিত হয়। কেননা বিধিমাত্রেরই স্বকীয় বিষয়কে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে পুরুষার্থের সাধনরূপে অবগত করানই স্বভাব. ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যাহা সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধে মনুষ্যের কোনরূপ উদ্দেশ্যের সাধক. তদ্বিষয়ই বিধি করা হইয়া থাকে। এরূপ একটিও বিধি করা হয় না, যাহার সহিত পুরুষার্থের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। অন্যথা, অর্থাৎ যদি এরূপ না বল, তবে অঙ্গকার্য্যঘটিত বিধির প্রধানের ফল পুরুষার্থ বিষয়ে সাক্ষাৎ বা পরম্পরাসম্বন্ধ কোন প্রকার উপকারকত্ব না স্বীকার করা হউক, অর্থাৎ অঙ্গ কার্য্য যে, প্রধান কার্য্যের উপকারক, এ কথাই বা স্বীকার করিতে যাই কেন? অঙ্গ কার্য্যের সহিত প্রধানের অনুষ্ঠান করিলে কর্ত্তা সম্পূর্ণ ফলভাগী হয় বলিয়াই ত অঙ্গ প্রধানের উপকারক। এক্ষণে দেখ, অঙ্গকার্য্যে যদি পুরুষার্থসাধনত্ব থাকিল তবে অর্থসাধনত্ব এবং তোমার অনর্থসাধনত্ব এই দুইটির অর্থ ভাঙ্গিয়া বুঝিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ঐ দুইএর একত্র সমাবেশ হয় না। অর্থসাধনত্ব শব্দের অর্থ যাহা বলবৎ অনিষ্টের অননুবন্ধী (অনুৎপাদক) হইয়া অভীষ্ট অর্থের সাধন করে, এবং অনর্থসাধন শব্দের অর্থ যাহা বলবৎ অনিষ্টের উৎপাদক। এই উভয়ের ধর্ম যথাক্রমে অর্থসাধনত্ব, এবং অনর্থসাধনত্ব, এই দুইটির কি একত্র সমাবেশ হইতে পারে? কখনই না, কাজেই তুমি যে বলিয়াছিলে হিংসা পুরুষের অনর্থসাধন হইলেও ক্রতুর উপকারক এইরূপ অর্থ করিলে উভয় বিধির মধ্যে কোন বিরোধ না থাকায় বাধ্যবাধকতাভাবও নাই, তাহা সম্পূর্ণ অসঙ্গতই হইল, ক্রতুর উপকারক, ইহার অর্থ পরম্পরা সম্বন্ধে পুরুষার্থের সাধক, তাহলে একই যজ্ঞে পশুহিংসায় অনর্থসাধনত্ব এবং অর্থসাধনত্ব এই দুইটি ধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে না। সেই জন্যই আমি বলিতেছি "সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা করিবে না" এই নিষেধ বিধিটিকে বৈধ হিংসার অতিরিক্ত সাধারণ

প্রাণিহিংসানিষেধক বলিতেই হইবে এবং এই জন্যই শাস্ত্রেও "অতএব যজ্ঞীয় বধ অবধের তুল্য" এই বাক্য দ্বারা বৈধ হিংসা যে দোষাবহ নহে, ইহাই জানান হইয়াছে। ইহার উপর কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, ভাল, অর্থসাধনত্ব এবং অনর্থসাধনত্ব, এই দুইটি ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ না হইলে বৈধ হিংসা অদোষাবহ হয় বটে, কিন্তু আমি যে অপর এক স্থলে অর্থসাধনত্ব, এবং অনর্থসাধনত্ব এই দুইটী ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ দেখিতেছি, দেখ "অভিচার অর্থাৎ শত্রুহিংসা করিতে প্রবৃত্ত ব্যক্তি শ্যেনযজ্ঞ করিবে।" এই বিধি দ্বারা শ্যেনযজ্ঞের শত্রুবধরূপ ইষ্টসাধনত্ব দৃষ্ট হইতেছে, অন্য দিকে মনু "অভিচার ও মূলকর্ম্ম" ইত্যাদি বচন দ্বারা অভিচারমূলক শ্যেনযজ্ঞ উপপাতকের মধ্য পঠিত হওয়ায় শ্যেনযাগের অনিষ্টসাধনত্বও অবগত হওয়া যাইতেছে অতএব এস্থলে কি ব্যবস্থা করা হইবে, ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন "ইতি চেৎ" ইহাই যদি তোমার আপত্তি হয়, তবে ইহা কোন কাজেরই নয়, দেখ "মারিবার নিমিত্ত অভিমুখে আগমনকারী আততায়ীকে মনে কোনরূপ দ্বিধা না করিয়াই বধ করিবে" এই ভগবদ্বাক্যের সহিত একবাক্য করিলে আততায়িস্থলে অভিচার কেবল মাত্র ইষ্টসাধনই অর্থাৎ যে সর্ব্বদা সর্ব্ব প্রকারে নিজের জীবনান্ত অবধি অনিষ্ট করিতে উদ্যত সেইরূপ আততায়ী শত্রুকে অভিচার করে নাশ করিলে মঙ্গল ভিন্ন পাপ হইবে কেন? সুতরাং ঐরূপ শত্রুর বধ সম্পূর্ণ রূপে ইষ্টেরই সাধক, অন্যদিকে যে শত্রু আততায়ী নহে, নিরীহ, তাহাকে অভিচার করিয়া নাশ করাই উপপাতক, সুতরাং বলবদনিষ্ট সাধক, এই সিদ্ধান্ত করিলে আর বিরোধ রহিল না, কেননা, যে প্রকারের অভিচারে ইষ্টসাধনত্ব আছে, তাহাতে অনিষ্টসাধনত্ব নাই, আর যাহাতে অনিষ্টসাধন আছে, তাহাতে ইষ্টসাধনত্ব নাই, সুতরাং বিরোধও নাই। গুরুপাদও এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন দেবীপুরাণে "পূর্ব্বাষাঢ়াযুতা অষ্টমীতে" এই বচনে পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের স্পষ্টরূপে নাম করায় এবং "কন্যা রাশিতে সূর্য্যের অবস্থানকালীন আশ্বিন মাসে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতে কৃতোপবাস হইয়া অর্দ্ধরাত্রে মহাবিভববিস্তরের সহিত পূজা করিবে। অথবা বারুণ নক্ষত্রেও দেবীর পূজার আরম্ভ করিবে এবং পশুঘাত এবং মহিষ ও ছাগলের বধ করিবে" দেবীপুরাণের এই অপর বচনে যে বারুণ নক্ষত্র বলা হইয়াছে, ঐ বারুণ শব্দটি প্রথমে বরুণ দেবতা যার এই অর্থে অণ্‌প্রত্যয়সিদ্ধ হওয়ায় উহার অর্থ জল, আবার বারুণ (জল) দেবতা যার এই অর্থে পুনর্ব্বার বারুণশব্দের উত্তর অণ্ প্রত্যয় করিয়া দ্বিতীয়বার সিদ্ধ বারুণ শব্দের অর্থ পূর্ব্বাষাঢ়ানক্ষত্র, এইরূপই বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের জল দেবতারূপে কথিত হইয়াছে। দেবীপুরাণের দ্বিতীয়বচনস্থিত বারুণ শব্দে শ্রীদত্ত, হরিনাথ, বিদ্যাপতি এবং বাচস্পতিমিশ্র যে শতভিষা নক্ষত্ররূপ অর্থ করিয়াছিলেন, তাহা হইতেই পারে না, কারণ তৎকালে অষ্টমীতে শতভিষা নক্ষত্রের যোগ হওয়াই অসম্ভব। কেননা যদি মহাষ্টমীতে শতভিষার যোগ স্বীকার করা হয়,তাহলে

তৎপরবর্ত্তী পৌর্ণমাসীতে গোভিল যে, প্রতি পৌর্ণমাসীতে সূর্য্য ও চন্দ্রের পরস্পর হইতে অত্যন্তরের সমুদ্র থাকিতে অবস্থানরূপ নিয়ম করিয়াছেন, সেই নিয়মের ভঙ্গ হইয়া পড়ে। গোভিলের সেই নিয়মক সূত্রটি এই 'সূর্য্য ও চন্দ্রের সম্পূর্ণ দূর অর্থাৎ সপ্তমরাশিতে অবস্থানের নামই পৌর্ণমাসী।" কৃত্যরত্নাকর নামক গ্রন্থে দেবীপুরাণেরই দ্বিতীয় বচনে "নক্ষত্রে বাপ্যথেহপি" এই পাঠস্থলে "রক্ষর্ক্ষেবাপিভেহপি বা" এইরূপ পাঠ করিয়া তাহার এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। রক্ষর্ক্ষ শব্দের অর্থ মূলানক্ষত্র এবং অপি শব্দের অর্থ পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র"। দেবী পুরাণের বচনে যে, "সোপবাস" এইরূপ শব্দটি আছে, উহার অর্থ কৃতোপবাস ।১৬৬।।

পূর্ব্বোক্তবচনে"ংষ্টম্যাং পশুঘাতঃ প্রকর্ত্তব্যঃ"ইতি শ্রুতেঃ

"অষ্টম্যাং রুধিরৈর্ম্মাংসৈর্মহামাংসৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
পূজয়েদ্বহুজাতীয়ৈর্ব্বলিভির্ভোজনৈঃ শিবাম্।।"

ইতি কালিকাপুরাণাচ্চ,

"অষ্টম্যাং বলিদানেন পুত্রনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্।"

ইতি দেবীপুরাণীয়ং সন্ধিপূজাবলিদানপরং। তৎপূজায়া উভয়তিথি-কর্ত্তব্যত্বেন, তদ্বলিদানস্য নবম্যাং সাবকাশত্বাৎ।

তৎপূজাবিধায়কন্তু কালিকাপুরাণবচনান্তরম্,

"অষ্টমীনবমীসন্ধৌ তৃতীয়া খলু কথ্যতে।
তত্র পূজ্যা ত্বহং পুত্র যোগিনীগণসংবৃত।।"

জ্যোতিষে,

"অষ্টম্যাং সন্ধিযোগে সকলপরিজনৈঃ পূজয়েৎ সত্ত্বভাবৈঃ"

কামরূপীয়নিবন্ধে স্মৃতিসাগরে চ,

"অষ্টম্যাঃ শেষদণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্ব এব চ।
অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা।।"

মৎস্যসূক্তেঽপি,

"অষ্টমীনবমীযোগো রাত্রিযোগে বিশিষ্যতে।
অর্দ্ধরাত্রে দশগুণং সন্ধ্যায়াং দ্বিগুণং ভবেৎ।।"

আশ্বিনাধিকারে,—

"অষ্টমী নবমীযুক্তা নবমী চাষ্টমীযুতা।
অর্দ্ধনারীশ্বরপ্রায়া উমামাহেশ্বরী তিথিঃ।।"

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয়মপ্যেতদ্বিষয়ং ন তু মহানবমীপূজা পরম্। তস্যা অষ্টম্যুপবাসপরদিনবিধানেন সপ্তমীবদ্‌যুগ্মানাদরাৎ।

তথা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,—

"ভদ্রকালীং পটে কৃত্বা তত্র সম্পূজয়েদ্দ্বিজঃ।
আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য চাষ্টম্যাং প্রযতস্ততঃ।।" ইত্যাদ্যভিধায়

"উপোষিতো দ্বিতীয়েঽহ্নি পূজয়েৎ পুনরেব তাম্।" তত্র তদর্থকল্পিতে গৃহে। পট ইতি পূজাধারোপলক্ষণম্।। ১৬৭।।

পূর্ব্বোক্ত বচনে "অষ্টমীতে পশুঘাত কর্ত্তব্য" এইরূপ শব্দের প্রয়োগ থাকায় এবং "অষ্টমীতে রুধির মাংস, সুগন্ধি মহামাংস, বহু জাতীয় বলি এবং ভক্ষ্য দ্রব্য দ্বারা শিবাকে পূজা করিবে"। এই কালিকাপুরাণের বচন থাকায় "অষ্টমীতে বলিদান করিলে নিশ্চয় পুত্র নাশ হয়" এই দেবী পুরাণীয় বলিদাননিষেধক বচনকে সন্ধিপূজার বলিদান বিষয়ক বুঝিতে হইবে। কেননা এই সন্ধিপূজাটি অষ্টমী ও নবমী এই উভয় তিথিতে কর্ত্তব্য হওয়ায় নবমীক্ষণেই অনায়াসে বলিদানের অবসর হইতে পারে। সন্ধিপূজাবিষয়ক কালিকাপুরাণের আর একটী বচন আছে, যথা "হে পুত্র! অষ্টমী ও নবমীর সন্ধি স্থলে আমার তৃতীয় পূজা কথিত হইয়াছে ঐ সময় যোগিনীগণের সহিত আমার পূজা করিবে"। জ্যোতিষেও বলা হইয়াছে "অষ্টমীর সন্ধি কালে সকল পরিজনের সহিত সাত্ত্বিক ভাবে পূজা করিবে।" কামরূপীয় নিবন্ধ এবং স্মৃতিসাগর নামক গ্রন্থেও এই পূজার কথা আছে যথা "অষ্টমীর শেষ দণ্ড ও নবমীর প্রথম দণ্ড, ইহাতে যে পূজা উহা মহাফল প্রদান করে।" মৎস্য সূক্তেও বলা হইয়াছে "অষ্টমী ও নবমীর সম্মিলন রাত্রি কালে দিবাপেক্ষা বিশেষ ফলদায়ক। উহা অর্দ্ধ রাত্রে ঘটিলে পূজার দশগুণ ফল হয় এবং সায়ং কালে ঘটিলে দ্বিগুণ ফল হয়" বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরীয় গ্রন্থের আশ্বিন মাসের প্রকরণে নবমী যুক্তা অষ্টমী এবং অষ্টমী যুক্তা নবমী অর্দ্ধ নারীশ্বর স্বরূপা। এই জন্য উহাকে উমামাহেশ্বরী বলা হইয়াছে এইরূপ যে একটি বচন লিখিত হইয়াছে উহাকে এই সন্ধিপূজাবিষয়ক বুঝিতে হইবে, মহানবমীপূজাবিষয়ক নহে। কেননা মহানবমী পূজা অষ্টমীর উপবাসের পরদিনই কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হওয়ায় সপ্তমীপূজার ন্যায় উহাতেও যুগ্মের আদর করা হয় নাই। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই কথা বলা হইয়াছে যথা 'ভদ্রকালীকে পটে আরোপিত করিয়া অনন্তর দ্বিজ প্রযত হইয়া আশ্বিন মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে সেই স্থানে পূজা করিবে।" এই কথা বলিয়া পূর্ব্বদিন উপবাসী থাকিয়া ঐ অষ্টমীর পরদিনেও পুনর্ব্বার তাঁহাকে পূজা করিবে। ঐ বচনে যে 'সেই স্থানে' বলা হইয়াছে উহার অর্থ পূজার্থ কল্পিত গৃহ। এবং বচনস্থিত পাঠ শব্দ দ্বারা পূজার আধার মাত্রই বুঝিতে হইবে। ১৬৭।।

কৃত্যতত্ত্বার্ণবে রাজমার্ত্তণ্ডঃ,

"মূলেন প্রতিপূজয়েদ্ভগবতীং চণ্ডীং প্রচণ্ডাকৃতিম্
অষ্টম্যামুপবাসসংযতধিয়া ভক্ত্যা সমারাধ্য চ।
নানাপাশুকমজ্জমাংসে রুধিরৈঃ কৃত্বা নবম্যাং বলিং
নক্ষত্রং শ্রবণং তিথিঞ্চ দশমীং সম্প্রাপ্য সম্প্রেষয়েৎ।।"

ধিয়েত্যত্র তয়েতি কাত্যায়নীয়ে পাঠঃ। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ্যাং,

"মূলং প্রাপ্য প্রথমচরণেঽভ্যর্চ্চনং চণ্ডিকায়াঃ
কৃত্বাষ্টম্যামশনরহিতস্ত্যক্তনিদ্রশ্চ পূজাম্।
প্রাতঃকালে পশুবলিবিধিঃ স্নানদানং নবম্যাং
নির্ম্মাল্যঞ্চ শ্রবণদশমীং প্রাপ্য কর্কেষু জহ্যাৎ।।"

নন্দিকেশ্বরপুরাণে,

"ভগবত্যাঃ প্রবেশাদিবিসর্গান্তাশ্চ যাঃ ক্রিয়াঃ।
তিথাবুদয়গামিন্যাং সর্ব্বাস্তাঃ কারয়েদ্বুধ।।"

তথা চক্রনারায়ণ্যাং ক্রিয়াযোগোপসংবাদে চ,

"শরৎকালে মহাপূজা ক্রিয়তে যা চ বার্ষিকী।
সা কার্য্যোদয়গামিন্যাং ন তত্র তিথিযুগ্মতা।।"

এতদ্বচনং দুর্গাভক্তিপ্রকাশে পুরাণীয়মিতি কৃত্বা লিখিতম্।

অত্রোদয়কালীনঘটিকামাত্রতিথৌ সম্যক্ পূজাসামর্থ্যে কালিকাপুরাণং,

"সম্যক্ শাস্ত্রোদিতাং পূজাং যদি কর্ত্তুং ন শক্যতে।
উপচারাংস্তথা দাতুং পঞ্চৈতান্ বিতরেত্তদা।।
গন্ধং পুষ্পঞ্চ ধূপঞ্চ দীপং নৈবেদ্যমেব চ।
অভাবে পুষ্পতোয়াভ্যাং তদভাবে তু ভক্তিতঃ।
সংক্ষেপপূজা কথিতা তথা বস্ত্রাদিকং পুনঃ।।"

নবম্যাং বলেসাবশ্যকত্বাদ্বলির্দাতব্য ইতি। দাক্ষিণাত্যকালনির্ণয়ধৃতভবিষ্যোত্তরীয়ম্। অষ্টমীনবমীপূজাদিনভেদায় প্রাতঃ প্রাতরিতি বীপ্সাশ্রুতেঃ যথা,

"প্রাতরাবাহয়েদ্দেবীং প্রাতরেব প্রবেশয়েৎ।
প্রাতঃ প্রাতশ্চ সম্পূজ্য প্রাতরেব বিসর্জ্জয়েৎ।।" ১৬৮।।

কৃত্যতত্ত্বার্ণব গ্রন্থে রাজমার্ত্তণ্ড হইতে একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে 'মূল' নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথিতে প্রচণ্ডাকৃতি ভগবতী চণ্ডিকাকে পূজা করিবে, ঐ দিন উপবাস ও চিত্তসংযম সহকারে ভক্তিপূর্ব্বক আরাধনা করিয়া নবমীতে নানাবিধ পশুর মজ্জা, মাংস ও রুধির দ্বারা বলিদান করিয়া শ্রবণানক্ষত্র ও দশমী তিথি লাভ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে।" উক্ত বচনস্থিত "ধিয়া" এই পাঠ স্থলে কাত্যায়নীয় গ্রন্থে "তয়া" এইরূপ পাঠ আছে। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে "মূলানক্ষত্রের প্রথম পাদে চণ্ডিকার অর্চ্চনা করিবে। অষ্টমীতে ভোজন ও নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক পূজা করিয়া নবমীর প্রাতঃকালে স্নান, দান ও পশু বলি কর্ত্তব্য। শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দশমীতে কন্যালগ্নে নির্ম্মাল্য বিসর্জ্জন করিবে" নন্দিকেশ্বরপুরাণে বলা হইয়াছে "ভগবতীর প্রবেশ হইতে বিসর্জ্জন পর্য্যন্ত যে সকল ক্রিয়ার বিধান করা হইল, পণ্ডিত ব্যক্তি ঐ সকল কার্য্যই সূর্য্যোদয়কালব্যাপিনী তিথিতেই করিবে।" চক্রনারায়ণী এবং ক্রিয়াযোগোপসংবাদ নামক গ্রন্থেও ঐ কথা বলা হইয়াছে যথা 'শরৎকালে প্রতিবৎসর কর্ত্তব্য বিহিত যে মহাপূজা করা হয়, উহা উদয়গামিনী তিথিতেই কর্ত্তব্য। উহাতে তিথিবিষয়ক যুগ্মঘটিত বিধির আদরের আবশ্যকতা নাই।" দুর্গাভক্তিপ্রকাশ নামক গ্রন্থে এই বচনটীকে পুরাণীয় বলিয়া লেখা হইয়াছে। উদয়কালব্যাপিনী ঘটিকা মাত্র তিথিতে সম্যক্ প্রকার পূজা যদি না ঘটিয়া উঠে সেরূপ স্থলে কালিকাপুরাণ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন 'শাস্ত্রে যেরূপ পূজা বিহিত হইয়াছে তাহা যদি সম্যক্ প্রকার করিয়া উঠিতে না পারা যায় এবং সকল প্রকার উপচার দান না করা যায়, তবে বক্ষ্যমাণ পাঁচটি উপচার দান করিবে। গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ এবং নৈবেদ্য এই পাঁচটী উপচার দিবার সময় না পাওয়া যাইলে পুষ্প এবং জল দ্বারাই পূজা করিবে। তদভাবে কেবল ভক্তি সহকারেই পূজা করিবে। সময়ের মধ্যে এইরূপ সংক্ষেপ পূজা করিয়া পুনর্ব্বার বস্ত্রাদি দ্বারা পূজা করিবে।" নবমীতে বলির আবশ্যকতা বিহিত হওয়ায় ঐ দিন বলিদান করা কর্ত্তব্য। দক্ষিণাত্য কালনির্ণয়নামক গ্রন্থে, ভবিষ্যোত্তরীয় হইতে একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে যাহাতে অষ্টমী এবং নবমীপূজা যে বিভিন্ন দিনে করিতে হইবে তাহা বোধ করাইবার নিমিত্ত প্রাতঃশব্দ বারংবার উক্ত হইয়াছে। সেই বচনটী এইরূপ "প্রাতঃকালে দেবীকে আবাহন করিবে, প্রাতঃকালে গৃহে প্রবেশ করাইবে এবং প্রতিদিন প্রাতঃকালে পূজা করিয়া প্রাতঃকালে বিসর্জ্জন করিবে।" ১৬৮।।

এতানি সপ্তম্যাদিকল্পবিধায়কানি। অত্র প্রাতঃপদং পূর্ব্বাহ্নপরম্, 'পূর্ব্বাহ্নে নবপত্রিকা শুভকরী'ত্যাদিপ্রাগুক্তৈকবাক্যত্বাৎ। অতএব ব্যাসঃ,

"বেদার্থো যঃ স্বয়ং জ্ঞাতস্তত্রাজ্ঞানং ভবেদ্ যদি।

ঋষিভির্নিশ্চিতে তত্র কা শঙ্কা স্যান্মনীষিণাম্।।" তিথিক্ষয়াদেব ক্বচিন্ন তথা। যথা ভবিষ্যে,

"ব্রতী প্রপূজয়েদ্দেবীং সপ্তম্যাদিদিনত্রয়ে।
দ্বাভ্যাং চতুরহোভির্ব্বা হ্রাসবৃদ্ধিবশাত্তিথেঃ।।"

ন চাস্য

"অষ্টাহে বিসৃজেচ্ছক্রং তদর্দ্ধেন তু পার্ব্বতীম্।
ন্যূনাধিকং ন কর্ত্তব্যং রাজ্ঞো রাষ্ট্রধনক্ষয়াৎ।।"

ইতি লিঙ্গপুরাণীয়েন বিরোধ ইতি বাচ্যং, পূর্ব্ববচনে প্রপূজয়েদিত্যুক্তত্বাৎ পূজানুরোধেন ন্যূনাধিকদিনস্থিতিপ্রতিপাদনাৎ; পরবচনস্য তু বিসৃজেদিত্যুক্তত্বাৎ বিসর্জ্জন এব, ত্র্যহপূজনে কৃতেঽপি নবমীযুক্তদশম্যাং শ্রবণানুরোধেন ন্যূনত্বপ্রসক্তৌ যত্র বা নবমী ষষ্টিদণ্ডাত্মিকা তৎপরদিনে চ নবমী তৎপরদিনে দশমী তত্রোদয়ানুরোধেনাধিকত্বপ্রসক্তৌ চ নিষেধকত্বাৎ। ন তু সপ্তম্যাঃ ষষ্টিদণ্ডাত্মকত্বেন পরদিনে বৃদ্ধাবপি পূর্ব্বদিনে নিষেধকত্বম্।

"আদিত্যোদয়বেলায়া আরভ্য ষষ্টিনাড়িকাঃ।
তিথিস্তু সা হি শুদ্ধা স্যাৎ সার্ব্বতিথ্যো হ্যয়ং বিধিঃ।।"

ইতি কালমাধবীয়ধৃতনারদীয়াৎ। সা হি শুদ্ধা সৈব শুদ্ধা নান্যেত্যর্থঃ। অকর্ম্মণ্যাং তিথিমলমিত্যুক্তত্বাচ্চ। অতএব নক্ষত্রানুরোধোঽপি নাস্তি তস্য গুণফলত্বেন প্রধানানুযায়িত্বাৎ।। ১৬৯।।

উপরে যেসকল বচন উক্ত হইল উহারা সপ্তম্যাদি কল্পের বিধায়ক। উক্ত বচনে যে 'প্রাতঃ' এই কথাটী আছে উহার অর্থ পূর্ব্বাহ্ণে হইবে, কেননা তাহা হইলে "পূর্ব্বাহ্ণে নব-পত্রিকা শুভকরী ইত্যাদি বচনের সহিত একবাক্য হয়। এইজনাই ব্যাসদেব বলিয়াছেন "বেদের যেরূপ অর্থ আপনাআপনি হৃদয়ঙ্গম হয় তাহাতে যদি ভুল হয় হোলেই, মনীষিগণের কোন প্রকার শঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ ঋষিগণ ঐরূপ অর্থই নিশ্চয় করিয়াছেন।" পূর্ব্বে যে প্রাতঃকালে পূজার ব্যবস্থা করা হইল কখন কখন তিথির ক্ষয়নিবন্ধন উহার অন্যথাও হয়। যথা ভবিষ্যপুরাণে "ব্রতী সপ্তমী আদি দিনত্রয়ে দেবীর পূজা করিবে, কিন্তু তিথির হ্রাস বৃদ্ধি নিবন্ধন কখনও বা দুই দিন কখনও বা চারদিন পূজা করিবে।" কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, ভাল তুমি যে, ভবিষ্যপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া তিথির হ্রাস বা বৃদ্ধিনিবন্ধন কোন বার দুই দিন, কোনবার বা চারদিন পূজার" কথা বলিলে, ঐ বচনের সহিত "অষ্টাহে শক্রধ্বজের বিসর্জ্জন করিবে, আর তাহার অর্দ্ধ সময়ে অর্থাৎ চারি দিনের দিন পার্ব্বতীর বিসর্জ্জন করিবে, ইহার ন্যূনাধিক কম বেশী কখনই করিবেনা, ঐরূপ করিলে, রাজার রাষ্ট্র এবং ধনক্ষয় হইবে"। এই লিঙ্গপুরাণীয় বচনের সহিত বিরোধ হইল? ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন, "ন চ বাচ্যম্" একথা বলিওনা, কারণ পূর্ব্ব বচনে "প্রপূজয়েৎ" এই

কথাটি থাকায় পূজনের অনুরোধে দিনের ন্যূনাধিক্য করা যাইতে পারে, ইহাই বুঝিইতেছে, পরবচনে "বিসৃজেৎ" এই ক্রিয়া পদটি থাকায় বিসর্জ্জন কার্য্যেই এ কোন বৎসর তিন দিন পূজা করার পর তৃতীয় দিন অর্থাৎ নবমী পূজার দিন পূর্ব্বাহ্ণ মধ্যেই নবমীর পর শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত দশমীর লাভ হইলে ঐ দিনই শ্রবণার অনুরোধে বিসর্জ্জনের প্রাপ্তি হওয়াতে চারিদিনের ন্যূনতার প্রসক্তি হইয়াছিল বলিয়া কোন বৎসর নবমীপূজার দিন নবমী ষাটিদণ্ড হওয়ায় তাহার পর দিন কিছুক্ষণ নবমী থাকিয়া দশমী হইয়া পরদিনও ঐ দশমী কিছুক্ষণ অবধি স্থিত হইলে পর দিনের দশমী উদয়ব্যাপিনী বলিয়া উহাতেই বিসর্জ্জনের প্রাপ্তি হওয়ায় চারিদিনের অধিকত্বের প্রসক্তি হইয়াছিল বলিয়াই বিসর্জ্জন কার্য্যে চারিদিনের ন্যূনাধিক করিবেনা এইরূপ নিষেধ করা হইয়াছে। ঐ বচন দ্বারা কিছু পূর্ব্ব দিন সপ্তমী ষাট দণ্ড হইয়া পরদিন বৃদ্ধি পাইলে চারদিনের দিন বিসর্জ্জন দিবার অনুরোধে পূর্ব্ব দিন পূজার নিষেধ করা হইতেছে না। ঐরূপ স্থলে পূর্ব্বদিনই যে পূজা করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে কালমাধবীয় গ্রন্থে নারদীয় একটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা, "সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ যাই ট দণ্ড ব্যাপিনী তিথিই শুদ্ধা তিথি, সকল সম্বন্ধেই নিয়ম।" সেই তিথিই শুদ্ধা অর্থাৎ কার্য্যের উপযোগিনী, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বদিন তিথির যে খণ্ড ষাট দণ্ড ব্যাপিনী, সেই খণ্ডই শুদ্ধা, কার্য্যের উপযোগিনী, বৃদ্ধিনিবন্ধন পরদিনের সূর্য্যোদয়কাল-ব্যাপী তিথি খণ্ড কর্ম্মের উপযোগী নয়। ষাট দণ্ডের উপরান্ত বর্দ্ধিত তিথি খণ্ডকে তিথিমল বলা হয়, ঐ তিথিমল অকর্ম্মণ্য কর্ম্মের অযোগ্য শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। পর দিনের বর্দ্ধিত তিথিখণ্ড যখন কর্ম্মের অযোগ্যই হইল, তখন উহাতে পূজায় বিহিত নক্ষত্রের যোগ হইলেও তদনুরোধেও পরদিনে আর পূজা হইবে না। কারণ নক্ষত্র যোগ গুণ ফলের অর্থাৎ তারতম্যের বিধায়ক মাত্র, কাজেই উহা প্রধানের অনুযায়ী। পূজার তিথিই প্রধান, সেই তিথি যেদিন কর্ম্মযোগ্য হইবে সেই দিনই পূজা করিবে; নক্ষত্রের যোগ হউক, নাই হউক। কর্ম্মযোগ্য তিথিতে যদি নক্ষত্রের যোগ ঘটে, তবে বিশেষ ফল উৎপন্ন হয় মাত্র। শাস্ত্রের মর্ম্ম যখন এইরূপ তখন কর্ম্মের অযোগ্য তিথিখণ্ডে নক্ষত্রের যোগ ঘটিলে, সেই অকর্ম্মণ্য তিথিতে কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেই পারে না।

মন্তব্য।— প্রথমে ভবিষ্যপুরাণের বচনে বলা হইলে যে, সপ্তমী প্রভৃতি তিন দিনই পূজা করিবারই নিয়ম তবে পূজাকার্য্য বিঘিঘটিত হওয়ায় সংবৎসর ক্রমান্বয়ে তিনটি সৌর দিনে পূজার অবকাশ মিলিবার সম্ভাবনা থাকিলেও তিথির হ্রাস বা বৃদ্ধি অনুসারে কোন কোন বৎসর দুই দিনেই তিন তিথির পূজা হইতে পারে, চারদিনেও তিন তিথির পূজা হইতে পারে। ইহার উপর কেহ আপত্তি করিয়া ছিল যে, লিঙ্গপুরাণের বচনানুসারে চারদিনের দিনই বিসর্জ্জন করিতে হইবে, ইহার কম বেশী অর্থাৎ কখন তিন দিনে কখন বা পাঁচ দিনে বিসর্জ্জন করিতে পারা যাইবে না, এই রূপই বিধান হইতেছে। এক্ষণে দেখ তিথি হ্রাস অনুসারে যে বৎসর পূজার কাল দুই দিন মাত্র হইবে, সেই বৎসর তিন দিনের দিন বিসর্জ্জন দিতেই হইবে, এবং তিথির বৃদ্ধি অনুসারে যে বৎসর পূজার কাল চার দিন হইবে, সে বৎসর ও পাঁচ দিনের দিন বিসর্জ্জনের কাল হইতেছে, সুতরাং লিঙ্গপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটিতেছে, এই হইল আপত্তি, ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিতেছেন,

এরূপ অসঙ্গতি হইতেই পারেনা। তবেত ভবিষ্যপুরাণে পূজা করিবে এইরূপ বিধি থাকায় পূজারের গ্রহণ করা হইয়াছে, ঐ পূজার কাল যদি তিথির হ্রাস অনুসারে দুই দিন মাত্র পাওয়া যায়, দুই দিনের মধ্যেই পূজা করিতে হইবে; কাজেই তিন দিনের দিন বিসর্জন দিতে হইবে। ঐরূপ তিথির বৃদ্ধি অনুসারে যদি চারদিন পূজার কাল পাওয়া যায় তবে চারদিন পূজা করিয়া পাঁচ দিনের দিন বিসর্জন করিতে হইবে। তবে যে লিঙ্গপুরাণে চারিদিনের দিন বিসর্জন দিবে; উহার কম বেশী করিবে না, এইরূপ বলা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, লিঙ্গপুরাণে বিসর্জন করিবার বিধি থাকায় বিসর্জনই প্রধান, সুতরাং বিসর্জনের কাল, যদি কোন বৎসর ক্রমান্বয়ে তিন দিন পূজার পর ঐ তৃতীয় দিনে এবং তৎপর দিনে এই উভয় দিনেই প্রাপ্ত হয়, তাহলে তৃতীয় দিনে বিসর্জন না করিয়া চতুর্থ দিনেই বিসর্জন করিবে, ন্যূন দিনে বিসর্জন করিবে না। ঐরূপ ক্রমান্বয়ে তিন দিন পূজা করিবার পর বিসর্জনের কাল যদি চতুর্থ দিন এবং পঞ্চমদিন, এই উভয় দিনই তুল্যরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহলে পঞ্চমদিনে কখন বিসর্জন করিবে না, চারিদিনের দিনই বিসর্জন করিবে, অধিক দিনে বিসর্জন করিবে না এইমাত্র। পূজার কালের অনুরোধে বিসর্জনের দিন কম বা বেশী না করা লিঙ্গ পুরাণের অভিপ্রেত নহে। ১৬৯।।

ততশ্চ সপ্তমীপূজাবন্মহাষ্টম্যাদিকৃত্যমপি ষষ্টিদণ্ডাত্মিকায়ামেব ন তু পরদিবসীয়খণ্ডতিথৌ। কিন্তু পূর্ব্বোক্তসন্ধ্যানুরোধান্নিশাদাবিব খণ্ডতিথাবপি সন্ধিপূজেতি। এবঞ্চ যস্মিন্ দিনে মহাষ্টমীপূজা তস্মিন্ দিন এবোপবাসঃ ন তু সন্ধিপূজাদিনে অষ্টমীত্বেনোপবাসাবিধেঃ পূর্ব্বমুক্তত্বাৎ। অত্রৈব পুত্রবতো গৃহস্থস্য নিষেধঃ, যথা কালিকাপুরাণম্,

"উপবাসং মহাষ্টম্যাং পুত্রবান্ন সমাচরেৎ।"

অত্রেদং পূজাঙ্গোপবাসাতিরিক্তপরম্, অন্যথা প্রধানস্যানির্ব্বাহাপত্তেরিতি কেচিৎ। তচ্চিন্ত্যং, "যথাতথৈব পূতাত্মা ব্রতী দেবীং প্রপূজয়েদি" ত্যুত্তরার্দ্ধেন পুত্রবত এব উপবাসেতরহবিষ্যাদিনা পূতাত্মনঃ পূজাবিধানাৎ। তথাচ মৎস্যসূক্তে,

"অথ বাশ্বযুজে শুক্লপক্ষমাসাদ্য নন্দিকাং।
সমারভ্য ততো দুর্গাং হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়" ইতি।

নন্দিকাং ষষ্ঠীং। জিতেন্দ্রিয়ো নিবৃত্তমৈথুনাদিঃ। অত্র পুত্রবতঃ পূজাঙ্গ মহাষ্টমীনিমিত্তকোপবাসনিষেধান্নাষ্টমীমাত্রনিমিত্তকোপবাসনিষেধ ইতি। সংবৎসরাদ্যাচরণমপি সাধু সঙ্গচ্ছতে। এবঞ্চ পূর্ণাষ্টম্যামষ্টমীপূজা। তৎপরদিনে অষ্টমীনবম্যোঃ সন্ধিপূজা, তৎপরদিনে নবমীপূজা প্রাগুক্তনন্দিকেশ্বরপুরাণাদ্যুক্তোদয়গামিতিথ্যনুরোধাৎ, তৎপরদিনে দশম্যাং বিসর্জ্জনং পূজানুরোধেনাধিকদিনলাভাৎ।

মহানবমীপূজাকল্পমাহ ভবিষ্যপুরাণং,

"লব্ধাভিষেকা বরদা শুক্লে চাশ্বযুজস্য চ।
তস্মাৎ সা তত্র সম্পূজ্যা নবম্যাং চণ্ডিকা বুধৈঃ।।" কেবলাষ্টমী কেবলনবমীকল্পাবাহ কালিকাপুরাণং,

"যস্ত্বেকস্যাং মহাষ্টম্যাং নবম্যাং বাথ সাধকঃ।
পূজয়েদ্বরদাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদামি"তি।

সর্ব্বত্র ঘটিকাব্যাপিনী তিথির্গ্রাহ্যা।

"ব্রতোপবাসস্নানাদৌ ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ।
তামেব তিথিমাশ্রিত্য কুর্য্যাৎ কর্ম্মাণ্যতন্দ্রিতঃ।।"

ইতি ব্যাসোক্তনিয়মশ্রুতেঃ।। ১৭০।।

অতএব সপ্তমীপূজা যেমন যে দিবস সপ্তমী ষাট দণ্ড স্থায়িনী হইবে, সেই দিনই কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত, মহাষ্টমী প্রভৃতির কার্য্য ঐরূপ মহাষ্টমী প্রভৃতি যে দিবস ষাটদণ্ড পাইবে, সেই দিনই করিবে, তৎপরদিনবর্ত্তী খণ্ড তিথিতে করিবে না। কিন্তু পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিস্থলেই সন্ধিপূজা কর্ত্তব্য হওয়ায়, তথাবিধ সন্ধি নিশার আদিতে ঘটিলে সেই সময়েই যেমন সন্ধিপূজা কর্ত্তব্য, সেইরূপ ব্যবস্থানুসারে পরদিনস্থ খণ্ড তিথিতেই সন্ধিপূজা কর্ত্তব্য। এবং যে দিনে মহাষ্টমী পূজা হইবে, সেই দিনই উপবাস করিতে হইবে, সন্ধিপূজার অনুরোধে পর দিন উপবাস করিবে না, কারণ অষ্টমীতেই যে উপবাস বিহিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ উপবাস পুত্রবান্ গৃহস্থের পক্ষে নিষিদ্ধ। যথা কালিকাপুরাণে "পুত্রবান্ মনুষ্য মহাষ্টমীতে উপবাস করিবে না।" কেহ বলিয়াছিল, এই যে, উপবাসের নিষেধ করা হইল, উহা দ্বারা পূজার অঙ্গীভূত উপবাসের অতিরিক্ত উপবাস যে নিষিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ পুত্রবান্ গৃহস্থ যদি অষ্টমীতে দেবীর পূজা করে, তবেই তাহাকে উপবাস করিতে হইবে, পূজা না করিলে উপবাস করিতে হইবে না, অন্যথা এইরূপ না বলিলে প্রধান কার্য্যে যে পূজা, তাহা উপবাসরূপ অঙ্গের হানিবশতঃ অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপ মত কেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন, স্মার্ত্ত বলিতেছেন, "তচ্চিন্ত্যং" ভেবেচিন্তে এ মতে সায় দেওয়া উচিত নয়, অর্থাৎ এ মত গ্রাহ্য নয়, কারণ, ঐ কালিকাপুরাণের উক্ত বচনেরই শেষভাগে বলা হইয়াছে "পুত্রবান্ ব্রতী অঙ্গ যে কোন রূপে পূতাত্মা হইয়া দেবীকে পূজা করিবে"। এক্ষণে দেখ, ইহা দ্বারা উপবাস ভিন্ন হবিষ্যান্নাদি দ্বারা পূতাত্মা ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূজার বিধানই করা হইয়াছে। এবং মৎস্যসূক্তেও বলা হইয়াছে, "আশ্বিনমাসের শুক্ল পক্ষীয় ষষ্ঠী প্রাপ্ত হইয়া, ঐ দিন হইতেই হবিষ্যাশী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া দুর্গাদেবীর পূজা করিবে।" বচনে যে নন্দিকা শব্দ আছে, তাহার অর্থ ষষ্ঠী এবং জিতেন্দ্রিয় শব্দের অর্থ মিথুনাদি হইতে বিরত। এ স্থলে ইহাও বক্তব্য যে, পুত্রবানের পক্ষে মহাষ্টমী নিমিত্তক উপবাসের নিষেধ করা

হইলেও কেবল অষ্টমীনিমিত্তক উপবাসের নিষেধ করা হয় নাই, অর্থাৎ যদি কোন পুত্রবান্ এক বৎসর ধরিয়া শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে উপবাস করিব ইত্যাদি প্রকার অষ্টমীনিমিত্তক উপবাস ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার পক্ষে ঐ দিন উপবাসে নিষেধ করা হয় নাই। সুতরাং সংবৎসর ব্যাপিয়া শুক্ল পক্ষের অষ্টমীনিমিত্ত উপবাসে ব্রতচারণ বিহিত হইলে উভয় রূপে সঙ্গত হয়। আবার দেখ, পূর্ব্বে যে যে দিন তিথি ঘাট দণ্ড হইবে, সেই দিনই ঐ তিথিবিহিত পূজা করিবে, এইরূপ ব্যবস্থা উক্ত হওয়ায়, পূর্ব্বদিনে অর্থাৎ ষাটদণ্ডব্যাপিনী অষ্টমীতে অষ্টমী পূজা করিয়া তৎপরদিনে অষ্টমী নবমীর সন্ধি হলে সন্ধি পূজা, এবং তৎপরদিনে নবমীপূজা হইবে, কেননা পূর্ব্বোক্ত নন্দিকেশ্বর পুরাণাদিতে উক্ত উদয়গামীতিথিতে পূজাদি বিহিত হইয়াছে, এবং তৎপরদিনে বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপ হলে যে বিসর্জ্জনে একদিন বাড়িতেছে, উহা পূজার অনুরোধেই বাড়িতেছে, বিসর্জ্জনের অনুরোধ নহে।

ভবিষ্যপুরাণে মহানবমীকল্পে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। "বরদা দেবী আশ্বিনমাসের শুক্ল পক্ষের নবমীতে অভিষেক লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য সেই নবমীতে বধূগণ তাঁহার পূজা করিবে।" কালিকাপুরাণে কেবল অষ্টমীকল্প এবং কেবল নবমীকল্পও উক্ত হইয়াছে, যথা—"যে সাধক মহাষ্টমীই হৌক অথবা মহানবমীই হৌক, একদিন মাত্র সর্ব্বাভিলষিত ফলদায়িনী বরদা দেবীকে পূজা করে।" ইত্যাদি সকল পূজাতেই তিথি অন্ততঃ এক মুহূর্ত্তব্যাপিনী হওয়া আবশ্যক, এক মুহূর্ত্তের কম সময়ব্যাপিনী তিথিতে আর পূজা হইবে না। কারণ, ব্যাসদেব একটি নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন "ব্রত উপবাস, এবং স্নানাদি কার্য্যে তিথি যে দিন কর্ম্মযোগ্য কালে মুহূর্ত্তন্যূনকাল ব্যাপিনী হইবে তিথির সেই খণ্ডকেই আশ্রয় করিয়া সাবধানতার সহিত কর্ম্মসকল করিবে। ১৭০।।

এবঞ্চ ঘটিকোনদশম্যামপরাজিতাপূজানর্হত্বাত্তৎপূজনং পূর্ব্বদিনে। অতএব তৎপরমেবেদম্,

"আশ্বিনে শুক্লপক্ষস্য দশম্যাং পূজয়েত্তথা।
একাদশ্যাং ন কুর্ব্বীত পূজনঞ্চাপরাজিতম্।।"

ইতি শিবরহস্যোক্তৈকাদশীযুক্তদশমীনিষেধকবচনং। ততশ্চ তৎপূর্ব্বকৃত্যং দেবীবিসর্জ্জনমপি তদৈব, তদন্তাপকর্ষন্যায়াৎ। বাচস্পতিমিশ্রোঽপ্যেবম্। অত্র ঘটিকাপদং মুহূর্ত্তপরং,

"ঘটিকৈকা ত্বমাবস্যা প্রতিপৎসু ন চেত্তদা।
সর্ব্বং তদাসুরং দানং দৈবে কর্ম্মণি চোদিতং।।
মুহূর্ত্তেনাপ্যমাবস্যা প্রতিপৎসু যদা ভবেৎ।
তদ্দানমুত্তমং দৈবং শেষং পূর্ব্বং হি পূর্ব্ববৎ।।"

ইতি রাজমার্ত্তণ্ডধৃতজাবালবচনয়োর্ঘটিকামুহূর্ত্তয়োরেকার্থত্বাৎ। শেষং তিথ্যন্তরং, পূর্ব্বং পূর্ব্বোক্তং, ঘটিকান্যূনং পূর্ব্ববদাসুরং ঘটিকাদ্যুক্তোত্তমম্।।১৭১।।

যদি এইরূপই ব্যবস্থা হইল যে, তিথি এক ঘটিকার ন্যূনকাল-ব্যাপি না হইলে, তাহাতে সেই তিথি বিহিত পূজা হইবে না, তাহলে পরদিন দশমী এক ঘটিকার ন্যূনকাল-ব্যাপিনী হইলে, উহাতে অপরাজিতা পূজা হইতে পারে না বলিয়া পূর্ব্বদিনই অপরাজিতা পূজা করিবে। অতএব এই যে, "ব্রত উপবাসাদি কার্য্যে মুহূর্ত্তের অন্যূনকাল-ব্যাপিনী তিথির গ্রাহ্যতাবিষয়ক বচন, উহার সেই অপরাজিতাপূজারূপ প্রধান কর্ম্মেই, প্রবৃত্তি হইবে, বিসর্জ্জনাদি উদীচ্য কর্ম্মে নহে।

পূর্ব্বাভাশ।—কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, অপরাজিতাপূজা বিসর্জ্জনের পর কর্ত্তব্য কর্ম্ম, উহার জন্য ত আর তিথিবিশেষের বিধান হয় নাই, পরদিনই বিসর্জ্জনের পর অপরাজিতা পূজা করুক না কেন? উহার উত্তরে দশমীতেই যে, অপরাজিতাপূজা করিতে হইবে, একাদশীতে করিবে না তদ্বিষয় প্রমাণ দেখাইতেছেন।

অনুবাদ—"আশ্বিনমাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীতেই অপরাজিতা পূজা করিবে। একাদশীতে অপরাজিতা পূজা করিবে না। শিবরহস্যোক্ত বচন দ্বারা দশমীযুক্ত একাদশীতে অপরাজিতাপূজার নিষেধ করা হইয়াছে। অতএব অপরাজিতা পূজা যদি পূর্ব্বদিন কর্ত্তব্য স্থির হইল, তাহালেই ঐ অপরাজিতা পূজার পূর্ব্ব ন্যায় না যুক্তি আছে, অন্তে অর্থাৎ শেষে কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুরোধে তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্মের অপকর্ষ অর্থাৎ স্বকালের পূর্ব্বকালে অনুষ্ঠান করা হইয়া থাকে। পূর্ব্বকর্ত্তব্য কর্ম্ম অগ্রে না করিয়া, পরকর্ত্তব্য কর্ম্মের কাল অগ্রে প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া পর কর্ম্মটি অগ্রে করিলে ক্রমভঙ্গদোষ হয়, কাজেই পর কর্ম্মের অনুরোধে পূর্ব্বটিরও অপকর্ষ অর্থাৎ স্বকালের পূর্ব্বকালে অনুষ্ঠান আবশ্যক হইয়া পড়ে। এই জন্য পরদিন, বিসর্জ্জনের কাল থাকিলেও বিসর্জ্জনের পরে কর্ত্তব্য অপরাজিতাপূজার কাল না থাকাতে অপরাজিতাপূজার অনুরোধে পূর্ব্বদিন বিসর্জ্জন করিতে হইবে। বাচস্পতিমিশ্রও এই কথা বলেন।

মন্তব্য,—দেবীবিসর্জ্জনে লইয়া আমাদের জ্ঞানে বঙ্গদেশে পণ্ডিতগণের মধ্যে দুইবার তুমুল মতভেদ দৃষ্ট হইয়াছে, একবার আমাদের বালককালে, আর একবার ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে। ঘটনা এক প্রকারই হইয়াছিল, তিথির ক্ষয়বশতঃ বিজয়া-দশমীর দিন দশমী মুহূর্ত্তের ন্যূনকালব্যাপিনী হইয়াছিল। একবার পূজ্যপাদ পিতৃদেব ভট্টপল্লীর প্রধানতম স্মার্ত্ত মধুসূদন জ্যোতীরত্ন মহাশয় স্মার্ত্তের গ্রন্থ নিপুণভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া ঐ দিন মুহূর্ত্তের ন্যূনকালব্যাপিনী দশমীতেও বিসর্জ্জন করিতে হইবে, এইরূপ মত প্রথম উদ্ভাবন করেন এবং অনেক পণ্ডিতসভায় উপস্থিত হইয়াও স্বমত অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেবল বিচারে তিনি অনেক সভায় জয়লাভ করিয়াছিলেন এমন নহে, কালীঘাটের কালীদেবীর নির্ম্মাল্যরাশির মধ্যে "পূর্ব্বদিন বিসর্জ্জন" এবং "পরদিন বিসর্জ্জন" এই দুই বাক্যে অঙ্কিত দুইখানি বিল্বপত্র রাখিয়া একটি পঞ্চমবর্ষীয় কুমারীর চোখ বাঁধিয়া উহার একখানি বিল্বপত্র উঠাইতে বলিলে সে "পরদিন বিসর্জ্জন" অঙ্কিত বিল্বপত্রখানিই উদ্ধৃত

হবে, সুতরাং সৈন্ধেত ও তাহারই জয় হয়। এই জন্য অনেকেই সে বৎসর পরদিন বিসর্জ্জনের পক্ষপাতী হন। ইতিপূর্ব্বে সংস্কৃত কলেজের স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মহামহোপাধ্যায় শ্রীমদ্ প্রমথনাথ তর্কভূষণ এবং ভট্টপল্লীর পণ্ডিতকুলের ভূষণস্বরূপ বঙ্গবাসীর শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যের সম্পাদক স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় শ্রীমান্ পঞ্চানন তর্করত্ন এই দুই পণ্ডিতপ্রবর পিতৃদেবের প্রদর্শিত যুক্তির সহিত নিজেদের উদ্ভাবিত আরও কতকগুলি শাস্ত্রীয় সুযুক্তির সন্নিবেশ করিয়া পরদিন বিসর্জ্জনপক্ষে প্রবৃত্ত হন এবং পাণ্ডিত্যের সহিত বিচার করিয়া অনেক পণ্ডিত সভায় জয়লাভ করেন। তবে এখন পণ্ডিতগণ নাকি কোন বিষয় মীমাংসা করিয়া একমত হইতে ইচ্ছুক নন, তিনি যে মত একবার মুখ দিয়া বাহির করিবেন, তিনি সে মতটি আর পরিত্যাগ করিবেন না, কাজেই তাঁহারা বিচারে জয়ী হইলেও মতভেদ তিরোহিত হইল না। ভবিষ্যতেও এইরূপই হইবে। আমরা অন্য স্মার্তগ্রন্থের বঙ্গভাষায় ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত, সুতরাং এ সম্বন্ধে স্মার্ত্তের লিখনভঙ্গীতে স্মার্ত্তের কিরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাও নিরপেক্ষ হইয়া প্রকাশ করিতে বাধ্য এবং তাহাতে অনেক বিজ্ঞ বিজ্ঞবর্গ পরমুখাপেক্ষী না হইয়া স্মার্ত্তমত স্বয়ং হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন, এইরূপ আশান্বিত; এই জন্য আমরা স্মার্ত্তের মতটি একটু খুলিয়া প্রকাশ করিতেছি।

পূর্ব্বে উল্লিখিত ভবিষ্যপুরাণের বচন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে, তিথির ক্ষয় ও বৃদ্ধি নিবন্ধন যথাক্রমে দুই দিন ও চার দিন পূজা হইতে পারে। এবং লিঙ্গপুরাণের বচন দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, চারদিনের দিনই দেবীর বিসর্জ্জন করিবে, কম দিনেও করিবে না, বেশী দিনেও করিবে না। এই দুইটি বচন আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধরূপে প্রতীত হওয়ায় স্মার্ত্ত মীমাংসা করিলেন, পূজার অনুরোধে বিসর্জ্জনের দিন বাড়িতে বা কমিতে পারে অর্থাৎ তিথির বৃদ্ধিবশতঃ যদি চার দিন পূজা হয়, তবে ৫ দিনের দিন বিসর্জ্জন হইবে, এবং তিথির ক্ষয়বশতঃ যদি দুই দিন পূজা হয়, তাহলে তিন দিনের দিন বিসর্জ্জন হইবে। কিন্তু বিসর্জ্জনের অনুরোধে দিনের কম বা বেশী করা যাইতে পারিবে না। তাহার উদাহরণ দিলেন—যদি উপর্য্যুপরি তিন দিন পূজার পর তিথির ক্ষয়বশত তিনদিনের দিন অর্থাৎ নবমীপূজার দিনই পূর্ব্বাহ্নে দশমীর লাভ হয়, এবং তাহাতে শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ ঘটে অর্থাৎ বিসর্জ্জনের পক্ষে প্রশস্ত সময় ঘটে এবং পরদিনে কেবলমাত্র দশমী থাকে, তাহলে পূর্ব্বদিনের প্রশস্ত সময় ত্যাগ করিয়াও পরদিনের কেবল দশমীতেই বিসর্জ্জন করিবে, কেন না পূর্ব্বদিন বিসর্জ্জনের পক্ষে প্রশস্ত সময়ের অনুরোধে যদি বিসর্জ্জন করা হয়,তাহা হইলে, বিসর্জ্জনের অনুরোধে একদিন কমান হয়, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রায় নহে। এক্ষণে দেখ, পূর্ব্বোল্লিখিত বিধানস্থলে, পূজা উপর্য্যুপরি তিন দিনই হইয়াছিল সুতরাং এরূপ স্থলে পরদিন বিসর্জ্জনের প্রশস্ত সময় অর্থাৎ তিথি মুহূর্ত্তব্যাপিনী না হওয়ায়, উহাতে বিসর্জ্জনের কালই পায় নাই, সুতরাং তাহাতে বিসর্জ্জন হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরে আমরা স্মার্ত্তের পরের কথাগুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

ইহার পর স্মার্ত্ত মহাষ্টমী-মহানবমীকল্প ও পূজার উল্লেখ করিয়া বলিলেন এই সকল কার্য্যেই এক মুহূর্ত্তব্যাপিনী না হইলে তিথি গ্রাহ্য হইবে না। স্মার্ত্তের এইরূপ উক্তিতে বিসর্জ্জনী কার্য্যেও যে অন্ততঃ একমুহূর্ত্তব্যাপিনী তিথির আবশ্যকতা, এরূপ

ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু তাহার পর বাক্যের প্রতি প্রণিধান করিলে সে ভ্রম দূরীভূত হইবে। তাহার পরই স্মার্ত্ত বলিতেছেন 'এবঞ্চ অর্থাৎ পূজাকার্য্যের জন্য যদি একমুহূর্ত্তব্যাপিনী তিথির আবশ্যকতা স্থির হইল, তা হইলে, মুহূর্ত্ত-ন্যূনকালব্যাপিনী দশমীতে অপরাজিতাপূজা হইতে পারে না; এই জন্য পূর্ব্বদিন অর্থাৎ নবমী পূজার দিনই নবমীর পর দশমীতেই অপরাজিতাপূজা করিতে হইবে অতএব আমি যে পূর্ব্বে অন্ততঃ একমুহূর্ত্তব্যাপিনী তিথিতে কর্ম্মানুষ্ঠানবিধায়ক বচনটি উদ্ধৃত করিলাম, উহা অপরাজিতাপূজা যে,মুহূর্ত্ত-ন্যূনকালব্যাপিনী, দশমীতে হইতে পারিবে না, তাহারই প্রমাণ মাত্র; 'অতএব তৎপরামেবেদম্' এইরূপ লিখিয়াছেন, টীকাকার কাশীনাথ বাচস্পতি ঐ সংস্কৃত বাক্যের উপরি উল্লিখিত অর্থ করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন "ন বিসর্জ্জনা দিরূপাঙ্গ কর্ম্মপরত্বং" (১) বিসর্জ্জনাদি অঙ্গ কর্ম্মে তিথির অন্ততঃ মুহূর্ত্তব্যাপিনী হওয়ার আবশ্যকতা নাই, অর্থাৎ মুহূর্ত্তন্যূনব্যাপিনী তিথিতে বিসর্জ্জনাদি হইতে পারে, বিসর্জ্জনরূপ কার্য্য মুহূর্ত্তের ন্যূনকালব্যাপিনী তিথিতে হইতে পারে বটে, কিন্তু অপরাজিতাপূজা মুহূর্ত্তের ন্যূনকালব্যাপিনী দশমীতে হইতে পারে না, বিশেষতঃ একাদশীযুক্ত দশমীতে অপরাজিতা নিষিদ্ধ, ঐ অপরাজিতাপূজা আবার বিসর্জ্জনের পর কর্ত্তব্য। সুতরাং পরদিন কেবল বিসর্জ্জনের কাল থাকিলেও ঐ বিসর্জ্জনের পর কর্ত্তব্য অপরাজিতাপূজারকাল না থাকায়, অপাজিতাপূজার অনুরোধেই পূর্ব্বদিন বিসর্জ্জন করিবে। স্মার্ত্তের এই লিখনভঙ্গীতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে, যাহাদের বংশপরম্পরা অপরাজিতা পূজা আছে, তাহারা পরদিন মুহূর্ত্তন্যূনকালব্যাপিনী দশমীতে বিসর্জ্জন না করিয়া অপরাজিতাপূজার অনুরোধে পূর্ব্বদিন বিসর্জ্জন করিবে, কিন্তু যাহাদের অপরাজিতাপূজা নাই, তাহারা পরদিনই বিসর্জ্জন করিবে। যদি মুহূর্ত্তন্যূনব্যাপিনী দশমী কেবল বিসর্জ্জনের অযোগ্য হইত, তবে, সেই কথা সোজাসুজি লিখিলেই হইত, অপরাজিতাপূজার কথা তুলিয়া এত ঘটাটঙ্কারের আবশ্যকতা কি ছিল? স্মার্ত্তের কথাগুলি বিশদ করিয়া বুঝাইবার জন্য যে টুকু আবশ্যক তাহাই লিখিলাম, ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি স্মার্ত্তের অভিপ্রায় স্বয়ং বুঝিয়া কার্য্য করেন ইহাই আমাদের উদ্দেশ্য। যদি মুহূর্ত্তের ন্যূনকালব্যাপিনী দশমী কেবল বিসর্জ্জনের পক্ষে অনুপযোগিনী না হয়, তবে যাহাদের অপরাজিতাপূজা নাই, তাহাদের পরদিন বিসর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য, কেন না, তাহলে লিঙ্গপুরাণের বিসর্জ্জনের অনুরোধে দিনের হ্রাস-বৃদ্ধি করিবে না, এই বিধানও প্রতিপালন করা হয়, দুর্গার পূজা ও বিসর্জ্জন সাধারণত উদয়গামিনী তিথিতে কর্ত্তব্যতার বিধায়ক বচনেরও মান রাখা হয়।

অনুবাদ—ঘটিকা শব্দের অর্থ মুহূর্ত্ত; রাজমার্ত্তণ্ডধৃত বক্ষ্যমাণ জাবালের বচনদ্বয়ে ঘটিকা এবং মুহূর্ত্ত যে একার্থক শব্দ ইহাই দৃষ্ট হয়। যথা প্রতিপদের দিন অমাবস্যা যদি একঘটিকাব্যাপিনী না হয়, তাহা হইলে ঐ অমাবস্যাবিহিত দৈব কর্ম্মে যে উপচারাদি প্রদান করা হয়, তাহা "আসুর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এবং প্রতিপদের

কিন্তু যদি মুহূর্ত্তকালও অমাবস্যা থাকে তাহলে উহাতে কৃত দান উত্তম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অপর তিথি মুহূর্ত্তন্যূন হইলে তাহাতে দানও পূর্ব্ববৎ আসুর"। দেখ, এই দুইটি বচনে একবার মুহূর্ত্ত এবং একবার, ঘটিকা শব্দের প্রয়োগ থাকায় মুহূর্ত্ত ও ঘটিকা যে এক, তাহাই বুঝাইতেছে। মূল বচনে যে, 'শেষ' শব্দ আছে, তাহার অর্থ তিথ্যন্তর, পূর্ব্বোক্ত শব্দের অর্থ মুহূর্ত্তন্যূন, পূর্ব্ববৎ শব্দের অর্থ আসুর এবং মুহূর্ত্তব্যাপীতে উত্তম ।।১৭১।।

যদিও "[illegible]" ইহার অর্থ পরদিন বিসর্জ্জন নিষেধবিষয়ক এইরূপ করা হয়, তাহা হইলেও স্মার্ত্ত পরে "হস্তর্ক্ষে" এই হেতুর উপন্যাস করিয়া যে কথা বলিয়াছেন, তাহাতে অপরাহ্ণিকপূজার অনুরোধেই যে দেবীর বিসর্জ্জন করিতে হইবে তাহাই বুঝাইতেছে, কিন্তু যাহাদের অপরাহ্ণিকপূজা নাই, তাহাদের পরদিনে বিসর্জ্জনের যে কোন বাধা নাই, তাহাও বুঝাইতেছে। পরদিনের বিসর্জ্জনের পক্ষে হেমাদ্রির "উদয়ে দশমী কিঞ্চিৎ" ইত্যাদি বচন প্রমাণ স্বরূপ।

এবঞ্চ যদা হি তিথিক্ষয়বশাৎ ষষ্ঠীযুক্তসপ্তম্যাং পত্রীপ্রবেশনং নবমীযুক্তদশম্যাং বিসর্জ্জনং তদা চরলগ্নাপ্রাপ্তৌ পূর্ব্বাহ্ণে নবপত্রিকেত্যাদিভির্বিশেষতো বিহিতস্য দৈবকর্ম্মত্বেন শ্রুত্যুক্তস্য চ পূর্ব্বাহ্ণস্যাবাধায় বৃশ্চিক এব চরনবাংশে তদুভয়ং কার্য্যম্।

"চরলগ্নে চরাংশে বা দেব্যা নিয়তমানসঃ।
প্রতিসংবৎসরং কুর্য্যাৎ স্থাপনঞ্চ বিসর্জ্জনম্।।"

ইতি দেবীপুরাণাৎ।

"রাজ্ঞো বিনাশমিচ্ছেত্তু স্থিরলগ্নে শিবার্পিতা।।"

ইতি নিন্দা তু চরাংশেতরপরা চরলগ্নসম্ভবপরা বা। "অত্রাশক্ত্যা ধনুরাদৌ কার্য্যং প্রাগুক্তপত্রীপ্রবেশনমি"ত্যনেন রাত্রিপর্য্যুদাসাত্তদিতরত্বেন তস্যাপি প্রাপ্তেঃ। "মধ্যাহ্নে জনপীড়নক্ষয়করী"তি নিন্দাপি রাত্রীতরত্বেন রৌহিণপূর্ব্বকুতপপ্রভৃতিষু আপরাহ্ণিকশ্রাদ্ধসত্ত্বেঽপি রৌহিণন্তু ন লঙ্ঘয়েদিতিবদপ্রাশস্ত্যপরা। অষ্টম্যুপবাসফলন্তু দেবীপুরাণম্,

"একাদশীকোটিসহস্রতুল্যাং সিতাষ্টমী পর্ব্বতরাজপুত্র্যাঃ।
ততোঽপি শুক্লা গুণিতা শতেন পরাশরব্যাসবশিষ্ঠমুখ্যৈঃ।।"

কালমাধবীয়ে নিগমঃ,

"শুক্লপক্ষেঽষ্টমী চৈব শুক্লপক্ষে চতুর্দ্দশী।
পূর্ব্ববিদ্ধা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যা পরসংযুতা।।
উপবাসাদিকার্য্যেষু এষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।।"

স্কান্দে,

"অষ্টমী নবমীমিশ্রা কর্ত্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা।"

অত্র ভূতিমিতি শ্রবণাৎ পুত্রাদেস্তদন্তঃপাতাৎ পুত্রকামনয়াপ্যুপবাস-ব্যবহারঃ। ভবিষ্যে,

"শুক্লপক্ষে তথাষ্টম্যামুপবাসপরায়ণঃ।
মালতীকরবীরেণ বিল্বপত্রৈশ্চ পূজয়েৎ।।
দুর্গেতি নাম জপ্তব্যং পুরতোঽষ্টশতং নৃপ।
সর্ব্বমঙ্গলনামেতি জপ্তব্যং কিল ভারত।।" ১৭২।।

আর একটি কথা, যে বৎসর তিথির ক্ষয়বশতঃ ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতে পত্রীপ্রবেশ আবশ্যক হইবে, অর্থাৎ সপ্তমীপূজার দিন ষষ্ঠীর পর, সপ্তমী হইয়া সেই দিনই ঐ সপ্তমীর ক্ষয় হইয়া ত্র্যহস্পর্শ হইবে, সেই বৎসর কাজেকাজেই ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতেই পত্রী প্রবেশ করিতে হইবে, এইরূপ যে বৎসর তিথির ক্ষয়বশত বিজয়া দশমীর দিন ত্র্যহস্পর্শ হওয়াতে নবমীযুক্ত দশমীতেই বিসর্জ্জন করিতে হইবে, সেই বৎসর যদি পত্রীপ্রবেশ বা বিসর্জ্জনের সময় তুলাদি চরলগ্ন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে "পূর্ব্বাহ্ণে নব পত্রিকার প্রবেশ শুভকর" ইত্যাদি বচন দ্বারা বিশেষরূপে বিহিত, এবং "পূর্ব্বাহ্ণই দেব পূজার কাল" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা দেবকার্য্য মাত্রের প্রতি প্রশস্তরূপে উক্ত পূর্ব্বাহ্ণ না উত্তীর্ণ হইয়া যায়, এইদিকে দৃষ্টি রাখিয়া পূর্ব্বাহ্ণের মধ্যেই বৃশ্চিকের চররূপ নবাংশেতেই পত্রী প্রবেশ এবং বিসর্জ্জন এই উভয় কার্য্যই করিবে। কারণ দেবীপুরাণের একটি বচন দৃষ্ট হয় যথা "প্রতিবৎসর সংযতচিত্ত হইয়া চরলগ্নেই হৌক্ অথবা কোন লগ্নের চররূপ অংশেই হৌক দেবীর স্থাপন (পত্রীপ্রবেশ) এবং বিসর্জ্জন করিবে।" স্থির লগ্নে শিবা বিসর্জ্জিত হইয়া রাজার বিনাশ করেন" ইত্যাদি বচন দ্বারা যে, স্থিরলগ্নে বিসর্জ্জনের নিন্দা করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা স্থিরলগ্নের যে চরাংশ আছে, সেই চরাংশ ভিন্ন স্থিরলগ্নে বিসর্জ্জনের নিন্দা বুঝিতে হইবে, অথবা চরলগ্নে বিসর্জ্জন সম্ভব হইলে, তাহা ত্যাগ করিয়া যদি কেহ স্থিরলগ্নে বিসর্জ্জন করে, তৎপক্ষেই ঐ নিন্দা বুঝিতে হইবে। "চরলগ্নে বা চরাংশে বিসর্জ্জনে অসামর্থ্য ঘটিলে, ধনুরাদিতেও বিসর্জ্জন করিবে" এই বাক্য দ্বারা রাত্রির পর্য্যুদাস (বাদ) করায় রাত্রির ইতর মধ্যাহ্নাদির প্রাপ্তি হইতেছে। তবে যে, "মধ্যাহ্নে পত্রী প্রবিষ্ট হইয়া জনের পীড়ন এবং ক্ষয় করে," ইত্যাদি বচনে মধ্যাহ্নে পত্রীপ্রবেশের নিন্দা শুনা যায়, উহা দ্বারা মধ্যাহ্নাদি রাত্রি ভিন্ন হইলেও বিসর্জ্জনের পক্ষে যে, অপ্রশস্ত ইহাই বুঝিতে হইবে,— অর্থাৎ যেমন রৌহিণ, পূর্ব্বকুতপ প্রভৃতি আপরাহ্ণিক শ্রাদ্ধের কাল থাকিতেও "রৌহিণকে কিন্তু লঙ্ঘন করিবে না।" এই বচন দ্বারা রৌহিণের প্রাশস্ত্য কথনপূর্ব্বক কুতপাদির অপ্রাশস্ত্য জানান হইয়াছে, এ স্থলে মধ্যাহ্নাদির নিন্দা দ্বারা বিসর্জ্জনের পক্ষে উহাদের অপ্রাশস্ত্য জানান

হইয়াছে মাত্র। দেবীপুরাণে অষ্টমীতে উপবাসের ফল এইরূপ কথিত হইয়াছে। যথা— পর্ব্বতরাজপুত্রীর অভিমত (কৃষ্ণপক্ষীয়) অষ্টমী সহস্রকোটি একাদশীর তুল্য, আর শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী পরাশর, ব্যাস এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শতগুণে অধিক গণিত হইয়াছে" কালমাধবীয় নামক গ্রন্থে নিগম হইতে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, যথা—"শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী এবং শুক্লপক্ষীয় চতুর্দশী যে দিন পূর্ব্ব তিথির সহিত বিদ্ধ হইবে, সেই দিন ঐ তিথিবিহিত উপবাসাদি করিবে না, কিন্তু যেদিন উহারা আপনার আপনার পর তিথির সহিত সংযুক্ত হইবে, সেই দিনই উপবাসাদি করিবে" স্কন্দপুরাণেও দৃষ্ট হয় যে, "নবমীযুক্ত অষ্টমীতেই ভূতি অভিলাষে উপবাস করিবে" বচনে 'ভূতি' কথাটি সামান্যরূপে ব্যবহৃত হইলেও, পুত্রাদি ভূতির মধ্যেই গণিত হওয়ায়, পুত্রকামনায়ও উপবাসের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। ভবিষ্য পুরাণে বলা হইয়াছে, "এইরূপ শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীতেও উপবাসপরায়ণ হইয়া মালতী, করবীর এবং বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করিবে। হে নৃপ, দেবীর সম্মুখে 'দুর্গা' এই নাম এক শত আটবার জপ করিবে। হে ভারত! সর্ব্বমঙ্গলা নামেরও জপ করিবে। ১৭২।।

ননু অষ্টম্যুপবাসে মাংসেন পারণবিধানাৎ পিতৃমরণাদাবপি তৎ প্রসজ্যেত। যথা দেবীপুরাণং,

"অষ্টমীং সমুপোষ্যৈব নবম্যামপরেঽহনি।
মৎস্যমাংসোপহারেণ দদ্যান্নৈবেদ্যমুত্তমং।।"

তেনৈব বিধিনান্নন্তু স্বয়ং ভুঞ্জীত নান্যথা।" স্ত্রিয়াস্ত, "যে ত্বিহ বৈ পুরুষাঃ পুরুষমেধেন যজন্তে, যাশ্চ স্ত্রিয়ো নৃপশূন্ খাদন্তি, তাংশ্চ তাশ্চ তে পশব ইহ নিহতা যমসদনে যাতয়ন্তো রক্ষোগণাঃ সৌনিকা ইব সুধিতিনাবদায়াস্বক্ পিবন্তি।" ইতি শ্রীভাগবতপঞ্চমস্কন্ধগদ্যেন পশুমাংসভক্ষণনিন্দয়া ন তেন পারণং কিন্তু মৎস্যেন। সৌনিকাঃ প্রাণিবধনিযুক্তাঃ। সুধিতিনা পরশুনা। তেষাং গ্রাম্যারণ্যভেদমাহ পৈঠীনসিঃ, "গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দ্দশ গৌরবিরজোঽশ্বোঽশ্বতরো গর্দ্দভো মনুষ্যশ্চেতি সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ। মহিষবানরঋক্ষসরীসৃপরুরুপৃষতমৃগাশ্চেতি সপ্তারণ্যাঃ পশব" ইতি। অশ্বায়াং গর্দ্দভেন জাতোঽশ্বতরঃ। এবঞ্চ মনুষ্যস্যাপি পশুত্বাদধ্যয়নে গুরুশিষ্যয়োরন্তরা গমনেঽপ্যহোরাত্রমনধ্যায়ঃ।

"পশুমণ্ডূকনকুলশ্বাহিমার্জ্জারমূষিকৈঃ।
কৃতেঽন্তরে ত্বহোরাত্রং শক্রপাতে তথোচ্ছ্রয়ে।।"

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাৎ। তথানধ্যায়ঃ। উচ্ছ্রয়ে শক্রধ্বজস্যৈব। অনুজ্ঞয়া তু ন দোষঃ।

"নাগ্নিব্রাহ্মণয়োরন্তরা ব্যপেয়ান্নাগ্ন্যোর্ন ব্রাহ্মণয়োর্ন গুরুশিষ্যয়োরনুজ্ঞয়া তু ব্যপেয়াৎ।"

ইতি মদনপারিজাতধৃতবশিষ্ঠবচনাৎ। উচ্যতে,

"বিধিরত্যন্তমপ্রাপ্তৌ নিয়মঃ পাক্ষিকে সতি।
তত্র চান্যত্র চ প্রাপ্তৌ পরিসংখ্যেতি গীয়তে।।"

পাক্ষিকে রাগতঃ পক্ষতঃ প্রাপ্তৌ রাগাভাবাদপ্রাপ্তৌ তত্র প্রাপ্ত্যর্থো নিয়মবিধিঃ।

ন তু বৈধনিষেধেনাপ্রাপ্তেঽপি। প্রায়শ্চিত্তবিবেককৃতাং মতে তু, "মৎস্যাংস্তু কামতো জগ্ধা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেৎ।"

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যাদুক্তপ্রায়শ্চিত্তশ্রবণেন কামতো মাংসভক্ষণস্য নিষিদ্ধস্য

"প্রাণাত্যয়ে তথা শ্রাদ্ধে প্রোক্ষিতং দ্বিজকাম্যয়া।
দেবান্ পিতৄন্ সমভ্যর্চ্চ্য খাদন্ মাংসং ন দোষভাক্"।

ইতি তেনৈব প্রতিপ্রসূতস্য রবিবারাদৌ নিষেধ ইতি। সুতরামষ্টম্যুপবাসপারণেঽপি রবিবারাদৌ মাংসনিষেধঃ এবং মাংসাশনত্যাগকৃতনিয়মেন নিয়োগাদিষ্বপি মাংসং বর্জ্জনীয়মাহ প্রায়শ্চিত্তবিবেকে যমঃ,

"আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবত্যাঃ প্রোক্ষিতাঃ সর্ব্বশো মৃগাঃ।
অগস্ত্যেন পুরা রাজন্ মৃগয়া যেন পূজ্যতে।।"

"ভক্ষয়েৎ প্রোক্ষিতং মাংসং সকৃদ্ব্রাহ্মণকাম্যয়া।
দৈবে নিযুক্তঃ শ্রাদ্ধে বা নিয়মে তু বিবর্জ্জয়েৎ।।"

পূর্ব্বোক্তবচনস্য মৎস্যমাংসোপহারেণ নৈবেদ্যং দত্ত্বৈব ভোজনং কার্য্যং ন ত্বদত্ত্বেত্যর্থঃ। অন্যথা মূলভূতশ্রুতৌ বাক্যভেদঃ স্যাৎ। নৈবেদ্যাবশিষ্টমাংসাদেরাবৃত্ত্যাপত্তেশ্চেতি কেচিৎ। প্রোক্ষিতং যজ্ঞার্থং মন্ত্রৈঃ সংস্কৃতম্। আরণ্যানামিদানীন্তনপ্রোক্ষণাদ্যপেক্ষা নাস্তীতি। যথা মহাভারতে,

অত্র প্রমাণান্তরাপ্রাপ্তত্বেন পশুনা যজেত ইত্যত্র পশ্বেকত্ববদ্বিধেয়বিশেষণত্বেনারণ্যা ইত্যাদেঃ পুংস্ত্বং বিবক্ষিতম্। অতএব হরিবংশেঽপি,

"অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্যোনিগতেষ্বপি।"

ততশ্চ হরিণ্যাদীনামপ্রোক্ষিতত্বেনাভক্ষ্যত্বম্।। ১৭৩।।

কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, অষ্টমীর উপবাসে মাংসে দ্বারা পারণ করিবার বিধান থাকায়, মৃতপিতৃক ব্যক্তির পক্ষেও মাংসভোজনের প্রসক্তি হইতেছে। এ বিষয় দেবীপুরাণে বলা হইয়াছে, "অষ্টমীতে উপবাস করিয়া পরদিন নবমীতে মৎস্য-মাংসোপহারের সহিত উত্তম নৈবেদ্য দান করিবে। এবং নিজেও ঐরূপ বিধানে অন্ন ভোজন করিবে।" স্ত্রীলোকের পক্ষে কিন্তু—যে সকল পুরুষ ইহলোকে পুরুষমেধ যজ্ঞ করে, এবং যে সকল স্ত্রী পুরুষজাতীয় পশুমাংস ভক্ষণ করে, ইহলোকে নিহত সেই সকল পশু যমালয়ে রাক্ষস এবং পশুঘাতকের ন্যায় সেই সকল স্ত্রী ও পুরুষকে কুঠার দ্বারা আঘাত করে, এবং তাহাদের রক্ত পান করে।" শ্রীভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধীয় এই বাক্যে দ্বারা পশুমাংস ভোজনের নিন্দা থাকায়, মাংসে দ্বারা পারণ হইবে না; কিন্তু মৎস্য দ্বারা হইবে। মূল বচনে যে, সৌনিক পদটি আছে, তাহার অর্থ পশুঘাতে নিযুক্ত ব্যক্তি এবং সুধিতি শব্দের অর্থ পরশু। পৈঠীনসি পশুদিগকে গ্রাম্য এবং আরণ্যরূপে ভেদ করিয়াছেন। "গ্রাম্য এবং আরণ্যপশু মিলিয়া চতুর্দ্দশ প্রকার। তন্মধ্যে গো, মেষ, ছাগল, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ এবং মনুষ্য এই সাতটি গ্রাম্য পশু। মহিষ, বানর, ভালুক, সরীসৃপ (গোসাপাদি) রুরু (কৃষ্ণসার জাতীয়) এবং পৃষত (চিত্র মৃগ) ইহারাই সাতটি আরণ্য পশু"। ঘোটকীর গর্ভে গর্দ্দভের ঔরসে উৎপন্ন পশুবিশেষকে অশ্বতর বলা হয়। উক্ত বচনে মনুষ্যও পশুর মধ্যে পরিগণিত হওয়ায়, অধ্যয়নকালে গুরুশিষ্যের মধ্য দিয়া মনুষ্য গমন করিলে, অহোরাত্র একটা সম্পূর্ণ দিন পাঠ বাধ হইবে। কেন না, যাজ্ঞবল্ক্যের একটি বচন আছে, পশু, মন্ডুক, নকুল, কক্কুর, অহি (সর্প) বিড়াল, এবং ইন্দুর, ইহারা পাঠকালে গুরুশিষ্যের মধ্যে গমন করিলে, এবং শক্রের (শক্রধ্বজার) পতন ও উন্নতিতে একটা দিন রাত্রি "ঐরূপ করিবে" অর্থাৎ অনধ্যায় করিবে। উচ্ছ্রয় শব্দের অর্থ শক্রধ্বজেরই উন্নতিতে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি অনুজ্ঞাক্রমে গুরু ও শিষ্যের মধ্যে গমন করে, তাহা হইলে সেই গমন অধ্যয়নে ব্যাঘাত আদির দোষজনক হইবে না। এ বিষয় মদন পারিজাত নামক গ্রন্থে বশিষ্ঠের একটি বচন আছে যথা—"অগ্নি ও ব্রাহ্মণের মধ্যে গমন করিবে না, উভয় অগ্নি বা দুই ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া গমন করিবে না, কিন্তু অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া গুরু ও শিষ্যের মধ্যদিয়া গমন করিবে।" প্রথমে যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, অষ্টমীর উপবাসের পরদিন মাংসাদি দ্বারা পারণ বিধান করায় যাহারা সঙ্কল্প করিয়া মহষ্টমীর ব্রত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পিতৃমরণাদি ঘটিলেও মহাষ্টমীর উপবাস অপরিহার্য্য সুতরাং পরদিন মৎস্যমাংসাদি দ্বারা পারণ ত তথাবিধ অশৌচক কালও তাহাদের প্রসঙ্গাধীন অপিরহার্য্য হইয়া উঠে। "উচ্যতে" বলিয়া ঐ আশঙ্কার উত্তর করিতেছেন। "উচ্যতে" শব্দের অর্থ এবিষয় মীমাংসকগণ এই কথা বলেন "যাহা মনুষ্যের নৈসর্গিক কোন প্রকার ইচ্ছাবশতঃ অথবা শাস্ত্রবচন দ্বারা পূর্ব্বে কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই, এইরূপ কার্য্যের বিধান করার নাম বিধি। যে কার্য্য রাগ বা ইচ্ছাবশত কর্ত্তব্য এবং তদভাবে

অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল এইরূপ কার্য্যের অবশ্য কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদনের নাম নিয়ম। এবং যাহা রাগ বা ইচ্ছাবশতঃ প্রাপ্ত এবং শাস্ত্রনিয়ম বশতঃও প্রাপ্ত, তদ্বিষয় বিধানের নাম পরিসংখ্যা"। এই বচনে যে 'পাক্ষিক' এই কথাটি আছে, ইহা অর্থ রাগ বা ইচ্ছাবশতঃ বহু তদভাব নিবন্ধন অপ্রাপ্ত হওয়ায় তথাবিধ স্থলে (রাগাভাব স্থলে) তাহার কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদনকেই নিয়মবিধি বলা হয়। কিন্তু বৈধ নিষেধ বশতঃ যাহার অপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহার প্রাপ্তির জন্য নিয়ম করা হয় না। প্রায়শ্চিত্তবিবেককার বলেন "যথেচ্ছাক্রমে মৎস্য ভোজন করিলে তিন দিন উপবাসী হইয়া থাকিবে"। যাজ্ঞবল্ক্যাদিতে এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত শ্রবণ দ্বারা যথেচ্ছ মাংসভক্ষণ ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরে যদিও যাজ্ঞবল্ক্য "প্রাণের অত্যয় (বিনাশ) সম্ভাবনায় প্রাণ রক্ষার্থ শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণের ভোজনার্থ এবং ব্রহ্মণের কামনায় প্রোক্ষিত মাংস দেবতা ও পিতৃগণেকে নিবেদন করিয়া খাইলে দোষভাগী হয় না এই বচন দ্বারা স্থলবিশেষ উক্ত নিষেধের প্রতি প্রসব করিয়াছেন, তথাপি রবিবারাদিতে মাংসনিষেধ অপ্রতিষিদ্ধই রহিয়াছে, কাজেই অষ্টমীর উপবাসের পারণেরদিন রবিবার বা পিতৃমরণাদি অশৌচ হইলে মাংসভক্ষণ নিষিদ্ধ। নিয়মপূর্ব্বক মাংস ভোজন পরিত্যাগকারী ব্যক্তি শ্রাদ্ধাদিতে নিযুক্ত হইয়াও যে মাংস ভক্ষণ করিতে পারেন একথা শ্রাদ্ধবিবেকে ধৃত-যমের নিম্নলিখিত বচন দ্বারা পরিজ্ঞাত হইতেছে। সে বচনটী এই—"ব্রাহ্মণের অনুরোধে প্রোক্ষিত মাংস একবার মাত্র ভোজন করিতে পারে। দৈব কার্য্যে শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়াও মাংস ভোজন করিবে কিন্তু ব্যক্তির যদি মাংসভোজনত্যাগে নিয়ম থাকে, তাহলে ঐ মাংস ভোজন করিবে না। এক্ষণে দেখ, পূর্ব্বোক্ত দেবীপুরাণীয় বচনের দ্বারা যাহাদের পক্ষে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ বা যাহারা নিয়মপূর্ব্বক মাংসত্যাগী তাহদের পক্ষে যে মাংসভক্ষণের বিধান করা হইতেছে, তাহা নহে; কিন্তু বচনের "মৎস্য মাংসাহারের সহিত নৈবেদ্য দান করিয়াই ভোজন করিয়াই ভোজন কর্ত্তব্য তথাবিধ নৈবেদ্য দান না করিয়া নহে এইরূপই অর্থ। এইরূপ অর্থ না করিলে ইহার মূলীভূতশ্রুতিতে বাক্যভেদ অর্থাৎ মৎস্যমাংসাহারের সহিত নৈবেদ্য দান করিবে এবং মৎস্য মাংসোপহারের সহিত পারণ করিবে এইরূপ বাক্যদ্বয় সম্ভাবনা হইয়া উঠে। এবং নৈবেদ্যের অবশিষ্ট মাংসাদির আবৃত্তি ও অর্থাৎ নৈবেদ্যর অবশিষ্ট মাংসাদি দ্বারা পারণ করিবে এইরূপ একটা অধিক পাঠেরও কল্পনা করা আবশ্যক হইয়া উঠে, এই কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন। মূলে যে প্রোক্ষিত শব্দ আছে, উহার অর্থ যজ্ঞের নিমিত্ত মন্ত্র দ্বারা সংস্কৃত। মহাভারতে বলা হইয়াছে আরণ্যজীবনকে আর এক্ষণে প্রোক্ষণ করিবার আবশ্যকতা নাই। যথা "হে রাজন্ পূর্ব্বকালে মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক আরণ্য পশুসকল সকল দেবতার উদ্দেশে সর্ব্বপ্রকারে প্রোক্ষিত হইয়াছে, এই জন্য মৃগয়া আদৃত হইয়া থাকে"। এস্থলে একটি জ্ঞাতব্য কথা এই যে, যেমন, "পশুনা রুদ্রং যজেত" পশু দ্বারা রুদ্রকে পূজা করিবে ইহা একটি বিধি, কেন না পশু দ্বারা রুদ্রপূজার অন্য প্রমাণ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায়

নাই। এবং পশুতত্ত্বগত রুদ্রযাগই ইহার বিধেয়। এই বিধেয় পশুকরণত্ব একত্ব সংখ্যাকে আশ্রয় করায় একত্ব বিধির বিশেষণ হইয়াছে বলিয়া একটি পশুকেই রুদ্রযোগে আহত করিতে হইবে এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে। সেইরূপ 'আরণ্যাঃ সর্ব্বদৈবতাঃ এই বচনের দ্বারা আরণ্য পশুসকল অগস্ত্য কর্তৃক প্রোক্ষিত হওয়ায় নৃপগণ মৃগয়ার আদর করেন মৃগয়ার এইরূপ প্রাশস্ত্য বিজ্ঞাত হওয়ায় "অগস্ত্যপ্রোক্ষিত আরণ্য পশু বধ করিবে" এইরূপ একটি বিধির অবশ্যই কল্পনা করিতে হইবে, ঐ বিধির 'আরণ্য পশু বধ করাই হইল বিধেয়, সুতরাং আরণ্য এই কথাটি পূর্ব্ব দৃষ্টান্তানুসারে অরণ্যবাসী পশুকেই যে বধ করিতে হইবে এইরূপ অর্থেরই প্রতীতি হইতেছে। এইজন্যই হরিবংশে বলা হইয়াছে"। তির্য্যক যোনিতেও স্ত্রীকে অবধ্য বলা হইয়াছে। অতএব যদি ইহাই স্থির হইল অগস্ত্য কেবল পুরুষ পশুকেই প্রোক্ষিত করিয়াছেন, স্ত্রী পশুকে নহে, কাজেই হরিণী আদি অপ্রোক্ষিত বলিয়াই অভক্ষ্য।। ১৭৩।।

যত্তু ব্রহ্মপুরাণং,

"পশোস্তু মার্য্যমাণস্য মাংসং ন গ্রাহয়েৎ ক্বচিৎ।
পৃষ্ঠমাংসং গর্ভশয্যাং শুষ্কমাংসমথাপি বা।।" ইতি। গর্ভশয্যা জরায়ুঃ গর্ভশয্যানিষেধনং তৎ সরস্বত্যা মেধ্যাযাগে বোধ্যম্। ততস্তু,

"নিযুক্তস্তু যথান্যায়ং যো মাংসং নাত্তি মানবঃ।
স প্রেত্য পশুতাং যাতি সম্ভবানেকবিংশতিম্।।" ইতি মনুবচনং তৎকালীনানিষিদ্ধমাংসভূখিষয়ম্। প্রেত্যেত্যব্যয়ং পরলোক ইত্যর্থঃ। তথা চামরঃ "প্রেত্যামুত্র ভবান্তরে" ইতি। তথা চ মহাভারতে,

"রোগার্ত্তোঽভ্যর্থিতো বাপি যো মাংসং নাত্ত্যলোলুপঃ।
ফলং প্রাপ্নোত্যযত্নেন সোঽশ্বমেধশতস্য চ।।"

মাংসত্যাগোপদেশেঽপি তৎফলমাহ নন্দিকেশ্বরপুরাণং,

"যশ্চোপদেশং কুরুতে পরস্য তু মহাত্মনঃ।।
মাংসস্য বর্জ্জনফলং সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ।।"

অতো রবিবারাদৌ মৎস্যমাংসাশনং বিনাপি অষ্টম্যুপবাসপারণসিদ্ধিঃ। স্ম্যাম্লিষ্টেজ্যায়ামাবাহনং বিনৈব রবিবারে আমিষনিষেধো ভবিষ্যে,

"আমিষং রক্তশাকঞ্চ যো ভুঙ্‌ক্তে চ রবের্দ্দিনে।
সপ্তজন্ম ভবেৎ কুষ্ঠী দরিদ্রশ্চোপজায়তে।।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন একভক্তং রবের্দ্দিনে।
কুর্য্যান্নক্তং হবিষ্যং বা রোগযুক্তোঽন্যথা ভবেৎ।।"

স্মৃতিঃ।

"মাষমামিষমাংসঞ্চামসূরং নিম্বপত্রকম্।
ভক্ষয়েদ্ যো রবের্ব্বারে সপ্তজন্মন্যপুত্রকঃ।।"

স্ম্যাম্লিষ্টেজ্যাধিকরণঞ্চ। স্ফ্যস্য খড়্গাকারকাষ্ঠস্য ভক্তাশ্লেষনিমিত্তকে-জ্যায়ামিষ্টিত্বেন প্রকৃতিবদ্বিকৃতিরিত্যতিদেশেন দর্শাদ্যকপ্রকৃতিধর্ম্মাণাং প্রাপ্তৌ পূর্ব্বদিন-প্রাতঃকালীনং হবনীয়দেবতাবাহনমপি প্রাপ্তং তচ্চ তদানীং ন বিধীয়তে নৈমিত্তিকে নিমিত্তনিশ্চয়বতোঽধিকারিতয়া প্রকৃতে শ্বোভাবিভক্তাশ্লেষরূপ-নিমিত্তসংশয়েন প্রধানানধিকারিণোঽঙ্গানধিকারাৎ। তদুত্তরদিনে চ নিমিত্তনিশ্চয়ে তদধিকারসিদ্ধাবপি নাবাহনানুষ্ঠানম্ আবাহনস্য পূর্ব্বদিনপ্রাতঃকালনৈয়ত্যাদিতি ইজ্যায়া আবাহনং বিনৈবানুষ্ঠানমিতি। অথাত্র পূর্ব্বদিনপ্রাতঃকালনৈয়ত্যাদস্তু তথা প্রকৃতে তু যদ্যপি তথাত্বাভাবাদ্বৈষম্যং তথাপি যথা তদঙ্গবৈগুণ্যান্ন কর্ম্মবৈগুণ্যং তথাত্রাপি বচনান্তরনিষিদ্ধ-মাংসভোজনং পুরুষস্য তদঙ্গবৈগুণ্যান্ন তদঙ্গি বৈগুণ্যমিত্যবৈষম্যম্।

অধিকরণঞ্চ,

"বিষয়ো বিষয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরং। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্।।"

বিষয়ো বিচারার্হবাক্যং বিষয়োঽস্যায়মর্থো ন বেতি সংশয়ঃ। পূর্ব্বপক্ষঃ প্রকৃতার্থবিরোধিতর্কোপন্যাসঃ। উত্তরং সিদ্ধান্তানুকূলতর্কোপন্যাসঃ। নির্ণয়ো মহাবাক্যার্থতাৎপর্য্যনির্ণয়ঃ। এবং ক্রমেণ বিবেচনমত্রাধিক্রিয়তে ইত্যধিকরণমিতি। কালিকাপুরাণে,

"কন্যা সংস্থে রবাবীশে যা শুক্লা তিথিরষ্টমী।
তস্যাং রাত্রৌ পূজিতব্যা মহাবিভববিস্তরৈঃ।।" ১৭৪।।

ব্রহ্ম পুরাণে যে, দেখিতে পাওয়া যায়, "রোগাদি দ্বারা ম্রিয়মাণ অথবা বৃথা (অপ্রোক্ষিত) পশুর মাংস পৃষ্ঠমাংস গর্ভশয্যা এবং শুষ্কমাংস গ্রহণ করিবে না" এই বচনে যে গর্ভশয্যা কথাটি আছে তাহার অর্থ জরায়ু, এই যে গর্ভশয্যায় নিষেধ করা হইয়াছে, উহা সরস্বতীর উদ্দেশে মেধী দ্বারা যাগ বিহিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ই বুঝিতে হইবে। অতএব "যে ব্যক্তি যথাবিধি নিযুক্ত হইয়াও মাংস ভোজন না করে, সে পরলোকে একবিংশতি জন্ম পর্যন্ত পশুতা প্রাপ্ত হয়"। এই মনুবচনটিতে যাহার পক্ষে মাংস ভোজন নিষিদ্ধ হয় নাই এইরূপ ব্যক্তির বিষয়ই বুঝিতে হইবে। মূল বচনে

যে "প্রেত্য" শব্দ আছে উহা অব্যয়, উহার অর্থ পরলোক। অমরকোষে প্রেত্য অমুত্র এই দুইটী শব্দ পরলোকবাচীরূপে লিখিত হইয়াছে। আবার দেখ, রোগার্ত্ত ব্যক্তি অপর কর্ত্তৃক বাধিত হইয়াও যদি অলুব্ধ হইয়া মাংসভোজন না করে সে অনায়াসে শত অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। ইহা মহাভারতে কথিত হইয়াছে। নন্দিকেশ্বর পুরাণে মাংসত্যাগের উপদেশের ফলও কথিত হইয়াছে যথা "যে ব্যক্তি অপর মহাত্মাকে মাংসবর্জ্জনের ফল উপদেশ করে, সে অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়"। অতএব মহাষ্টমী উপবাসের পারণের দিন রবিবারাদি হইলে, মৎস্য মাংস ভোজন ব্যতিরেকেও পারণ সিদ্ধ হইবে। যেমন স্ফ্যাষ্টইজাতে আবাহনব্যতিরেকেও পূজাদি সিদ্ধ হয়। রবিবারে আমিষ ভক্ষণ ভবিষ্যপুরাণে নিষিদ্ধ হইয়াছে। যথা—' যে ব্যক্তি রবিবারে আমিষ এবং রক্তবর্ণ শাকভক্ষণ করে, সে সাত জন্ম ধরিয়া কুষ্ঠী এবং দরিদ্র হয়। অতএব রবিবারে সর্ব্বদা যত্নসহকারে একভক্ত অথবা নক্তব্রত করিবে অথবা হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে, তাহা না করিলে রোগযুক্ত হইবে।" স্মৃতিতেও বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি রবিবারে মাষকলাই আমিষ, মাংস মসুর এবং নিম্‌পাতা ভোজন করে, সে সাতজন্ম ধরিয়া অপুত্রক হয়। এক্ষণে স্ফ্যাশ্লিষ্ট ইজ্যার কথা বলা হইতেছে স্ফ্য শব্দের অর্থ যজ্ঞাকার কাষ্ঠ, উহার ভঙ্গের সহিত আশ্লেষনিমিত্তক যে যাগ করা হয়, তাহার নাম স্ফ্যাশ্লিষ্টেজ্যা ইহা দর্শযাগের একটি বিকৃতি, অতএব প্রকৃতির ন্যায় বিকৃতিরও অনুষ্ঠান করিব, এই অতিদেশবাক্য দ্বারা উহার প্রকৃতিভূতদর্শযাগের ধর্ম্মসমুদয়ের ইহাতে প্রাপ্তি হওয়ায় দর্শযাগের পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য হবনীয় দেবতার আবাহনও ইহার পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে কর্ত্তব্যরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু ঐ আবাহন পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে বিহিত হয় না। কারণ এইযাগটি তথাবিধ কাষ্ঠের ভঙ্গাশ্লেষরূপ নিমিত্ত উপস্থিত হইলেই কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, সুতরাং উহা একটি নৈমিত্তিক কর্ম্ম। এক্ষণে দেখ নিমিত্তের নিশ্চয় হইলেই নৈমিত্তিক কর্ম্মে তর্কতার অধিকার হইয়া থাকে; কিন্তু পরদিন ভাবী ভঙ্গাশ্লেষের পূর্ব্বদিনই সংশয় থাকায় প্রধানভূত স্ফ্যাশ্লিষ্টযাগেই যখন কর্ত্তার অধিকার উৎপন্ন হয় না, তখন তদঙ্গীভূত দেবতার আবাহনে অধিকারও হয় না। অন্যদিকে পরদিন ভঙ্গাশ্লেষরূপ নিমিত্তের নিশ্চয় হইলে উক্তযাগে এবং তদঙ্গীভূত আবাহনে কর্ত্তার অধিকার সিদ্ধ হইলেও কিন্তু আর আবাহন করা হয় না, কেননা আবাহন কার্য্যটি পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়াই বিহিত; সুতরাং পরদিন তাহার অনুষ্ঠান হইবে কিরূপে? কাজে কাজেই দেবতাবাহন ব্যতিরেকেই স্ফ্যাশ্লিষ্টযাগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। যদি বল, স্ফ্যাশ্লিষ্ট যাগের পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে দেবতাবাহনের অবশ্যকর্ত্তব্য নিশ্চয় থাকায় এবং তৎকালে উক্তযাগে অধিকারভাব বশতঃ আবাহন ব্যতিরেকেও যাগের অনুষ্ঠান সিদ্ধ হউক, প্রকৃত পারণ স্থলে তা ঠিক সেইরূপ হয় নাই, কারণ উহার পূর্ব্ব কর্ত্তব্যত্ব কিছুই নাই; কাজেই তোমার দৃষ্টান্তে বৈষম্য ঘটিল। ইহার উত্তরে আমি বলিব, আমার দৃষ্টান্তে ঠিক সর্ব্বপ্রকারের মিল না

হইলেও আংশিক মিল আছে। দেখ, স্ফ্যাশ্লিষ্টেজ্যাস্থলে যেরূপ অঙ্গের বৈগুণ্য নিবন্ধন কর্ম্মের বৈগুণ্য হয় না, পারণস্থলেও মৎস্য মাংস ভোজনরূপ অঙ্গের বৈগুণ্য ঘটিলে কর্ম্মের সিদ্ধি হইবে, ইহাই আমার দৃষ্টান্তের মুখ্য তাৎপর্য্য। আর দেখ, পর দিন আবাহন যেমন নিষিদ্ধ, 'সেইরূপ বচনান্তর দ্বারা রবিবারাদিতে মৎস্য ভোজনও নিষিদ্ধ, আবাহনরূপ অঙ্গের বৈগুণ্য নিবন্ধন যেমন অঙ্গীভূত আশ্লিষ্টযাগের বৈগুণ্য হয় না, সেইরূপ মাংসভোজন ব্যতীত পারণরূপ অঙ্গের বৈগুণ্য ঘটিলেও উহার অঙ্গীভূত উপবাস কর্ম্মের কোন বৈগুণ্য হইবে না। এইরূপে ধরিলে আর কোন বৈষম্যই থাকে না। এক্ষণে অধিকরণ কাহাকে বলে, তাহাই বুঝাইতেছেন। অধিকরণ শব্দের অর্থ—বিষয়, অবিষয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর, এবং নির্ণয় এই পাঁচটী অংশ মিলিয়া অধিকরণ হয়। ইহার মধ্যে প্রথম, বিষয় শব্দের অর্থ—বিচারযোগ্য বাক্য, যেমন দর্শযাগের অঙ্গিষ্ট যাগও করিবে।" এইরূপ বাক্য দ্বিতীয়, অবিষয় শব্দের অর্থ—উহার এইরূপ অর্থ কিনা এইরূপ সংশয়। যেমন পূর্ব্বদিন প্রাতঃকালে আবাহন করিবে কিনা? এইরূপ সংশয়। প্রকৃতার্থের সেই বিরোধি তর্কের উপন্যাসের নাম পূর্ব্বপক্ষ, যেমন—যাহা যাহা যাগ নামে প্রসিদ্ধ, তাহারা সকল অঙ্গবান অর্থাৎ যাগগুলির সমুদয় অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধান্তের অনুকূল তর্কের উপন্যাসের নাম উত্তর, যেমন— "যে ব্যক্তি লিখিত ভূতকর্ম্মে নিশ্চিতরূপে অধিকারী হইবে, সেই অঙ্গ কর্ম্মে অধিকারী হইবে" এইরূপ বাক্য। নির্ণয় শব্দের অর্থ—মহাবাক্যার্থের তাৎপর্য্য নির্ণয়, যেমন—"অতএব আর আবাহন করিবে না, এইরূপ বাক্য। এইরূপ ক্রমে বিবেচনা করা হয় বলিয়া ইহার নাম অধিকরণ। কালিকাপুরাণে বলা হইয়াছে, "রবির কন্যারাশিতে অবস্থানকালে শুক্লপক্ষীয় অষ্টমীযুক্ত রাত্রিতেও (১) মহা বিভববিস্তারের সহিত দেবীর পূজা করিবে।"

(টীকাকার বলেন, এই যে অষ্টমীযুক্ত রাত্রিতে পূজার কথা বলা হইল, ইহা দ্বারা অর্দ্ধ রাত্রিব্যাপিনী অষ্টমীতেই পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিতে হইবে। যদি দুইদিন অষ্টমী অর্দ্ধরাত্রিব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিন সপ্তমীযুক্ত অর্দ্ধরাত্রিব্যাপিনী অষ্টমীতেই পূজা করিবে।)।। ১৭৪।।

"নবম্যাং বলিদানন্তু কর্ত্তব্যং বৈ যথাবিধি।
জপং হোমঞ্চ বিধিবৎ কুর্য্যাত্তত্র বিভূতয়ে।।"

অত্র নবম্যাং হোমশ্রুতেঃ, "পূর্ব্বষাঢ়াযুতাষ্টম্যাং পূজাহোমাদ্যু পোষণমি"তি শ্রুতেশ্চোভয়ত্রৈকতরস্মিন্ বা হোমঃ। অত্র হোমে বিহিতে তদঙ্গত্বাৎ পূর্ণপাত্রাদিকা পৃথগ্ দক্ষিণা ষট্‌ত্রিংশদুপচারান্তর্গতদানে দক্ষিণাদানবৎ। তথা চ মৎস্যসূক্তং,

"দেবে দত্ত্বা তু দানানি দেবে দত্ত্বা চ দক্ষিণাম্।
তৎ সর্ব্বং ব্রাহ্মণে দদ্যাদন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ।।"

তত্র দ্বিতীয় দেয়ানীতি বারাহীতন্ত্রে পাঠঃ। অতএব ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণ্বাপনীয়পূজনে স্পষ্টমুক্তং যথা,—

"সুরান্ সম্পূজয়েদ্‌ভক্ত্যা সুমনোভিশ্চ কুঙ্কুমৈঃ।
ধূপৈর্দীপৈর্মনোজ্ঞৈশ্চ পায়সেন চ ভূরিণা।
নাসান্তাপ্রমানৈশ্চ হোমৈঃ পূজ্যৈঃ সদক্ষিণৈঃ।।"

পূজাজপহোমমন্ত্রস্তু দেবীপুরাণে,—

"পূজয়েত্তিলহোমৈস্তু দধিক্ষীরঘৃতাদিভিঃ।
কুর্য্যাদ্দেব্যাস্তু মন্ত্রেণ" ইত্যভিধায়,

"জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তু তে
অনেনৈব তু মন্ত্রেণ জপহোমৌ তু কারয়েৎ।।" এবং

"পুরশ্চরণকার্য্যেষু বিল্বপত্রৈর্ঘৃতৈস্তিলৈঃ।
সাজ্যৈঃ সঘৃতৈর্ব্বাপি শিবামুদ্দিশ্য ভক্তিতঃ।
জুহুয়াদনলং বৃদ্ধং সংস্কৃতং কামবৃদ্ধয়ে।।"

ইতি কালিকাপুরাণদর্শনাদত্রাপি বিল্বপত্রতিলঘৃতযোগিতেতি। অত্র দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ্যাং স্বধাপূজানন্তরং স্বাহাপূজালিখনাৎ স্বাহান্তপাঠনির্ণয়ো যুক্তঃ, তস্য মৎস্যসূক্তবিরোধাৎ। তথা চ,

"পঞ্চোপচারৈর্বিধিবজ্জয়ন্ত্যাদি ততঃ পরম্।
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী পূজনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।।
দক্ষপ্রান্তে ততো দেব্যাঃ স্বাহান্তৈর স্বধান্তথে"তি।

ন চ তত্রাপি তথা পাঠক্রমঃ, তথাত্বে পঞ্চমাক্ষরসাম্যমুদ্রাপত্তেঃ। দুর্গামাহাত্ম্যান্তর্গতার্গলায়াং তথা পাঠদর্শনাৎ। প্রাচীনগ্রন্থে তথা দর্শনাচ্চ।

পূজায়াং হ্রীমিতি চতুরক্ষরমন্ত্রমপ্যাহ কালিকাপুরাণং,

"চতুরক্ষরমন্ত্রেণ পাদ্যাদীনথ ষোড়শ।
বিতরেদুপচারাংশ্চ পূর্ব্বপ্রোক্তাংস্তু ভৈরব।।"

তদনন্তরং প্রণবাদিনমোঽন্তদেবতানামোচ্চারণমাহাগ্নিপুরাণং,

"তন্নির্দ্দৈঃ পূজয়েন্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বদেবান্ সমাহিতঃ।

খ্যাত্বা প্রণবপূর্ব্বস্তু তন্নাম্না সুসমাহিতঃ।
নমস্কারেণ পুষ্পাদি বিন্যসেত্তু পৃথক্ পৃথক্।।" অত্র চ,

"তত্রাষ্টম্যাং ভদ্রকালী দক্ষযজ্ঞবিনাশিনী।
আবির্ভূতা মহাঘোরা যোগিনীকোটিভিঃ সহ।
অতোঽত্র পূজনীয়া সা তস্মিন্নহনি মানবৈঃ।" ইতি ব্রহ্মপুরাণদর্শনাৎ।

দক্ষযজ্ঞবিনাশিন্যৈ মহাঘোরায়ৈ যোগিনীকোটিপরিবৃতায়ৈ ভদ্রকাল্যৈ হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈঃ নমঃ, ইত্যনেনাপি পূজা প্রচরতি। পূজায়াং বিশেষস্তু দুর্গাপূজাতত্ত্বেঽনুসন্ধেয়ঃ।। ১৭৬।।

ঐ কালিকাপুরাণে এ কথাও বলা হইয়াছে, "নবমীতে যথাবিধি বলিদান করিবে এবং ঐ নবমীতে যথানিয়মে জপ ও হোম করিবে।" এই বচনে নবমীতে হোম করিবার কথা থাকায় এবং "পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে বিশেষরূপে পূজা ও হোম করিবে" এই বচনেপূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমীতে হোম করিবার কথা থাকায় উভয়দিনেই অথবা দুইএর মধ্যে এক দিনেই হোম করিবে। এ স্থলে হোমের বিধান করায় হোমের অঙ্গীভূত পূর্ণ পাত্রাদি দক্ষিণা পৃথকভাবেই করিতে হইবে। ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) প্রকার উপচারের অন্তর্গত দানের জন্য যেমন পৃথকদক্ষিণাদিতে হয়, এখানেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। তথাচ মৎস্যসূক্তে কথিত হইয়াছে , কোন দেবতার উদ্দেশে দান করিয়া দেবতাকেই দক্ষিণা দান করিবে। অনন্তর ঐ সকল ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবে, অন্যথা ঐ কার্য্য নিষ্ফল হইবে।" বরাহীতন্ত্রে উক্ত বচনস্থিত 'দাধাৎ' এই স্থলে "দেয়ানি" এইরূপ পাঠ আছে। পৃথক্ দক্ষিণাদানের ব্যবস্থা হওয়াতেই ব্রহ্মপুরাণে বিষ্ণুর উত্থাপনীয় পূজন প্রকরণে একথা স্পষ্ট বলা হইয়াছে। যথা "দেবতাদিগকে ভক্তির সহিত পুষ্প, কুঙ্কুম, মনোজ্ঞ ধূপ, দীপ, ভূরিপরিমিত পায়স, প্রতিমার নাসিকা পর্য্যন্ত উচ্চ অন্ন দান এবং সদক্ষিণ পূজা করিবে। দেবীপুরাণে পূজা জপ এবং হোমের মন্ত্র এইরূপে উক্ত হইয়াছে। সতিল হোম দধি, ক্ষীর এবং ঘৃতাদি দ্বারা পূজা করিবে এবং ঐ পূজা দেবীর মন্ত্র দ্বারা করিবে," এই কথা বলিয়া "জয়ন্তী মঙ্গলাকালী, ভদ্রকালী, কপালিনী, দুর্গা, শিবা, ক্ষমা, ধাত্রী স্বাহা স্বধা আপনাকে নমস্কার "এই মন্ত্র দ্বারা জপ এবং হোম করিবে। এবং পুরশ্চরণ কার্য্যে শিবার উদ্দেশে সতিল, সাজ্য এবং সঘৃত বিল্বপত্র দ্বারা কামসিদ্ধির নিমিত্ত সংস্কৃত ও প্রজ্বলিত অনলে হোম করিবে" কালিকাপুরাণের এই বচনে পুরশ্চরণের হোমে বিল্বপত্রতিল ও ঘৃতের উল্লেখ দৃষ্ট থাকায়, উপরি উক্ত হোমেও বিল্বপত্র, তিল ও ঘৃতের উপযোগিতা বুঝিতে হইবে। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতে স্বধা পূজার পর স্বাহা পূজা লিখিত হওয়ায় কেহ কেহ

হবিরাদিক্রমে "জয়ন্তী মঙ্গলাকালী" ইত্যাদি মন্ত্রে 'স্বাহা' 'স্বধা' "এইরূপ পাঠ না করিয়া 'স্বধা স্বাহা'" এই পাঠ করাই যুক্তিযুক্ত, বস্তুগত্যা তাঁহাদের এ বিবেচনা ঠিক নহে, যেহেতু ঐরূপ পাঠ কল্পনা করিলে মৎস্য-সূক্তের সহিত বিরোধ ঘটে। আমরা মৎস্য-সূক্তে দেখিতে পাই—"তৎপরে যথাবিধি পঞ্চোপচারে জয়ন্তী আদি অর্থাৎ জয়ন্তী, মঙ্গলা, কালী, ভদ্রকালী কপালিনী, দুর্গা, শিবা ক্ষমা এবং ধাত্রীকে যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। তাহার পর দেবীর দক্ষপ্রান্তে স্বাহা এবং স্বধাকেও পূজা করিবে।" একথা বলিতে পার না যে, মৎস্য-সূক্তেও "স্বধাচৈব স্বাহাস্তথা" এইরূপ পাঠেরই কল্পনা করিব, তাহা হইলে অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রতিচরণে পঞ্চমাক্ষর লঘু হইবার যে নিয়ম আছে, তাহার ব্যতিক্রম ঘটে, যাহার 'স্বা'-ই পঞ্চমাক্ষর, লঘু না হইয়া গুরু হয়। দুর্গা-মহোৎসবতত্ত্বগত অর্গলাতেও অগ্রে স্বাহা, তৎপরে স্বধা পঠিত হইয়াছে, প্রাচীন গ্রন্থেও এইরূপ পাঠই দৃষ্ট হয়। কালিকাপুরাণে 'হ্রীম্' (হর, ঈম্) এই চার অক্ষর যুক্ত মাত্রও পূজাতে প্রয়োগ করিতে বলা হইয়াছে; যথা "হে ভৈরব চতুরক্ষর মন্ত্রসহকারেই পূর্ব্বোক্ত পাদ্যাদি ষোল প্রকার উপচার প্রদান করিবে। অগ্নিপুরাণে এই 'হ্রীম্' এর পর আদিতে প্রণব (ওঁ) এবং অন্তে নমঃ, শব্দের যোগ করিয়া দেবতার নামোচ্চারণ করিবার কথাও বলা হইয়াছে, যথা "সমাহিতচিত্তে সকল দেবতার ধ্যান করিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবতার লিঙ্গ সম্বলিত" আদিতে প্রণব-পরে দেবতার নাম এবং অন্তে নমঃ' শব্দযুক্ত মন্ত্রদ্বারা পুষ্পাদি উপচার পৃথক্ পৃথক্ রূপে প্রদান করিবে। এই অষ্টমী পূজাপ্রকরণে আমরা ব্রহ্মপুরাণে দেখিতে পাই—"ঐ শুক্লাষ্টমীতে দক্ষ-যজ্ঞ বিনাশিনী ঘোরা ভদ্রকালী কোটি যোগিনীর সহিত আর্বিভূত হইয়াছিলেন। অতএব ঐ অষ্টমীদিনে মনুষ্যগণ তাঁহার পূজা করিবে।" এতদনুসারে "দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী মহাঘোরা কোটিযোগিনী সহিতা ভদ্রকালী হ্রীং ওঁ দুর্গাকে নমঃ" এইরূপ মন্ত্রদ্বারাও পূজার প্রচার আছে। পূজাসম্বন্ধে এতদপেক্ষা বিশেষ দেখিবার যদি কাহারও ইচ্ছা হয়, তিনি দুর্গাপূজাতত্ত্ব নামক গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন।। ১৭৬।।

অথ হোমবিধিঃ।

হোমাদাবঙ্গুলিমানগ্রহণে ছন্দোগপরিশিষ্টং,

"মানক্রিয়ায়ামুক্তায়ামনুক্তে মানকর্ত্তরি।
মানকৃদ্যজমানঃ স্যাদ্বিদুষামেব নির্ণয়ঃ।।"

যজমানাসন্নিধানে তু সাধারণাঙ্গুলিমানগ্রহণম্। যথা কপিলপঞ্চরাত্রম্,

"অষ্টভিস্তৈর্ভবেজ্জ্যেষ্ঠং মধ্যমং সপ্তভির্যবৈঃ।
কন্যসং ষড়্ভিরুদ্দিষ্টমঙ্গুলং মুনিসত্তম।।"

তৈঃ প্রক্রংসামানমবৈঃ। কন্যানং কনিষ্ঠম্। মানস্তু পার্শ্বেন, "যড়্‌যবাঃ পার্শ্বসম্মিতা" ইতি কাত্যায়নবচনাৎ। কালিকাপুরাণং।

"যবানাং তণ্ডুলৈরেকমঙ্গুলং চাষ্টভির্ভবেৎ।
অদীর্ঘযোজিতৈর্হস্তশ্চতুর্ব্বিংশতিরঙ্গুলৈঃ।।"

হোমে ব্রহ্মবরণং প্রথমতঃ। জ্যোতিষ্টোমে, ব্রহ্মোদ্গাতৃহোত্রধ্বর্য্যান ইত্যাদিদর্শনেনান্যত্রাপ্যাকাঙ্ক্ষায়াং দৃষ্টকল্পনায়া ন্যায্যত্বাৎ। সুগতিসোপান-প্রভৃতয়োঽপ্যেবম্। তত্তু যজমানকর্ত্তৃকম্, দানবাচনান্বারম্ভণবরণব্রত প্রমাণেষু যজমানং প্রতীয়াৎ। ইতি কাত্যায়নোক্তেঃ। ব্রহ্মস্থাপনন্তু হোতৃকর্ত্তৃকমেব। "অগ্নিমুপসমাধায় দক্ষিণতো ব্রহ্মাসনমাস্তীর্য্যে"তি কাত্যায়নেনৈককর্ত্তৃকত্বা-ভিধানাৎ। তত্র ছন্দোগানাং ব্রহ্মস্থাপনপ্রকারমাহ গোভিলঃ। "অগ্রেণাগ্নিং পরিক্রম্য দক্ষিণতোঽগ্নেঃ প্রাগগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্য তেষাং পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্মুখস্তিষ্ঠন্ সব্যস্য পাণেরঙ্গুষ্ঠেনোপকনিষ্ঠয়া চাঙ্গুল্যা ব্রহ্মাসনাত্তৃণ-মভিসংগৃহ্য দক্ষিণাপরমষ্টমং দেশং নিরস্যতি নিরস্তঃ পরাবসুরিতি অপউপস্পৃশ্যাথ ব্রহ্মাসনে উপবিশত্যাবসোঃ সদনে সীদামীতি অগ্ন্যভিমুখো বাগ্যতঃ প্রাঞ্জলিরাস্তে আকর্ম্মণঃ পর্য্যবসানাৎ। ভাবেত যজ্ঞসংসিদ্ধিং নাযজ্ঞীয়াং বাচং বদেৎ যদ্যযজ্ঞীয়াং বাচং বদেত্তদা বৈষ্ণবীমৃচং যজুর্ব্বা জপেৎ অপি বা নমো বিষ্ণবে ইতি ব্রূয়াৎ যদ্যুবোভয়ং চিকীর্ষেদ্ধোত্রং ব্রহ্মত্বঞ্চেতি তেনৈব কল্পেন ছত্রমুত্তরাসঙ্গং সোদকং কমণ্ডলুং দর্ভবটুং বা ব্রহ্মাসনে নিধায় তেনৈব পথা প্রত্যাবৃত্যান্যচ্চেষ্টেতে"তি। অগ্রেণ পূর্ব্বয়া দিশা প্রদক্ষিণেনাগ্নিং গত্বা অগ্নের্দক্ষিণস্যাং দিশি প্রাগগ্রান্ কুশানাস্তীর্য্যান্যচ্চেষ্টেতেতি ব্যবহিতেন বক্ষ্যমাণেন সম্বন্ধঃ। ন তু নিরস্যতীত্যনেন ব্রহ্মেতি কর্ত্তৃনির্দ্দেশাৎ। ন চ ব্রহ্মেত্যস্য আসনেন সম্বন্ধ উপবেশনাৎ পূর্ব্বং তৎসম্বন্ধাভাবাৎ। ততশ্চ দর্ভাস্তরণান্তং যাজমানিকং কর্ম্ম। ব্রহ্মা তু তেষাং পুরস্তাদাস্তৃতকুশানাং পূর্ব্বদিগ্‌ভাগে তিষ্ঠন্ননুপবিষ্ট এব সব্যস্য বামস্য উপকনিষ্ঠয়া অনামিকয়া আসনাৎ যজমানাস্তৃতাত্তৃণং কুশপত্রং গৃহীত্বা দক্ষিণাপরং দক্ষিণপশ্চিমাষ্টমদেশম্ উভয়দিগষ্টমভাগং নৈর্ঋতকোণমিতি যাবৎ, নিরস্তঃ পরাবসুরিত্যনেন ক্ষিপতীতি। অপ উপস্পৃশ্য দক্ষিণপাণিনা জলং স্পৃষ্ট্বাথানন্তরম্ আসনে ব্রহ্মা ব্রহ্মত্বেন উপকল্পিত উপবিশতি আবসোঃ

সদনে সীদামীতি মন্ত্রেণ। এবমেব ভট্টনারায়ণপ্রভৃতিব্যাখ্যানাং, "তেষাং পুরস্তাদিত্যা"দি আবসোঃ সদনে সীদতোস্তং কর্ম্ম যজমানকর্তৃকং। সীদেতাসা সীদামীতি প্রতিবচনং ব্রহ্মকর্তৃকমিতি ভবদেবভট্টকল্পনং কল্পনমেব, সীদেতাসা স্তুত্রন্দুপণস্তিষ্ঠাক্ষ। ভাষেত যজ্ঞসংসিদ্ধিমিতি হোত্রানাথা ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি তৎসিদ্ধ্যর্থমেতদেবং কুরু এতৎ কুর্ব্বৈতৎ কুর্ব্বিত্যাদি ভাষেত, অত্রাপ্যযজ্ঞীয়াম্ অসংস্কৃতাং যদি গিরং বদেত্তদা বৈষ্ণবী ঋক্ 'ইদং বিষ্ণুরিতি' যজুর্বিষ্ণোররাটমসীত্যাদি, নমো বিষ্ণবে, ইতি প্রকারত্রিতয়ান্যতমং প্রকারং প্রায়শ্চিত্তমিতি। তত্র ঋগাদিলক্ষণমাহ জৈমিনিঃ,—"তেষামৃক যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থিতিরিতি। তেষাং মন্ত্রাণাং মধ্যে যত্রার্থবশেন একান্বয়িত্বেনানুষ্টু-বাদিপাদস্থিতিঃ সা ঋক্।" যজুরাহ স এব,—"শেষে বা যজুঃশব্দ" ইতি। শেষে ঋকসামভিন্নে মন্ত্রজাতে, ততশ্চ যন্মন্ত্র জাতং প্রশ্লিষ্য পঠিতং পাদাদিব্যবচ্ছেদরহিতং তদ্‌যজুরিতি। সামাপ্যাহ স এব,—"গীতিষু সামাখ্যেতি। গীয়মানেষু মন্ত্রেষু সামসংজ্ঞেত্যর্থঃ। যদ্বাবেতি অশক্তৌ উত্তরাসঙ্গমুত্তরীয়ম্। দর্ভবটুঃ কুশব্রাহ্মণঃ।। ১৭৭।।

হোমাদি কার্য্যে আঙ্গুলের মাপ লওয়া সম্বন্ধে ছন্দোগ পরিশিষ্টে এইরূপ বলা হইয়াছে "পরিমাণ উক্ত হইয়াছে, কিন্তু মাপদাতা—অর্থাৎ কাহার মাপ গ্রহণ করিবে, তাহা বিশেষ করিয়া উক্ত হয় নাই, এরূপ স্থলে যজমান অর্থাৎ কৃতীরই মাপ গ্রহণ করিবে। ইহাই পণ্ডিতদিগের সিদ্ধান্ত। কৃতী নিকটে না থাকিলে সাধারণ অঙ্গুলির মাপ যেরূপ উক্ত হইয়াছে,তাহাই গ্রহণ করিবে।" কপিলপঞ্চরাত্রে এই কথা বলা হইয়াছে। "হে মুনিসত্তম, আটটি যবপার্শ্বে জ্যেষ্ঠা অঙ্গুলি সাতটি যব পর্শ্বে মধ্যম অঙ্গুলির মাপ এবং ছয়টি যবপার্শ্বে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মাপ হয় মূলবচনে তৈঃ পদটি দ্বারা পরে উল্লিখিত যবকেই বুঝাইতেছে। "ছয়টি যব পাশাপাশি ধরিয়া বাধিলে তাহাকেই ছয়টি যব-পরিমিত বলা হয়" কাত্যায়নের এই বচন আটটি চালে ১ আঙ্গুল হয়, ২৪টি আঙ্গুল পাশাপাশি সাজাইলে ১ হাত হয়। হোমে প্রথমতঃ ব্রহ্মবরণ করতে হবে। জ্যোতিষ্টোমে, ব্রহ্মা উদ্‌গতা, হোতা, অধ্বর্য্যু ইত্যাদি বরণক্রম উল্লিখিত হইয়াছে, অন্যত্র কিরূপ করিবে, এই আকাঙ্ক্ষায় একত্র দৃষ্ট বস্তুর অন্য কল্পনা করাই ন্যায্য, এই ন্যায়বলে হোমাদিতে ঐরূপ কল্পনা করা হইয়া থাকে। দুর্গতিসোপান প্রভৃতি নিবন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তই অবলম্বিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবরণ যজমানেরই কর্ত্তব্য। কারণ কাত্যায়ন বলিয়াছেন, "দান স্বস্তিবাচন অদ্বারম্ভ(সঙ্কল্প বা তন্নামক কর্ম্মবিশেষ) বরণ,

ব্রত (উপনয়নাদি) প্রমাণ (হস্তাদির পরিমাণ, দেওয়া), ইত্যাদি কার্য্যে যজমানকেই কর্তৃরূপে জানিবে। তবে 'ব্রহ্ম' স্থাপনরূপ কার্য্য হোতারই কর্ত্তব্য। কারণ কাত্যায়ন, "অগ্নি স্থাপন করিয়া দক্ষিণদিকে ব্রহ্মাসন বিস্তীর্ণ করে," এই বাক্যে অগ্নি স্থাপন এবং ব্রহ্ম স্থাপনের একই কর্ত্তার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গোভিল সামবেদীদিগের ব্রহ্ম স্থাপন সম্বন্ধে এইরূপ রীতি বলিয়াছেন—'পূর্ব্বদিক্ দিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নির দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বাগ্র কুশ সকল আস্তীর্ণ করিয়া পরে উহাদের সম্মুখে পশ্চিম মুখ অবস্থিত করতঃ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ (বুড় আঙ্গুল) এবং উপকনিষ্ঠা (অনামিকা) অঙ্গুলি দ্বারা আসন হইতে তৃণ গ্রহণপূর্ব্বক নৈঋত কোণে "নিরস্তঃ পরাবসুঃ" এই মন্ত্র পাঠ করত ঐ কুশ নিক্ষেপ করিবে। পরে দক্ষিণ হস্তদিয়া জল দ্বারা স্পর্শ করিয়া ব্রহ্মা "আবসোঃ সদনে সীদামি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত আসনে উপবেশনপূর্ব্বক যে পর্য্যন্ত কর্ম্মের শেষ না হয়, সে পর্য্যন্ত অগ্নির অভিমুখে বাগ্‌যত হইয়া কৃতাঞ্জলিভাবে অবস্থান করিবে। যাহাতে যজ্ঞের সিদ্ধি হয়,—অর্থাৎ হোতার ভ্রম ঘটিলে এইরূপ কর, এইরূপ কর, ইত্যাদিরূপ, উপদেশের কথা বলিবে, অযজ্ঞীয় অর্থাৎ অসংস্কৃত বাক্য বলিবে না, যদি ভ্রান্তিবশতঃ মুখ দিয়া অসংস্কৃত বাক্য বাহির হয়, তাহা হইলে বৈষ্ণবী ঋক্ বা যজুর উচ্চারণ করিবে, অথবা "নমো বিষ্ণবে" এই কথা বলিবে। যদি একই ব্যক্তি হোতা এবং ব্রহ্মা এই উভয়ের কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে, তাহলে, উক্তরূপ নিয়মে ছত্র, উত্তরীয়, সোদক কমণ্ডলু অথবা দর্ভবটুকে ব্রহ্মাসনে স্থাপন করিয়া সেই পথ দিয়া ফিরে এসে অন্য কার্য্য করিবে।" স্মার্ত্ত, গোভিলের উক্ত বাক্যের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—মূলে যে "অগ্রেণ" পদটি আছে, উহার অর্থ পূর্ব্বদিক্ দিয়া,— অর্থাৎ যজমান বা হোতা পূর্ব্বদিক্ দিয়া অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নির দক্ষিণ দিকে পূর্ব্বাগ্র (পূর্ব্বদিকে অগ্রযুক্ত) কুশসকল আস্তীর্ণ করিয়া অন্য কার্য্য করিবে, সমাপিকাক্রিয়া পদটী অতি দূরবর্ত্তী হইলেও, আস্তীর্ণ করিয়া এই অসমাপিকা ক্রিয়ার পরই উহার যোজনা করিতে হইবে, 'নিরস্যতি' (নিক্ষেপ করিবে) এই ক্রিয়ার সহিত 'আস্তীর্য্য' এর সম্বন্ধ নহে কেন না, 'নিরস্যতি' (নিক্ষেপ করিবে) এই ক্রিয়াপদের ব্রহ্মাই কর্ত্তারূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কেহ যে বলিয়াছিলেন, 'ব্রহ্মাসনাৎ' তৃণমভি সংগৃহ্য" এ স্থলে 'ব্রহ্মা, আসন হইতে তৃণ সংগ্রহ করিয়া' এরূপ অর্থ নহে, কিন্তু 'ব্রহ্মাসন' এইটি সমস্ত পদ, ইহার অর্থ—ব্রহ্মার আসন হইতে তৃণ সংগ্রহ করিয়া। স্মার্ত্ত বলিতেছেন—ব্রহ্মাসন এইটি সমস্ত পদ নহে, কারণ ব্রহ্মার উপবেশনের পূর্ব্বে উহাকে ব্রহ্মাসন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। অতএব পূর্ব্বোক্ত অগ্নির দক্ষিণ দিকে প্রাগগ্র কুশাস্তরণরূপ কর্ম্ম যজমানেরই কর্ত্তব্য। ব্রহ্মা ঐ সম্মুখে আস্তৃত কুশার পূর্ব্বদিক্ ভাগে বসে থাকিয়াই বামহস্তের অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা যজমান কর্তৃক আস্তৃত আসন হইতে তৃণ (কুশপত্র)

স্পর্শ করিয়া, 'দক্ষিণাপর মধ্যম' দক্ষিণ এবং অপর (পশ্চিম), এই দুই দিকের অন্তরাল— অর্থাৎ নৈর্ঋত কোণ, 'নিরস্তঃ পরাবসুঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহীত কুশখণ্ড নৈর্ঋত কোণে নিক্ষেপ করিবে। দক্ষিণ হস্ত দ্বারা জল স্পর্শ করিয়া পরে আসনে উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট হইয়া ''আবসোঃ সদনে সীদামি'' এই মন্ত্র পাঠ করত উপবেশন করিবে। ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভবদেবভট্ট যে, কল্পনা করিয়াছেন,'যজ্ঞের সম্মুখে' এই স্থান হইতে 'আবসোঃ সদনে ''সীদ'' এই পর্যন্ত কর্ম যজমান কর্তৃকই সম্পাদিত হইবে। ''সীদ'' এই ক্রিয়ার ''সীদামি'' এইটি প্রতিবাক্য ব্রহ্মা কর্তৃক পঠিত হইবে। ভবদেব ভট্টের এইরূপ কল্পনা মাত্রই; কেন না, সূত্রে ''সীদ'' এইরূপ পাঠ নাই। হোতা কর্ম অন্যরূপ করিলে তাহার সম্যক্‌সিদ্ধির নিমিত্ত ''এই কর্ম এইরূপ কর, এইরূপ করিয়া এইরূপ করা উচিত'' ইত্যাদি বাক্য বলিবে এবং অযজ্ঞীয় (অসংস্কৃত) বাক্য যদি বলিয়া ফেলে তাহলে বৈষ্ণবী ঋক্ ''ইদং বিষ্ণু'' ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র, ''বিষ্ণোররাটমসি'' ইত্যাদি যজুমন্ত্র ''নমো বিষ্ণবে'' এই মন্ত্র, এই তিনটি মন্ত্রের মধ্যে যে কোন একটি মন্ত্রের উচ্চারণই প্রায়শ্চিত্ত। জৈমিনি ঋক্ আদির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন ''সেই সকল বাক্যকে ঋক্ বলা যায়, যাহাতে এক একটি অর্থে এক একটি ছন্দের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। যজুর লক্ষণ তিনিই এইরূপ বলিয়াছেন। শেষ—অর্থাৎ ঋক্ এবং সাম ভিন্ন মন্ত্র সমূহের নাম যজুঃ। যে সকল মন্ত্র পরস্পর সংলগ্ন করিয়া পঠিত এবং গানাদি ব্যবচ্ছেদরহিত, তাহার নাম যজুঃ। ঐ জৈমিনি সামের লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন, গীয়মান মন্ত্র সমূহকে সাম বলে। গোভিল সূত্রে যে 'যদ্যুব' এই শব্দটি ইহার অর্থ—অসামর্থ্য পক্ষ—অর্থাৎ ব্রহ্মা এবং হোতা পৃথক্ ব্যক্তিকে না করিতে পারিলে; উত্তরাসঙ্গ শব্দের অর্থ—উত্তরীয় ও দর্ভবটু শব্দের অর্থ—কুশব্রাহ্মণ। ১৭৭।।

অথ কুণ্ডবিধিঃ। তত্র মৎস্যপুরাণং।

''প্রাগুদকপ্লবনাং ভূমিং কারয়েদ্‌যত্নতো নরঃ''।

প্রাগুদকপ্লবনাং পূর্ব্বনীচাং উত্তরনীচাং বা।

তত্র বশিষ্ঠপঞ্চরাত্রে বিজ্ঞানলতিকায়াঞ্চ।

''সর্ব্বাধিকারিকং কুণ্ডং চতুরস্রন্তু সর্ব্বদং''।

চতুরস্রং চতুষ্কোণং। ভবিষ্যোত্তরে।

''সহস্রে তু হোতব্যে কুর্য্যাৎ কুণ্ডং করাত্মকং।

দ্বিহস্তমযুতে তচ্চ লক্ষহোমে চতুষ্করং''।

দ্বিহস্তাদিকে মানমাহ জামলঃ।

''পূর্ব্বপূর্ব্বস্য কুণ্ডস্য কোণসূত্রেণ নির্ম্মিতং।

উত্তরোত্তরকুণ্ডানাং মানন্তৎপরিকীর্ত্তিতং।।''

পূর্ব্বপূর্ব্বস্য হস্তদ্বিহস্তাদিমিতস্য কোণসূত্রেণ ঈশানকোণান্নৈর্ঋতি-কোণদত্তসূত্রেণ যন্মানং পরিমিতম্ উত্তরোত্তরকুণ্ডানাং তদেব পারিভাষিকং দ্বিহস্তাদিমানং নতু প্রকৃতহস্তদ্বৈগুণ্যাদিমিতং, তথাত্বে দ্বিহস্তাদিমিতস্য চতুর্হস্তত্বাদিপরিমাণাপত্তেঃ কৃষকপরিমাণবৎ। বশিষ্ঠপঞ্চরাত্রে,

''যাবান কুণ্ডস্য বিস্তারঃ খননন্তাবদিষ্যতে।

হস্তেকে মেখলাস্তিস্রো বেদাগ্নিনয়নাঙ্গুলাঃ।।

কুণ্ডে দ্বিহস্তে তা জ্ঞেয়া রসবেদগুণাঙ্গুলাঃ।

চতুর্হস্তে তু কুণ্ডে তা বসুতর্কযুগাঙ্গুলাঃ।।''

মেখলা ব্রহ্মচারিমেখলাবৎকুণ্ডবেষ্টিতা মৃদ্ঘটিতাস্তাশ্চ খাতদেশান্মাহ্যে একাঙ্গুলরূপং কণ্ঠং পরিত্যজ্য উচ্ছায়েণ বিস্তারেণ চেত্যাদিক্রমেণ বেদাদ্যঙ্গুলাঃ। এতদ্বিপরীতাস্তন্ত্রান্তরোক্তা ব্যবহারবিরুদ্ধাঃ। বেদাশ্চত্বারঃ। অগ্নয়স্ত্রয়ঃ। নয়নে দ্বে। রসাঃ ষট্। গুণাস্ত্রয়ঃ। বসুতর্কযুগানি অষ্টষট্‌চত্বারি। কালোত্তরে,

''খাতাদ্বাহ্যেঽঙ্গুলঃ কণ্ঠঃ সর্ব্বকুণ্ডেষ্বয়ং বিধিঃ।''

পিঙ্গলামতেঽপি,

''খাতাদেকাঙ্গুলং ত্যক্ত্বা মেখলানাং বিধির্ভবেৎ।''

এককুণ্ডস্য পশ্চিমদিক্কর্ত্তব্যতামাহ মহাদাননির্ণয়ে,

ভুক্তৌ মুক্তৌ তথা পুষ্টৌ জীর্ণোদ্ধারে তথৈব চ। সদা হোমে তথা শান্তাবেকং বারুণদিগগতম্। সারদাতিলকে,

''হোতুরগ্রে যোনিরাসামুপর্য্যশ্বত্থপত্রবৎ।

মুষ্ট্যরত্ন্যেকহস্তানাং কুণ্ডানাং যোনিরীরিতা।।

ষট্‌চতুর্দ্ব্যঙ্গুলায়ামবিস্তারোন্নতিশালিনী।

একাঙ্গুলস্তু যোন্যগ্রং কুর্য্যাদীষদধোমুখং।।

একৈকাঙ্গুলতো যোনিং কুণ্ডেষ্বন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ।

যবদ্বয়ক্রমেণৈব যোন্যগ্রমপিবর্দ্ধয়েৎ।

স্থূলাদারভ্য নালং স্যাৎ যোন্যা মধ্যে সরন্ধ্রকম্।।''

অন্যাসাং মেখলানাং। অশ্বত্থপত্রবদ্বিতানেন চতুরঙ্গুলবিস্তৃতন্নুনাম্,
দ্ব্যঙ্গুলক্রমেণোচ্চাঙ্গুলাত্তা সঙ্কুচিতবিস্তারা। জ্ঞানদে,

"নাভ্যেবমেখলোর্দ্ধে পরিধেঃ স্থাপনায় চ।
রক্ষ কুর্য্যাত্ততো বিদ্বান্ দ্বিতীয়মেখলোপরি।।"

পুরশ্চরণচন্দ্রিকায়ান্তু এতদ্বচনাৎ পূর্ব্বং,
"স্থূলাদারভ্য নালং স্যাদ্যোনিবৃন্তস্য ধারণে।"

ইত্যর্দ্ধং লিখিতং। পরিধীংস্তদ্বিন্যাসাংশ্চাহ ছন্দোগপরিশিষ্টং,

"বাহুমাত্রাঃ পরিধয় ঋজবঃ সত্বচোঽব্রণাঃ।
ত্রয়ো ভবন্ত্যশীর্ণাগ্রা একেষান্তু চতুর্দ্দিশং।
প্রাগগ্রাবভিতঃ পশ্চাদুদগগ্রমথাপরং।
ন্যসেৎ পরিধিমন্যঞ্চেদুদগগ্রং স পূর্ব্বতঃ।।"

অব্রণাশ্ছিদ্ররহিতাঃ। অভিতঃ অগ্নেঃ পার্শ্বদ্বয়ে দক্ষিণত উত্তরতশ্চ। পশ্চাৎ পশ্চিমে। উদগগ্রমুত্তরাগ্রং। ত্রৈলোক্যসারে,

"কুম্ভদ্বয়সমাযুক্তা অশ্বত্থদলবন্নতা।
অঙ্গুষ্ঠমেখলাযুক্তা মধ্যে ত্বাজ্যস্থিতির্যথা।।"

কুম্ভদ্বয়সমাযুক্তা গজকুম্ভাকারমূলদেশযুক্তা। নতা নম্রা।
অঙ্গুষ্ঠমেখলাযুক্তা অঙ্গুষ্ঠমিতমৃদ্ঘটিতমেখলাবেষ্টনযুক্তা। তথাত্বে হস্তগলিতাজ্যস্থিত্যা কুণ্ডে তৎপাতো ভবতীত্যর্থঃ। অতএব স্বায়ম্ভুবে,

"অঙ্গুষ্ঠমানৌষ্ঠকণ্ঠা কার্য্যাশ্বত্থদলাকৃতিঃ"
অঙ্গুষ্ঠমানৌষ্ঠঃ কণ্ঠে যস্যা যোনেঃ সা তথা ওষ্ঠোঽগ্রাগ্রং।
হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে,

"কল্পয়েদন্তরে নাভিং কুণ্ডস্যাম্বুজসন্নিভং।
মুষ্টিরত্ন্যেকহস্তানাং নাভিরুৎসেধবিস্তৃতা।।
নেত্রবেদাঙ্গুলোপেতা কুণ্ডেষ্বন্যেষু বর্দ্ধয়েৎ।
যবদ্বয়ক্রমেণৈব নাভিং পৃথগুদারধীঃ।।
নাভিক্ষেত্রং ত্রিধা ভিত্ত্বা মধ্যে কুর্ব্বীত কর্ণিকাং।
বহিরংশদ্বয়েনাষ্টৌ পত্রাণি পরিকল্পয়েৎ।।"

খাদিরাদিস্রুবাভাবে তু রাঘবভট্টধৃতবরাহসংহিতায়াং,

"পলাশপত্রে নিশ্ছিদ্রে রুচিরে স্রুক্স্রুবৌ স্মৃতৌ।
বিদধ্যাদশ্বত্থপত্রে সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি।।"

তত্র কুণ্ডদোষমাহ বিশ্বকর্ম্মা,

"খাতাধিকে ভবেদ্রোগী হীনে ধেনুধনক্ষয়ঃ।
বক্রকুণ্ডে তু সন্তাপো মরণং ছিন্নমেখলে।।
মেখলারহিতে শোকো হ্যধিকে বিত্তসংক্ষয়ঃ।
ভার্য্যাবিনাশকং কুণ্ডং প্রোক্তং যোন্যা বিনা কৃতং।
অপত্যধ্বংসনং প্রোক্তং কুণ্ডং যৎ কণ্ঠবর্জ্জিতং।।"

অতএব বশিষ্ঠসংহিতায়াং,

"তস্মাৎ সর্ব্বং পরীক্ষ্যৈবং কর্ত্তব্যং শুভবেদিকং।
হস্তমাত্রং স্থণ্ডিলং বা সংক্ষিপ্তে হোমকর্ম্মণি।।"

ক্রিয়াসারেঽপি,

কুণ্ডমেবংবিধং ন স্যাৎ স্থণ্ডিলং বা সমাশ্রয়েৎ।"

সারদাতিলকেঽপি,

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং স্থণ্ডিলে বা সমাচরেৎ।
হস্তমাত্রন্তু তৎ কুর্য্যাচ্চতুরস্রং সমন্ততঃ।।"

মহাকপিলপঞ্চরাত্রে,

"সংখ্যাক্তৌ শতং সাষ্টং সহস্রং বা জপাদিষু।।"

হোমে স্বাহান্ততামাহ যজ্ঞপার্শ্বঃ,

"আদায় দক্ষিণে পাণৌ স্রবৎত্রিমধুরং হবিঃ।
প্রাঙ্মুখো বহ্নিজায়ান্তে জুহুয়াম্মুজপাণিনা।।"

ত্রিমধুরং ঘৃতমধুশর্করাত্মকং। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে,

"দূর্ব্বাহোমঃ পরঃ প্রোক্তস্তেন স্বর্গে মহীয়তে।
তস্মাদ্দশগুণং পুণ্যমিক্ষুভিঃ প্রাপ্নুয়াৎ কৃতে।।
তস্মাদ্দশগুণং শস্যৈর্ব্রীহিভির্দ্বিগুণং ভবেৎ।
যবৈশ্চতুর্গুণং প্রোক্তং তিলৈর্দ্দশগুণং স্মৃতং।
বিল্বৈর্দ্দশগুণং প্রোক্তং ঘৃতেনাষ্টগুণং ততঃ।।"

ইতি ঘৃতস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বং দর্শিতং। বহ্নিজায়া স্বাহা।

"মন্ত্রেনোঙ্কারপূতেন স্বাহান্তেন বিচক্ষণঃ।

স্বাহাবসানে জুহুয়াদ্ধ্যায়ন্ বৈ মন্ত্রদেবতামি"তি স্মৃতেঃ। স্বাহান্তমন্ত্রে স্বাহান্তরং নিষেধয়তি মন্ত্রতন্ত্রপ্রকাশঃ।

"নমোঽন্তে ন নমো দদ্যাৎ স্বাহান্তে দ্বিঠমেব চ।
পূজায়ামাহুতৌ চাপি সর্ব্বত্রায়ং বিধিঃ শিবে।।"

অন্তশব্দোঽত্রাবসানার্থঃ। দ্বিঠঃ স্বাহা ঠকারেণ লিপিসাম্যাদ্বিন্দুরুচ্যতে তস্য দ্বিত্বং তেন বিসর্গঃ স চ শক্তিরূপঃ তেন দ্বিঠশব্দেনাগ্নিশক্তিঃ স্বাহোক্তেতি রাঘবভট্টঃ। তথা চ, "দ্বিঠঃ স্বাহানলপ্রিয়ে"তি বর্ণাভিধানম্। অত্র তু স্বাহাশব্দঃ স্বীয়দ্রব্যত্যাগার্থকো যথা, "উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানা জুহোতয়ঃ।" ইতি হরিশর্ম্মধৃতম্। স্বাহাকারেণ স্বাহেতি পদেন প্রদানং ত্যাগো যাসু তাস্তথা "অতএব স্বাহাকারস্য প্রদানার্থকত্বাদ্ধবিস্ত্যাগস্যাম্নায়সিদ্ধত্বেনৈব কৃতার্থতাৎ দ্বিতীয়স্যাম্নানমনর্থকং স্যা" দিতি ভট্টভাষ্যং। প্রদানার্থত্বন্তু তত্রৈব যত্র মন্ত্রস্থনাম্নি চতুর্থ্যন্তথা।। ১৭৮।।

হোমকুণ্ড করিবার নিয়ম।

এক্ষণে কুণ্ডসম্বন্ধীয় বিধি বলা হইতেছে। এ বিষয় মৎস্য মৎস্যপুরাণে যে স্থানে কুণ্ড করা হইবে সেই স্থানটি কিরূপ করিতে হইবে তাহা বলা হইয়াছে। যথা, "কৃতি মনুষ্য কুণ্ডের ভূমি যত্নপূর্ব্বক পূর্বদিকে নীচু বা উত্তর দিকে নিচু করাইবে।" মূল বচনে যে "প্রাগুদক্ প্লবনা" কথাটি আছে, তাহার অর্থ পূর্ব্ব নীচা বা উত্তর নীচা। বশিষ্ঠপঞ্চরাত্রে এবং বিজ্ঞানলতিকা নামক প্রবন্ধে লিখিত আছে যথা—"সর্ব্ব প্রকার অধিকারির পক্ষে চতুরস্র কুণ্ডই বিহিত, কারণ উহা সর্ব্বকামপ্রদ"। "চতুরস্র শব্দের 'অর্থ চতুষ্কোণ' ভবিষ্যোত্তরে বলা হইয়াছে, "সহস্রহোম কর্ত্তব্য হইলে এক হস্তপরিমিত কুণ্ড করিবে; অযুত হোম কর্ত্তব্য হইলে দ্বিহস্ত পরিমিত এবং লক্ষ হোম কর্ত্তব্য হইলে চতুর্হস্ত পরিমিত কুণ্ড করিবে"। জামল গ্রন্থে দ্বিহস্তাদি কুণ্ডের মাপ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে যথা "পূর্ব্ব পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম প্রথম নির্ম্মিত কুণ্ডের কোণাকোণি সূত ধরিয়া যে মাপ হইবে, সেই মাপ অনুসারে পর পর কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে (১)"।

গ্রন্থান্তরে কুণ্ডের মাপ এইরূপে উক্ত হইয়াছে "শতার্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশবার হোম কর্ত্তব্য হইলে মুষ্টিমাত্র কুণ্ড করিবে, এক শত হোমের কুণ্ড অরত্নি পরিমিত হইবে। সহস্র হোমে এক হস্ত পরিমিত কুণ্ড, অযুত হোমে দ্বিহস্ত পরিমিত কুণ্ড, লক্ষ হোমে চতুর্হস্ত পরিমিত এবং কোটি হোমে উহার দ্বিগুণ কুণ্ড করিবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বলিতে এক হস্ত দ্বিহস্ত ইত্যাদি ক্রমে যেমন যেমন উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ ক্রমে প্রস্তুত। প্রথমে এক হস্ত কুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহার কোণাকোণি সূত ধরিয়া যে মাপ হইবে, সেই মাপে দ্বিহস্ত কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। এইরূপ দ্বিহস্ত কুণ্ডের কোণাকোণি সুতার মাপে চতুর্হস্ত কুণ্ড প্রস্তুত করিবে। কোণসূত্র বলিতে ঈশান কোণ হইতে নৈঋত কোণ পর্য্যন্ত প্রদত্ত সুতা, ঐ সুতার যে মাপ হইবে, সেই মাপই পর পর কুণ্ডের দ্বিহস্তাদি পারিভাষিক পরিমাণ হইবে। একহস্ত কুণ্ডের কোণাকোণি সুতার মাপকেই দ্বিহস্ত বলিয়া ধরিতে হইবে, বাস্তবিক একহস্তের দ্বিগুণ সুতাকে যে দ্বিহস্ত বলিবে তাহা নহে। সেইরূপ মাপ ধরিলে দ্বিহস্তপরিমিত কুণ্ডকেই চতুর্হস্ত বলিয়া আপত্তি হইতে পারে। যেমন কৃষকদিগের মাপে হইয়া থাকে অর্থাৎ কৃষকেরা যেমন দুই দিকের পরিমাণকে পৃথক্ পৃথক্ ধরিয়া দুই হাত জমিকে চার হাত বলিয়া নির্দ্দেশ করে, এখানেও সেইরূপ আপত্তি হইতে পারে। বশিষ্ঠপঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে "কুণ্ডের যে পরিমানে বিস্তার হইবে, খনন অর্থাৎ গভীরতাও সেই পরিমাণে হইবে।" দ্বিহস্তাদি কুণ্ডের মাপ সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে যথা—"পূর্ব্ব পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথম প্রথম নির্ম্মিত কুণ্ডের কোণকোণি সূতা ধরিয়া যে মাপ হইবে, সেই মাপ অনুসারে পর পর কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে।" এক হস্ত কুণ্ডের তিনটি মেখলা হইবে এবং তাহারা যথাক্রমে চার আঙ্গুল তিন আঙ্গুল এবং দুই আঙ্গুল উন্নত এবং বিস্তৃত হইবে। দ্বিহস্ত পরিমিত কুণ্ডে ঐ তিনটি মেখলা যথাক্রমে ছয়, চার এবং তিনি আঙ্গুল উন্নত ও বিস্তৃত হইবে এবং চতুর্হস্ত কুণ্ডে ঐ তিনটি মেখলা যথাক্রমে আট ছয় এবং চার আঙ্গুল উন্নত এবং বিস্তৃত। মেখলা শব্দের অর্থ ব্রহ্মচারীর মেখলার মত কুণ্ডের চারিদিকে অবস্থিত মৃত্তিকানির্ম্মিত বিট। গর্ত্তের বাহিরে এক আঙ্গুলপরিমিত কণ্ঠস্থান ত্যাগ করিয়া ঐ মেখলা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং উহাদের যে চতুরঙ্গুলাদি প্রমাণ বলা হইয়াছে, উহা উন্নতি এবং বিস্তার এই উভদিকেই বুঝিতে হইবে। এবং মেখপাত্রয়ের যথাক্রমে বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রান্তরে মেখলা সম্বন্ধে ইহার বিপরীত পরিমাণাদির কথা দেখিতে পাওয়া যায়, উহা ব্যবহারবিরুদ্ধ। মূলে যে বেদ শব্দ আছে, তাহার অর্থ চার, অগ্নি শব্দের অর্থ তিন, নয়ন শব্দের অর্থ দুই, রস শব্দের অর্থ ছয়, গুণ শব্দের অর্থ তিন, বসু শব্দের অর্থ আট, তর্ক শব্দের অর্থ ছয়, এবং যুগ শব্দের অর্থ চার। কালোত্তরনামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে—"গর্ত্তের বাহিরে এক অঙ্গুলপরিমিত কণ্ঠস্থান রাখিতে হইবে। সকল কুণ্ডেই এইরূপ বিধি। পিঙ্গলামতেও দেখিতে পাওয়া যায়, খাত অর্থাৎ গর্ত্ত হইতে এক আঙ্গুল স্থান ত্যাগ করিয়া মেখলানির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিবে। কুণ্ড যে বেদীর পশ্চিমদিকে কর্ত্তব্য, একথা মহা দান নির্ণয় নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে, যথা—ভোগ-কামনা-বিশিষ্ট হোমে মোক্ষকামনা বিশিষ্ট হোমে, পুষ্টি, হোমে এবং শান্তি-হোমে কুণ্ড পশ্চিমদিকে করিবে"। সারদাতিলক গ্রন্থে বলা হইয়াছে "হোতার সম্মুখে উক্ত মেখলা

মণ্ডপের উপর অশ্বত্থপত্রাকৃতি যোনি করিবে। মুষ্টি অরত্নি এবং একহস্তপরিমিত কুণ্ডের যথাক্রমে ছয়, চার এবং দুই অঙ্গুল দৈর্ঘ্য, বিস্তার এবং উন্নতিশালিনী যোনি হইবে। যোনির অগ্রভাগ এক আঙ্গুলপরিমিত এবং ঈষৎ অধোমুখ করিবে। উপরে মুষ্টিপরিমিত কুণ্ড হইতে একহস্ত পরিমিত অবধি যে কুণ্ডের উল্লেখ করা হইল, তদ্ভিন্ন কুণ্ডে, যথাক্রমে এক এক আঙ্গুল করিয়া যোনির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে। এবং উহাদের যোনির অগ্রভাগ দুই যব করিয়া বাড়াইবে। যোনির মূল হইতে মধ্যদেশে সচ্ছিদ্র একটি নাল করিবে। মূলে যে 'আসাং' পদ আছে, তাহার অর্থ মেখলাদিগের। অশ্বত্থপত্রবৎ ইহার অর্থ মূলদেশে চার আঙ্গুল বিস্তৃত এবং সেইখান হইতে আগা অবধি ক্রমশঃ বিস্তৃতি এক আঙ্গুল করিয়া সঙ্কুচিত। যামলে বলা হইয়াছে—''নাল এবং মেখলার মধ্যে পরিধি স্থাপনের জন্য দ্বিতীয় মেখলার উপর একটি ছিদ্র করিবে। পুরশ্চরণ-চন্দ্রিকায় ''যোনি মূলে ধারণার্থ মূল স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া নাল স্থাপন করিবে, এই ক্রমকার্য লিখিত হইয়াছে। ছান্দোগপরিশিষ্ট গ্রন্থে পরিধি এবং তাহাদের বিস্তারের কথা এইরূপে লিখিত হইয়াছে। যথা'' পরিধিসকল, বাহুপরিমিত, সোজা, ত্বচযুক্ত এবং ছিদ্রশূন্য হইবে, তাহাদের অগ্রভাগ অশীর্ণ হইবে এবং সংখ্যা তিন হইবে। কোন কোন মুনির মতে পরিধির সংখ্যা চার হইবে এবং চতুর্দ্দিকেই স্থাপিত হইবে। অভিতঃ অর্থাৎ অগ্নির দক্ষিণ এবং উত্তর পার্শ্বে দুইটি পরিধি পূর্ব্বাগ্র করিয়া স্থাপন করিবে এবং অগ্নির পশ্চিম দিকে উত্তরাগ্র করিয়া অপরটি স্থাপিত করিবে, যদি অপর মতানুসারে চারটি পরিধি করে, তবে সেই চতুর্থকে উত্তরাগ্র করিয়া পূর্ব্বদিকে স্থাপন করিবে। মূল বচনে ''অব্রণ'' এই বিশেষণ পদটি আছে, উহার অর্থ ছিদ্রশূন্য। অভিতঃ শব্দের অর্থ অগ্নির দুই পার্শ্বে,—দক্ষিণে এবং উত্তরে। পশ্চাৎ শব্দের অর্থ—পশ্চিম দিকে। এবং উদগ্র শব্দের অর্থ উত্তরাগ্র। ত্রৈলোক্যসার নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে—''ঐ যোনি কুণ্ডদ্বয়-সমাযুক্ত অশ্বত্থপত্রের ন্যায় নত এবং অঙ্গুষ্ঠপরিমিত মৃত্তিকানির্ম্মিত মেখলা দ্বারা এইরূপে বেষ্টিত হইবে, যাহাতে উহার মধ্যে ঘৃত থাকিতে পারে। কুম্ভদ্বয়সমাযুক্ত শব্দের অর্থ মূলদেশে গজকুম্ভাকৃতি মৃৎপিণ্ডযুক্ত, নত শব্দের অর্থ নম্র। অঙ্গুষ্ঠমেখলাযুক্ত শব্দের অর্থ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত মৃত্তিকানির্ম্মিত মেখলারূপ বেষ্টনযুক্ত। এইরূপ করার অভিপ্রায় এই যে, হস্তচালিত ঘৃত প্রথমে উহার মধ্যে পড়িয়া কুণ্ডমধ্যে পড়িবে। এই জন্যই স্বায়ম্ভুব শাস্ত্রে দেখিতে পাই—''ঐ যোনি অশ্বত্থপত্রাকৃতি হইবে এবং উহার কণ্ঠ অঙ্গুষ্ঠপরিমিত ওষ্ঠ হইবে। ওষ্ঠ শব্দের অর্থ অগ্রভাগ। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে ''কুণ্ডের মধ্যে পদ্মসদৃশ একটি নাভি করিবে। মুষ্টি অরত্নি এবং একহস্ত পরিমিত কুণ্ডদিগের নাভি দুই আঙ্গুল উচ্চ এবং চার আঙ্গুল বিস্তৃত হইবে। উন্নতবৃদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উপরি উক্ত মুষ্টিপরিমিত আদি কুণ্ড ভিন্ন অপর কুণ্ডদিগের নাভি ক্রমশঃ—দুই যব করিয়া বর্দ্ধিত করিবে। নাভিস্থানটি তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া মধ্যভাগে কর্ণিকা এবং অপর অংশদ্বয়ে আটটি পাপড়ি করিবে।

খদিরাদি কাষ্ঠনির্ম্মিত স্রুবের অভাবে কি করিতে হইবে, তদ্বিষয় রাঘবভট্ট বশিষ্ঠ-সংহিতা হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ''দুইটি নিশ্ছিদ্র, অচির পলাশপত্র অথবা দুইটি অশ্বত্থ পত্রকে সংক্ষিপ্ত হোম কর্ম্মে স্রুক স্রুব রূপে ব্যবহার করিবে। বিশ্বকর্ম্মা কুণ্ডের দোষের কথা বলিয়াছেন। যথা—''যথোক্ত পরিমাণের অধিক খাত (গর্ত) হইলে কর্ত্তা রোগী হইবে এবং যথোক্ত পরিমাণ অপেক্ষা হীন কুণ্ডকর্ত্তার ধেনু এবং ধন ক্ষয় হয়। কুণ্ড বক্র হইলে সন্তাপ এবং মেখলা ছিন্ন হইলে মৃত্যু হয়। কুণ্ড মেখলাশূন্য হইলে শোক এবং অধিক মেখলাযুক্ত হইলে বিত্তের ক্ষয় হয়। যোনিশূন্য কুণ্ড ভার্য্যার বিনাশক হয়। কণ্ঠবর্জ্জিত কুণ্ড অপত্য-ধ্বংসকারী হয়।'' দোষযুক্ত কুণ্ডের এইরূপ কুফল কীর্ত্তন করাতেই বশিষ্ঠসংহিতায় বলা হইয়াছে ''অতএব সকল বিষয় পরীক্ষা করিয়া কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে, অথবা সংক্ষিপ্ত হোমকার্য্যে গুরুবেদিযুক্ত একহস্তপরিমিত স্থণ্ডিল করিবে।'' ক্রিয়াসারে বলা হইয়াছে, ''যদি উক্ত প্রকার কুণ্ড নির্ম্মাণ অসম্ভব হয়, তাহলে স্থণ্ডিলকেই আশ্রয় করিবে।'' সারসংহিতা নামক গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—''নিত্য, নৈমিত্তিক অথবা কাম্যহোম স্থণ্ডিলেই করিবে। ঐ স্থণ্ডিল চারিদিকে একহস্তপরিমিত চারকোণা করিবে।'' ''জপাদির সংখ্যা উক্ত না হইলে, এক শত আট বা সহস্র সংখ্যা গ্রহণ করিবে।'' হোমমন্ত্রের অন্তে যে ''স্বাহা''র যোগ করিতে হইবে, একথা যজ্ঞপার্শ্ব বলিয়াছেন, যথা— ''দক্ষিণ হস্তে ত্রিমধুর সম্মিলিত হবি গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া স্বাহান্ত মন্ত্রে হস্ত ন্যুব্জ (সঙ্কুচিত) করিয়া হোম করিবে।'' ত্রিমধুর শব্দের অর্থ ঘৃত, মধু এবং শর্করা। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে বক্ষ্যমাণ বচন দ্বারা হবনীয় দ্রব্যসমূহের মধ্যে ঘৃতের সর্ব্বোৎকৃষ্টত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ''দূর্ব্বাহোম অতিশ্রেষ্ঠ, তাহাতে স্বর্গে পূজনীয় হয়। ইক্ষু দ্বারা হোম করিলে দূর্ব্বাহোম অপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্য প্রাপ্ত হয়। শস্য দ্বারা হোম করিলে আবার উহা অপেক্ষা দশগুণ পুণ্য হয়। ব্রীহি দ্বারা হোম করিলে তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ পুণ্য হয়, যবহোমে তদপেক্ষা চতুর্গুণ, তিল হোমে আবার তাহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক পুণ্য হয়। বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিলে এতদপেক্ষা দশগুণ অধিক, এবং ঘৃতহোমে তদপেক্ষাও অষ্টগুণ পুণ্য লাভ হয়।'' সংস্কৃত বচনে যে বহ্নিজায়া শব্দ আছে, তাহার অর্থ স্বাহা। কেন না বক্ষ্যমাণ স্মৃতির বচন দ্বারা হোমে মন্ত্রের ব্যবহারই জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। ''মন্ত্রটি ওঙ্কার দ্বারা পূত এবং স্বাহান্ত হইবে এবং 'স্বাহা' কথাটির উচ্চারণ শেষ হইলেই বিচক্ষণ ব্যক্তি মন্ত্রোক্ত দেবতাকে ধ্যান করত হবন করিবে।'' মন্ত্রতত্ত্ব প্রকাশ নামক গ্রন্থে—যে মন্ত্র স্বভাবতঃ স্বাহান্ত তাহাতে আর একটি 'স্বাহা' যোগের কথা নিষেধ করা হইয়াছে। যথা—''যে মন্ত্রের অন্তে আপনা হইতেই নমঃ শব্দ অবস্থিত, তাহাতে আর নমঃ শব্দের যোগ করিবে না। আর যে মন্ত্রের অন্তে আপনা হইতেই স্বাহা আছে, তাহাতে আর স্বাহা

পোষ করিবে না। যে দিকে কি পূজা, কি হোম, সর্ব্বত্রই এই ব্যবস্থা জানিবে। তন্ত্রশাস্ত্রে এ স্থলে ঠদ্বয়ম—অর্থাৎ শেষ অর্থ। দ্বিঠ শব্দের অর্থ স্বাহা, কারণ লিপিতে ঠ এবং বিন্দু ০ সমান আকার বলিয়া, ঠ শব্দের অর্থ বিন্দু ০। সে ঠ বা ০ র দ্বিত্ব অর্থাৎ ঃ ঐ বিসর্গ শক্তিস্বরূপ। এই জন্য দ্বিঠ শব্দ দ্বারা অগ্নির শক্তি স্বাহা উক্ত হইয়াছে। রাঘবভট্ট এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই জন্য বর্ণাভিধান নামক গ্রন্থে স্বাহার পর্য্যায়ে "দ্বিঠ, দ্বয়, এবং অনলপ্রিয়া এই তিনটি শব্দ উক্ত হইয়াছে। হোমে স্বাহা শব্দ দ্বারা দ্রব্যের ত্যাগার্থক হরিশর্ম্মা, "উপবিষ্টহোমাঃ স্বাহাকারপ্রদানা জুহোতয়ঃ" এই বাক্যটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ বাক্যে "স্বাহাকারপ্রদান" এই শব্দটির "স্বাহা এই শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক দ্রব্য প্রদান অর্থাৎ ত্যাগ হয় যাহাতে, এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে অতএব স্বাহা শব্দটি যখন প্রদানবাচক, তখন উহার উচ্চারণেই হবির ত্যাগ সিদ্ধ হওয়াতে মন্ত্রে একবার স্বাহা থাকিলেই অভিপ্রেতার্থ সিদ্ধ হওয়ায় দ্বিতীয়বার স্বাহার উচ্চারণ অনর্থক হইয়া পড়ে, ভট্টভাষ্যে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তবে এস্থলে এই একটি সূক্ষ্ম কথাও মনে করে রাখিতে হইবে, স্বাহা শব্দ সেই স্থলেই প্রদানের বাচক হইবে, যে স্থলে মন্ত্রস্থিত নাম-পদে চতুর্থী বিভক্তি থাকিবে। ১৭৮।।

অতএব জয়ন্তীত্যাদৌ "নমঃস্বাহয়োর্নথাযথং পুনর্দেয়তে" তি। মুক্তপাণিনেতি শাখান্তরীয়ং;

"উত্তানেনৈব হস্তেন অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ পীড়িতং।
সংহতাঙ্গুলিপাণিস্তু বাগ্যতো জুহুয়াদ্ধবিঃ।।"

ইতি মহাদাননির্ণয়ধৃতগোভিলবচনাৎ। এতদ্বচনং পরিশিষ্টীয়মিতি মাধবাচার্য্যঃ। ভবিষ্যেঽপি,

"অন্তর্হীস্তু ঘৃতাদীনাং স্রুবেণাধোমুখেন তু।
সর্ব্বেষামন্তর্হীস্তু সৈবেনোত্তানপাণিনা।।"

স্রুবস্তু পঞ্চাঙ্গুলাংস্তাক্ত্বা শঙ্খমুদ্রয়া ধার্য্যঃ,

"পঞ্চাঙ্গুলান্ বহিস্ত্যক্ত্বা ধারয়েচ্ছঙ্খমুদ্রয়া।"

ইতি বাচস্পতিমিশ্রকৃতমহাদাননির্ণয়ধৃতবচনাৎ। অগ্নের্নামানি চ গোভিলপুত্রকৃতগৃহ্যসংগ্রহে,

"লৌকিকে পাবকো হ্যগ্নিঃ প্রথমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
অগ্নিস্তু মারুতো নাম গর্ভাধানে বিধীয়তে।।
পুংসবনে চন্দ্রনামা শুঙ্গাকর্ম্মণি শোভনঃ।
সীমন্তে মঙ্গলো নাম প্রগলভো জাতকর্ম্মণি।।

নাম্নি স্যাৎ পার্থিবো হ্যগ্নিঃ প্রাশনে চ শুচিস্তথা।
সত্যনামা চ চূড়ায়াং ব্রতাদেশে সমুদ্ভবঃ।।
গোদানে সূর্য্যনামা চ কেশান্তে হ্যগ্নিরুচ্যতে।
বৈশ্বানরো বিসর্গে তু বিবাহে যোজকস্তথা।।"

লৌকিকে নবগৃহপ্রবেশাদৌ। গোদানে গোদানাখ্যসংস্কারে।

"চতুর্থ্যান্তু শিখী নাম ধৃতিরগ্নিস্তথাপরে।" অপরে ধৃতিহোমাদৌ।

"প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ।"

প্রায়শ্চিত্তে প্রায়শ্চিত্তাত্মকমহাব্যাহৃতিহোমাদৌ। পাকযজ্ঞে পাকাঙ্গবৃষোৎসর্গগৃহপ্রতিষ্ঠাহোমাদৌ।

"শতহোমে কৃশানুঃ স্যাৎ সহস্রে তু তনূনপাৎ।
লক্ষহোমে চ বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ।।
পূর্ণাহুত্যাং মৃড়ো নাম শান্তিকে বরদঃ সদা।
পৌষ্টিকে বলদশ্চৈব ক্রোধোঽগ্নিশ্চাভিচারকে।।
বশ্যার্থে কামদো নাম বনদাহে চ সূচকঃ।
কোষ্ঠে তু জঠরো নাম ক্রব্যাদো মৃতভক্ষণে।।
আহুয় চৈব হোতব্যো যত্র যো বিহিতোঽনলঃ।।" তথা,

"শুভং পাত্রন্তু কাংস্যং স্যাত্তেনাগ্নিং প্রণয়েদ্বুধঃ।
তস্যাভাবে শরাবেণ নবেনাভিমুখঞ্চ তম্।।"

"বিশেষনামাজ্ঞানে গুণবিষ্ণুধৃতা স্মৃতিঃ,
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ।
বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীতঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।।"

অগ্নিপ্রণয়নানন্তরং সর্ব্বত ইত্যস্য পাঠো যুজ্যতে, প্রণীত ইতি মন্ত্রলিঙ্গাৎ। অন্যথা স্থাপনানন্তরমেতদভিধানং ব্যর্থং স্যাৎ। গুণবিষ্ণুনা শ্রুতিরিতি কৃত্বা সর্ব্বতঃপাণিপাদান্ত ইতি লিখিতম্। এবঞ্চ দুর্গাপূজনস্য পৌষ্টিককর্ম্মত্বাত্তদঙ্গহোমে বলদনামাগ্নিরিতি। ধ্যানমাদিত্যপুরাণে,

"পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।"

যত্তু প্রকৃতকর্ম্মবৈগুণ্যপ্রশমনায় শাট্যায়নহোমাভিধানং ভবদেবভট্ট-সম্মতং, তন্ন প্রামাণিকং, তস্মাদপি মহাপ্রামাণিকৈর্ভট্টনারায়ণচরণৈ-

গোভিলভাষ্যে তদপ্রমাণীকৃতত্বাৎ। ছন্দোগপরিশিষ্টেঽপি প্রায়শ্চিত্তার্থং প্রকারত্রয়মাত্রমুক্তং যথা,

"যত্র ব্যাহৃতিভির্হোমঃ প্রায়শ্চিত্তাত্মকো ভবেৎ।
চতস্রস্তত্র বিজ্ঞেয়াঃ স্ত্রীপাণিগ্রহণে যথা।।
অপি বাজ্ঞাতমিত্যেষা প্রাজাপত্যাপি বাহুতিঃ।
হোতব্যা ত্রিবিকল্পোঽয়ং প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ স্মৃতঃ।।"

ত্রিবিকল্প ইত্যনেন কল্পান্তরনিষেধাদ্গোভিলীয়কর্ম্মণি শাট্যায়নহোমো ন যুক্তঃ কিন্তু ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিশ্চতসৃভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমো যুক্তঃ। বিশারদপ্রভৃতয়োঽপ্যেবং। শাট্যায়নহোমস্য সমূলত্বেঽপি শাখান্তরীয়ত্বম্।। ১৭৯।।

এই জন্যই "জয়ন্তী'মঙ্গলা" ইত্যাদি মন্ত্রে "নমঃ" এবং "স্বাহা" এই দুইটি শব্দই যথাযথ স্থানে সন্নিবেশিত করাই শাস্ত্রসম্মত। পূর্ব্বে যে "পূর্ব্বমুখ হইয়া স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা ন্যুব্জহস্তে হোম করিবে" এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, ইহা অন্য শাখীয়দিগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে, কেননা মহাদাননির্ণয় নামক গ্রন্থে—"হাত চিত করিয়া এবং সকল আঙ্গুল গুলি পরস্পর সংলগ্ন ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগের দ্বারা পীড়িত (চাপা) করত সংযতবাক্ হইয়া হবি প্রদান করিবে" গোভিলের এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, গোভিল সামবেদীয় দিগের ব্যবস্থাপক, তিনি যখন হাত চিত করিয়া হোম করিতে বলিতেছেন, তখন "ন্যুব্জপাণি" উপুড়হাতে হোম করা অপর শাখীয়দিগের পক্ষেই বুঝিতে হইবে। মাধবাচার্য্য এই বচনটীকে ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণেও বলা হইয়াছে, স্রুবকে অধোমুখ (উপুড়) করিয়া ঘৃতাদির আহুতি প্রদান করিবে। এবং হাত চিত করিয়া দৈবতীর্থ (অঙ্গুলি সকলের অগ্রভাগ) দ্বারা তিল ও আজ্যের আহুতি প্রদান করিবে।" স্রুবকে হাতটি শাঁখের মত করিয়া ধারণ এবং উহার বাঁটের পাঁচ আঙ্গুল হাতের বাহিরে যাহাতে থাকে, এইরূপভাবে ধারণ করিবে। এ বিষয় বাচস্পতিমিশ্র স্বকৃত মহাদাননির্ণয়ে "বাহিরে পাঁচ আঙ্গুল ত্যাগ করিয়া শঙ্খমুদ্রা দ্বারা স্রুব ধারণ করিবেন, এই বচনটি প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোভিলের পুত্র গৃহ্যসংগ্রহ নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন্ কোন্ কর্ম্মের হোমে অগ্নির কিরূপ নাম করিতে হইবে, তাহা লিখিত হইয়াছে, যথা, লৌকিক অর্থাৎ গৃহপ্রবেশাদি কর্ম্মে যে হোম করা হইবে, তাহাতে অগ্নির নাম পাবক রাখিতে হইবে, ইহাই প্রথম নাম। গর্ভাধানাদি কর্ম্মের হোমে অগ্নির নাম মারুত রাখিতে হইবে। পুংসবনের হোমে অগ্নির নাম চন্দ্র, এবং শুঙ্গাকর্ম্মের (সাগ্নিকগণকর্ত্তব্য দ্বিতীয় পুংসবনরূপ কর্ম্মবিশেষের) হোমে অগ্নির নাম শোভন হইবে। সীমান্তোন্নয়নের হোমে অগ্নির নাম হইবে মঙ্গল, আর জাতকর্ম্মের হোমে উহার নাম প্রগল্ভ। নামকরণের হোমে অগ্নির

নাম হইবে পার্থিব, এবং অন্নপ্রাশনের হোমে উহার নাম হইবে শুচি। চূড়াকরণের হোমে উহার নাম হইবে সত্য, এবং উপনয়নের হোমে উহার নাম হইবে সমুদ্ভব। গোদান নামক সংস্কারের হোমে উহার নাম হইবে সূর্য্য এবং কেশান্তসংস্কারে উহার নাম অগ্নিই থাকিবে। বিসর্গ অর্থাৎ মহাদান কর্ম্মে অগ্নির নাম বৈশ্বানর এবং বিবাহকর্ম্মে অগ্নির নাম যোজক রাখিতে হইবে মূল সংস্কৃতে যে লৌকিক শব্দটি আছে, তাহার অর্থ গৃহপ্রবেশাদি কার্য্য এবং গোদানের অর্থ গোদান সংস্কার। চতুর্থী (১) (বিবাহের পর চতুর্থ দিনের রাত্রে শাস্ত্র সম্মত একটি কার্য্য আছে। বাঙ্গালী দিগের মধ্যে উহার পরিবর্ত্তে ফুল শয্যা হইয়াছে। ঐ চতুর্থী কর্ম্ম কুশণ্ডিকার সহিতই করা হয়।) নামক কর্ম্মে অগ্নির শিখী এই নাম রাখিতে হইল, এবং 'অপর' কার্য্যে অগ্নির নাম ধৃতি হইবে। স্মার্ত্ত অপর শব্দের অর্থ করিয়াছেন 'ধৃতিহোমাদি'। প্রায়শ্চিত্তহোমের অগ্নির নাম বিধু এবং পাকযজ্ঞে 'সাহস' এই নাম হইবে। প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মহাব্যাহৃতি হোমাদি। পাকযজ্ঞ শব্দের অর্থ যাহাতে চরু পাক করিতে হয়,—অর্থাৎ বৃষোৎসর্গ এবং গৃহপ্রতিষ্ঠা কার্য্যের হোমাদি। শতহোমে অগ্নির নাম কৃশানু হইবে। সহস্র হোমে তনূনপাৎ এই নাম হইবে। লক্ষ হোমে বহ্নি এবং কোটি হোমে হুতাশন এই নাম হইবে। পূর্ণাহুতি দিবার সময় অগ্নির নাম মৃড় রাখিবে। শান্তিনিমিত্তক কর্ম্মে অগ্নির নাম বরদ, এবং পৌষ্টিক অর্থাৎ ধনজনাদিবর্দ্ধনকারী কর্ম্মের হোমে বলদ এই নাম হইবে। আভিচারিক কার্য্যে অগ্নির নাম ক্রোধ, বশীকরণ কর্ম্মের হোমে কামদ এবং বনদাহে সূচক এই নাম হইবে। কোষ্ঠ নামক কর্ম্মে অগ্নির নাম জঠর এবং অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় অগ্নির নাম ক্রব্যাদ হইবে। যে যে কর্ম্মের জন্য অগ্নির যে যে নাম করা হইল সেই সেই কর্ম্মে অগ্নিকে সেই সেই নাম দ্বারা আহবান করিয়া পরে হোম করিবে। এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি বিশুদ্ধ কাংস্য পাত্রে অগ্নিকে আপনার অভিমুখে প্রস্তুত করিবে, কাংস্য পাত্রের অভাবে নূতন শরাতে অগ্নি প্রস্তুত করিবে।

যে সকল কর্ম্মের জন্য অগ্নির কোন বিশেষ নামকরণ জ্ঞাত না হওয়া যায়, সেই সকল কর্ম্মে গুণবিষ্ণুধৃত বক্ষ্যমাণ স্মৃতিবাক্যই অবলম্বনীয়; যথা সর্ব্বদিকেই যাহার হস্ত এবং পাদ, যাহার সকল দিকেই চক্ষু, মস্তক এবং মুখ, সেই বিশ্বরূপ মহান্ অগ্নি সকল কর্ম্মের জন্যই প্রণীত হইয়াছেন। মন্ত্রমধ্যে প্রণীত এই কথাটি যে ব্যবহৃত হইয়াছে, উহার অর্থ আত্মাভিমুখে আনীত বা প্রস্তুত, সুতরাং ঐ কথাটির অনুরোধে অগ্রে অগ্নিকে আত্মাভিমুখে আনয়ন বা প্রস্তুত করিয়া, অনন্তর ঐ মন্ত্রটি পাঠ করাই যুক্তিসঙ্গত। নতুবা অগ্নিস্থাপনের এই মন্ত্রটি বলাই ব্যর্থ হয়। গুণবিষ্ণু এই স্মৃতির বচনকে শ্রুতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সে যাহা হউক্, দুর্গাপূজাটি যখন পৌষ্টিক কর্ম্ম তখন তাহার অঙ্গীভূত হোমে অগ্নির নম 'বলদ'ই রাখিতে হইবে। আদিত্য পুরাণে অগ্নির এই ধ্যানটি লিখিত হইয়াছে। —যাহার ভ্রূ, শ্মশ্রু, কেশ এবং চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ, অঙ্গ সকল এবং জঠর স্থূল ও বর্ণ অরুণ (লাল) সেই অগ্নি ছাগলের উপর আরূঢ়, অক্ষমাল যুক্ত সপ্তার্চ্চি সম্পন্ন এবং শক্তিধারী।

প্রকৃত কর্ম্মের বৈগুণ্য শান্তির জন্য ভবদেব ভট্ট যে শাট্যায়ন-হোমের কথা বলিয়াছেন, উহাকে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য করিতে পারা যায় না; কারণ ভবদেব অপেক্ষা মহাপ্রামাণিক ভট্ট নারায়ণ স্বকৃত গোভিলভাষ্যে উহা অপ্রামাণিক বলিয়াই স্থির করিয়াছেন। ছন্দোগপরিশিষ্টেও প্রায়শ্চিত্তের নিমিত্ত তিনটি প্রকার উক্ত হইয়াছে, যথা—১) যে স্থলে মহাব্যাহৃতি মন্ত্র দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্ত হোম করিবে, সে স্থলে তুঁহ বিবাহে যেমন "ভূঃ স্বাহা" "ভুবঃ স্বাহা" "স্বঃ স্বাহা, এবং ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা এই চারিমন্ত্র পড়িয়া চারবার আহুতি দেওয়া হয়, সেইরূপ করিবে। অথবা কোন অজ্ঞাত প্রকারে হোম করিবে। কিম্বা প্রাজাপত্য মন্ত্র (২) (প্রাজাপত্য মন্ত্র "প্রজাপতয়ে স্বাহা।") দ্বারা আহুতি প্রদান করিবে। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে এই তিন প্রকার বিকল্পই উক্ত হইয়াছে। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে এই তিনটিই পক্ষ এইরূপ স্পষ্ট করিয়া নির্দ্দেশ করায় গোভিলের মতানুবর্ত্তী কর্ম্মে শাট্যায়ন হোম অযুক্ত বলিয়া জানা উচিত। পরে মহাব্যাহৃতিমন্ত্র গুলিকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে এবং একসঙ্গে উচ্চারণপূর্ব্বক চারিটি আহুতি দ্বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম করাই উচিত। বিশারদ প্রভৃতিরাও এই কথা বলিয়াছেন। যদিও শাট্যায়ন হোম স্মৃতিমূলক বটে, কিন্তু উহা ভিন্ন শাখী পক্ষে কর্ত্তব্য, সামবেদীয়দিগের নহে। ১৭৯॥

অগ্নেঃ শুভলক্ষণমাহ বায়ুপুরাণং,—

"অর্চ্চিষ্মান্ পিণ্ডিতশিখঃ সর্পিঃকাঞ্চনসন্নিভঃ।
স্নিগ্ধঃ প্রদক্ষিণশ্চৈব বহ্নিঃ স্যাৎ কার্য্যসিদ্ধয়ে॥"

ব্রহ্মপুরাণে,—

"ক্রুদ্ধক্রোধস্বরাযুক্তো হীনমন্ত্রং জুহোতি যঃ।
অপ্রবৃদ্ধে সধূমে বা সোঽন্ধঃ স্যাদন্যজন্মনি॥
অল্পে রুক্ষে সস্ফুলিঙ্গে বামাবর্ত্তে ভয়ানকে।
আর্দ্রকাষ্ঠৈশ্চ সম্পন্নে ফুৎকারবতি পাবকে॥
কৃষ্ণার্চ্চিষি সুদুর্গন্ধে তথা লিহতি মেদিনীম্।
আহুতিং জুহুয়াদ্যশ্চ তস্য নাশো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

আপস্তম্বঃ। "নাপ্রোক্ষিতমিন্ধনমগ্নাবাদধ্যাদি"তি। পূজামাহ মার্কণ্ডেয়-পুরাণং,

"সংপূজয়েত্ততো বহ্নিং দদ্যাচ্চৈবাহুতিং ক্রমাৎ।"

কর্ম্মতৎসংবাদিনী স্মৃতিঃ,

"আদৌ তু দেবতোদ্দেশৈস্ত্বেরিরকৈশাখিনোঃ।
কাম্যাধ্যন্দিনানাঞ্চ পশ্চাদুল্লেখয়েৎ সুরান্॥"

অন্যেষাং নাস্ত্যেব দেবতোদ্দেশঃ। স্মৃত্যর্থসারমদনপারিজাতয়োঃ,

"সন্নিধৌ যজমানঃ স্যাদুদ্দেশত্যাগকারকঃ।
অসন্নিধৌ তু পত্নী স্যাদুদ্দেশত্যাগকারিকা॥"

"অসন্নিধৌ তু পত্ন্যাঃ স্যাদধ্বর্য্যুস্তদনুজ্ঞয়া।
উন্মাদে প্রসবে চার্ত্তৌ কুর্ব্বীতানুজ্ঞয়া বিনা।"

অধ্বর্য্যুর্যজুর্ব্বেদিহোমকর্ত্তা। পূর্ণাহুতিস্তূত্থায় সর্ব্বৈর্দাতব্যা, যথা অগ্নিপুরাণং,

"মূর্দ্ধানন্দিবমন্ত্রেণ সংস্রবেণ চ ধারয়া।
দদ্যাদুত্থায় পূর্ণাং বৈ নোপবিশ্য কদাচন॥"

পরার্দ্ধং ভবিষ্যেঽপি। "মূর্দ্ধানন্দিবে"তি যজুর্ব্বেদিনাং মন্ত্রঃ। সমাগানান্তু 'পূর্ণহোমমি'ত্যাদি। শান্তিদীপিকায়াং। বশিষ্ঠঃ,

"দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং বহ্নের্ঘৃতেনাম্বু বিনা বুধঃ।
পয়সা শীতলীকুর্য্যাদৈশান্যাং ভস্ম চাহরেৎ॥"

"ঐশান্যামাহরেদ্ভস্ম স্রুচা বাথ স্রুবেণ বা।
বন্দনাং কারয়েত্তেন শিরঃকণ্ঠাংশকেষু চ॥
কশ্যপস্যেতি মন্ত্রেণ যথানুক্রমযোগতঃ।
ততঃ শান্তিং প্রকুর্ব্বীত অবধারণবাচনম্।
দক্ষিণা চ প্রদাতব্যা গ্রহাদীনাং বিসর্জ্জনম্॥"

শান্তির্ব্বামদেব্যগানাদিঃ।

"পর্য্যুক্ষণঞ্চ সর্ব্বত্র কর্ত্তব্যমদিতেঽন্বিতি।
অন্তে চ বামদেব্যস্য গানমিত্যথবা ত্রিধা॥"

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাৎ। গানং কুর্য্যাদৃচস্ত্রিধেতি বা পাঠঃ। অবধারণমচ্ছিদ্রাবধারণং। তত্র দক্ষিণানন্তরং কর্ত্তব্যং, ন তু পাঠক্রমাদরঃ।

বৃথা বিপ্রবচো যস্তু গৃহ্লাতি মনুজঃ শুভে।
অদত্ত্বা দক্ষিণাং বাপি স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥" ইতি নারদীয়াৎ। অতএব ভবদেবভট্টেনাপি বামদেব্যগানানন্তরং দক্ষিণোক্তা। এবং বশিষ্ঠেন দক্ষিণানন্তরং বিসর্জ্জনাভিধানেন শ্রাদ্ধেঽপি তথা দর্শনেনানিক্ষিপ্তকালাঙ্কস্য প্রধানকালকর্ত্তব্যত্বেন চ শারদ্যাঃ পূজায়া নবম্যামেব দক্ষিণা দেয়া। ব্যক্তং মৎস্যসূক্তে,

''নবম্যাং পূর্ব্ববৎ পূজা কর্ত্তব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
দক্ষিণাবন্ধুযুক্তঞ্চ আচার্য্যায় নিবেদয়েৎ।।''

ন তু দেবীবিসর্জ্জনানন্তরং দক্ষিণেতি দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ্যুক্তং যুক্তম্।

''উত্তরেণ নবম্যান্তু বলিভিঃ পূজয়েচ্ছিবাং।
শ্রবণেন দশম্যান্তু প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।।''

ইত্যনেন,

''আর্দ্রায়াং বোধয়েদ্দেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েৎ।
পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং সংপূজ্য শ্রবণেন বিসর্জ্জয়েৎ।।''

ইত্যত্র স্থানির্দ্দেশেন চ নবম্যুত্তরাষাঢ়য়োঃ পূজান্ততাপ্রতীতেঃ।

''আশ্বিনে মাসি শুক্লে তু কর্ত্তব্যং নবরাত্রিকং।
প্রতিপদাদিক্রমেণৈব যাবচ্চ নবমী ভবেৎ।
ত্রিরাত্রং বাপি কর্ত্তব্যং সপ্তম্যাদি যথাক্রমম্।।''

ইতি কৃত্যকল্পলতাধৃতভবিষ্যোত্তরবচনে পূজনস্য নবম্যন্ততাপ্রতীতেঃ। কর্ম্মান্তে ছন্দোগপরিশিষ্টেন দক্ষিণাবিধানাচ্চ। যথা,—

''ব্রাহ্মণে দক্ষিণা দেয়া যত্র যা পরিকীর্ত্তিতা।
কর্ম্মান্তেঽনুচ্যমানায়াং পূর্ণপাত্রাদিকা ভবেৎ।।'' ১৮০।।

বায়ুপুরাণে হোমের শুভলক্ষণ এইরূপে বলা হইয়াছে—''অর্চ্চিষ্মান্ (অত্যন্ত উজ্জ্বল) এবং যাহার শিখা সকল একত্র পিণ্ডীভূত হইয়াছে, ঘৃতপ্রদান সময়ে সুবর্ণসদৃশ আভাযুক্ত, স্নিগ্ধ এবং প্রদক্ষিণ (যাহার জ্বালা দক্ষিণাবর্ত্তে উদগত) এইরূপ অগ্নিই কার্য্য-সিদ্ধির সূচক। ব্রহ্মপুরাণে বলা হইয়াছে, যে ব্যক্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্রোধ অথবা ত্বরা দ্বারা আবিষ্ট হইয়া অপ্রজ্বলিত বা সধূম অগ্নিতে ভাল করে মন্ত্র না পড়িয়াই হবন করে, সে জন্মে জন্মে অন্ধ হয়। অল্পপরিমিত, রুক্ষ স্ফুলিঙ্গের সহিত বর্দ্ধমান, দক্ষবর্ত্ম, ভয়ঙ্কর, ভিজা কাষ্ঠযুক্ত সোঁ সোঁ শব্দকারী, কৃষ্ণবর্ণশিখাসম্পন্ন অতি দুর্গন্ধ, এবং ভূমিকাপরিলেহনকারী অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান করে, তাহার নিশ্চয় মৃত্যু হয়। আপস্তম্ব বলিয়াছেন 'অগ্নিতে অপ্রোক্ষিত ইন্ধন প্রদান করিবে না'। মার্কাণ্ডেয় পুরাণে অগ্নিকে পূজা করিবার কথা বলা হইয়াছে,—অগ্নিকে সম্যক্ পূজা করিয়া যথাক্রমে আহুতি হবন করিবে। যজুর্ব্বেদীয় গৃহ্যনিবন্ধকার কর্ম্মাচার্যসম্মত স্মৃতির এইরূপ বচন দৃষ্ট হয় ''তৈত্তিরীয়, কঠ, কাণ্ব এবং মাধ্যন্দিনী শাখীয়দিগের অগ্রে দেবতার উদ্দেশে ঘৃত রাখিয়া পরে দেবতার উল্লেখ করিয়া হোম করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই, সাধারণতঃ 'ইন্দ্রায় স্বাহা'' বলে আহুতি দিয়া ইদং ইন্দ্রায় বলিয়া ঘৃত দেবতার

উদ্দেশে রক্ষা করে, কিন্তু উপরিউক্ত চার শাখীয় লোকেরা অগ্রে ''ইদং ইন্দ্রায়'' বলে দেবতার উদ্দেশ করিয়া পরে ''ইন্দ্রায় স্বাহা'' বলিয়া হোম করণানন্তর 'ইদং ইন্দ্রায়' বলিয়া ঘৃত রক্ষা করিবে। ইহার দ্বারা এইরূপ নিশ্চয় হইতেছে যে, অপরবেদীয়দিগের ''দেবতার উদ্দেশে'' করা কার্য্যটি একপ্রকারেইনাই। স্মৃত্যর্থসার এবং মদনপারিজাত নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, ''কার্য্যের সময় যজমান গৃহে উপস্থিত থাকিলে 'ইদং ইন্দ্রায়' বলিয়া দেবতার উদ্দেশে অন্য পাত্রে ঘৃত রাখা হয়, সে কার্য্যটি যজমানই করিবে। যজমানের অনুপস্থিতিতে তাহার পত্নীই ঐ কার্য্য করিবে। যজমানের পত্নীও যদি উপস্থিত না থাকে, তাহলে তাহার অনুজ্ঞাক্রমে অধ্বর্য্যুই ঐ কার্য্য করিবেন কিন্তু যজমানপত্নী যদি উন্মাদ, প্রসব বা পীড়া বশত অনুপস্থিত থাকে তবে তাহার অনুমতি ব্যতিরেকেই অধ্বর্য্যু ঐ কার্য্য করিতে পারিবেন। অধ্বর্য্যু শব্দের অর্থ যজুর্ব্বেদীয় দিগের হোতা। সকল বেদীয় ব্যক্তিরা দণ্ডায়মান হইয়াই পূর্ণাহুতি যে প্রদান করিবে, একথা অগ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে, যেমন মূর্দ্ধানন্দিব এই মন্ত্র পাঠ করত বরাবর ধারাটি যাহাতে সংলগ্ন থাকে, এইভাবে পূর্ণাহুতি দণ্ডায়মান হইয়া দিবে, বসিয়া বসিয়া কখনই পূর্ণাহুতি দিবে না। ''মূর্দ্ধনন্দিব'' এই মন্ত্রটি যজুর্ব্বেদীয়দিগের সামবেদীয়দিগের ''পূর্ণহোমং ইত্যাদি স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে। শান্তিদীপিকা নামক গ্রন্থে বশিষ্ঠের নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা ''বিদ্বান্ বিনা জলে কেবল ঘৃত দ্বারাই অগ্নিকে পাদ্যাদি প্রদান করিবে। হোমের পর জল দ্বারা অগ্নিকে শীতল করিবে এবং ঈশান কোণের দিকে ভস্ম সরাইয়া দিবে। স্রুক্ বা স্রুব দ্বারা উক্তরূপ ভস্ম সরাণ কর্মটি করিবে। ঐ স্রুক্ বা স্রুবের গায়ে যে ভস্ম সংলগ্ন থাকিবে তাহা দ্বারা ললাট, কণ্ঠ এবং উভয় স্কন্ধে তিলক ধারণ করিবে। পূর্ব্বে যে ললাট কণ্ঠ এবং উভয় স্কন্ধে হোমের ফোঁটা করিবার কথা বলা হইল, উহাতে যথাক্রমে ''কশ্যপস্য'' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

ললাট ফোঁটা করিবার সময় ''কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং'' এই মন্ত্র বলিবে, কণ্ঠে ফোঁটা করিবার সময় 'জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং' এই মন্ত্র বলিবে এবং উভয়স্কন্ধে ফোঁটা করিবার সময় ''যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং'' এই মন্ত্র বলিবে।

তাহার পর শান্তি অচ্ছিদ্রাবধারণ মন্ত্রের পাঠ। অনন্তর দক্ষিণা দিবে। এবং গ্রহাদির বিসর্জ্জন করিবে।'' শান্তি শব্দের অর্থ এখানে ''মহাবামদেব্য ঋষি'' ইত্যাদি মন্ত্রের গান—অর্থাৎ যাহা পাঠ করত শান্তিজল দেওয়া হয়। কেননা, আমরা ছন্দোগপরিশিষ্টের বচন দেখিতে পাই সর্ব্বত্রই ''আদিতে অনুমন্যস্ব'' এই মন্ত্র পাঠ করত প্রদক্ষিণ করা কর্ত্তব্য এবং কার্য্যের শেষে ''মহাবামদেব্য'' ইত্যাদি মন্ত্রের সুর করিয়া গান করিবে, যদি যথাযথ স্বরসংযোগে গান করিতে অসমর্থ হয়, তবে ঐ মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। কোন কোন পুস্তকে ''এই ঋকের তিনবার গান করিবে।'' এইরূপ পাঠও দৃষ্ট হয়। উপরি উক্ত বশিষ্ঠের বচনে যে ''অবধারণ'' শব্দটি আছে, তাহার অর্থ অচ্ছিদ্রাবধারণ। এই অচ্ছিদ্রাবধারণ কার্য্যটি যদিও বশিষ্ঠের বচনে দক্ষিণাদিবার অগ্রে পঠিত হইয়াছে,

তা হইলেও দক্ষিণাদানের পরই উহা কর্তব্য; এখানে পাঠক্রমের আদর করা হইবে না। কেননা ব্যাস স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, "যে মনুষ্য দক্ষিণা না দিয়া শুভকার্য্যে বৃথা (শুধু শুধু) অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের বাক্য গ্রহণ করে, সে ঘোর নরকে গমন করে।" এই জন্য ভবদেব ভট্টও 'বহুদেবা' গানের পরই দক্ষিণা দিবার কথা বলিয়াছেন। আর একটি কথা এই যে, বশিষ্ঠ দক্ষিণা দিবার পরই বিসর্জন করিবার কথা বলিয়াছেন, অতএব দক্ষিণাদানের পরই ব্রাহ্মণগণের বিসর্জন দৃষ্ট হয় এবং কর্মের যে 'অঙ্গ' করিবার জন্য কোন একটি বিশেষ সময় নির্দিষ্ট হয় নাই, তাহা ঐ প্রধানভূত কর্মের জন্য নির্দিষ্ট কালেই করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় শারদীয় পূজার দক্ষিণা নবমীতেই দেওয়া উচিত। নবমীতেই যে দক্ষিণা দেওয়া উচিত, একথা কেবল আমার যুক্তিমূলক নহে, শাস্ত্রের প্রমাণ আছে, দেখ, মৎস্যসূক্তে একথা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। "ঐশ্বর্য্যাভিলাষী ব্যক্তি নবমীতে পূর্ব্ববৎ পূজা করিবে। এবং আচার্য্যকে দক্ষিণাস্বরূপ এক জোড়া বস্ত্র প্রদান করিবে।" অতএব দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী নামক নিবন্ধে দেবীবিসর্জনের পর যে দক্ষিণা প্রদানের কথা বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত নহে, কেননা, দেখ, উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্রযুক্ত নবমীতে বলিদানপূর্ব্বক শিবাকে প্রকৃষ্টরূপে পূজা করিবে। এবং শ্রবণাযুক্ত দশমীতে প্রণাম করিয়া বিসর্জন করিবে।" এই বচন দ্বারা, এবং "আর্দ্রানক্ষত্রে দেবীকে বোধিত করিবে। মূলা নক্ষত্রে দেবীকে গৃহে প্রবেশ করাইবে, এবং পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া এই দুই নক্ষত্রে পূজা করিয়া, শ্রবণাতে বিসর্জন করিবে।" এই বচনে যেরূপ পূজার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতেও নবমীতিথিযুক্ত উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রেই যে দেবী পূজার শেষ হইয়া যাইবে, ইহাই প্রতীতি হইতেছে। আরও দেখ, "আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে নবরাত্রিব্যাপী—অর্থাৎ প্রতিপৎ হইতে ক্রমে নবমী পর্য্যন্ত দেবীপূজারূপ উৎসব করিবে, অথবা সপ্তমী হইতে নবমী পর্য্যন্ত ক্রমিক ত্রিরাত্রব্যাপী পূজোৎসব করিবে।" কৃত্যমহার্ণবধৃত ভবিষ্যোত্তরের এই বচন দ্বারাও দেবীপূজা যে নবমীতেই শেষ হইয়া যায় ইহাই প্রতীতি হইতেছে।

যাঁহারা তৃতীয় দিন নবমীপূজা করিয়া, চতুর্থ দিনে মুহূর্ত্তমাত্র তিথিতে বিসর্জন দিতে অসমর্থ হইয়া ঐ তৃতীয়দিনেই বিসর্জন দিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহারা এই স্থলটিও ভাল করিয়া দেখিবেন। কারণ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে তিন দিন পূজা করিয়া চার দিনের দিন বিসর্জন দিবে, ইহাই সাধারণ নিয়ম, ইচ্ছা করিয়া ইহার ন্যূনাধিক্য করিবে না। তবে পূজার অনুরোধে ন্যূনাধিক হইতে পারে, কিন্তু বিসর্জনের অনুরোধে কখনই ন্যূনাধিক করিবে না। এক্ষণে দেখুন পূজা তিন দিনের দিন নবমীতেই শেষ হইতেছে, তবে বিসর্জনের অনুরোধে তিন দিনের দিন বিসর্জন করিলে শাস্ত্র অমান্য করা হয় না কি?

পূজারূপ কর্মের যখন সেই দিনই শেষ হইতেছে, তখন সেই নবমীর দিনই দক্ষিণা দেওয়া উচিত, কারণ ছন্দোগপরিশিষ্টে কর্মের অন্তেই দক্ষিণা দিবার বিধান করা হইয়াছে। যথা "যে কর্মের জন্য যেরূপ দক্ষিণা দিবার কথা বলা হইল, সেই কর্মের অন্তে ব্রাহ্মণকে সেইরূপ দক্ষিণাই প্রদান করিবে। যে স্থলে বিশেষ করিয়া দক্ষিণার কোনরূপ প্রকার বলা হয় নাই সে স্থলে পূর্ণপাত্রাদিই দক্ষিণা হইবে।" ।। ১৮০ ।।

ব্রাহ্মণে ইতি কর্মকাররিক্তপলক্ষণম্। অত্র নবরাত্রিকমিত্যৌৎসর্গিকং তিথিবৃদ্ধিহ্রাসাভ্যামধিকন্যূনতাসম্ভবাৎ। অতএব প্রতিপদাদিতত্তিথিষু কৃত্যমাহ ভবিষ্যে,

"কেশসংস্কারদ্রব্যাণি প্রদদ্যাৎ প্রতিপদ্দিনে।
পট্টডোরং দ্বিতীয়ায়াং কেশসংযমহেতবে।।
দর্পণঞ্চ তৃতীয়ায়াং সিন্দূরালক্তকন্তথা।
মধুপর্কঞ্চতুর্থ্যাঞ্চ তিলকং নেত্রমণ্ডনম্।।
পঞ্চম্যামঙ্গরাগাংশ্চ শক্ত্যালঙ্করণানি চ।
ষষ্ঠ্যাং বিল্বতরৌ বোধং সায়ং সন্ধ্যাসু কারয়েৎ।।
সপ্তম্যাং প্রাতরানীয় গৃহমধ্যে প্রপূজয়েৎ।
উপোষণমথাষ্টম্যামষ্টশক্তেশ্চ পূজনম্।।
নবম্যামুগ্রচণ্ডায়াস্তদ্দেবার্চ্চনং দিবা।
পূজা চ বলিদানঞ্চ তদ্বৎসাতঃ প্রপূজয়েৎ।।
কুমারী পূজনীয়া চ ভূষণীয়া চ ভূষণৈঃ।
সংপূজ্য প্রেষণং কুর্য্যাদ্দশম্যাং শাবরোৎসবৈঃ।।
অনেন বিধিনা যস্তু দেবীং প্রীণয়তে নরঃ।
স্কন্দবৎ পালয়েত্তন্তু দেবী সর্ব্বাপদি স্থিতম্।।
পুত্রদারধনর্দ্ধীনাং সংখ্যা তস্য ন বিদ্যতে।
ভুক্ত্বেহ বিপুলান্ ভোগান্ প্রেত্য দেবীগণো ভবেৎ।।"

অত্র কল্পে প্রতিপদি কলসস্থাপনং যজমানস্নানার্থং দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণ্যাং যদুক্তং, তন্ন যুক্তং তস্য দেবীপূজানঙ্গত্বেন তত্র তদ্বিধানস্যাযুক্তত্বাৎ। মৎস্যপুরাণে গ্রহযোগ এব তস্যোক্তত্বাচ্চ। যদপি

"অগ্নির্ব্রহ্মা ভবানী চ গজবক্ত্রো মহোরগঃ।
স্কন্দো ভানুর্ম্মাতৃগণো দিক্‌পালাশ্চ নবগ্রহাঃ।।
এষাং ঘটে তু প্রত্যেকং পূজয়িত্বা যথাবিধি।
মূর্ত্তিং পবিত্রমেকৈকং দদ্যাদেব সমাহিতঃ।।"

ইতি কালিকাপুরাণীয়েন প্রতিপদি ব্রহ্মপূজনমাত্রমুক্তং, তন্ন যুক্তং, ব্রহ্মপূজনবদগ্ন্যাদিপূজনস্যাপি তত্তদ্বচনোক্তত্বেন তদভিধানস্যাপি যুক্তত্বাৎ, কিন্তু তদ্বচনং সামান্যতঃ পূজান্তরবিধায়কতয়া বোধ্যম্। মাৎস্যে,—

"অর্থহীনো দহেদ্রাষ্ট্রং, মন্ত্রহীনস্তথর্ত্বিজম্।
আত্মানং দক্ষিণাহীনো নাস্তি যজ্ঞসমো রিপুঃ।।"

অষ্টৌ দ্রব্যং। দেবীযাত্রাকালে নির্ম্মঞ্ছনবিধিমাহ পূজারত্নাকরে দেবীপুরাণং,—

"কৃত্বা পিষ্টপ্রদীপাদ্যৈশ্চূতাশ্বত্থাদিপল্লবৈঃ।
ওষধীভিশ্চ মেধ্যাভিঃ সর্ব্ববীজৈর্যবাদিভিঃ।।
নবম্যাং পর্ব্বকালেষু যাত্রাকালে বিশেষতঃ।
যঃ কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধয়া বীর দেব্যা নীরাজনং নরঃ।।
শঙ্খভের্য্যাদিনিনদৈর্জয়শব্দৈশ্চ পুষ্কলৈঃ।
যাবতো দিবসান্ বীর দেব্যা নীরাজনং কৃতং।।
তাবৎকল্পসহস্রাণি দুর্গালোকে মহীয়তে।
যস্তু কুর্য্যাৎ প্রদীপেন সূর্য্যলোকে মহীয়তে।।"

পর্ব্বকালে উৎসবকালে। দেব্যা ইতি স্ত্রীত্বমবিবক্ষিতং বিষ্ণ্বাদিপ্রতিমায়াং তথাচারাৎ। যাগাধিকারে হরেঃ স্তুতিমাহ মৎস্যপুরাণং,—

"প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।।"

কৃত্যমহার্ণবধৃতভবিষ্যশিবরহস্যয়োঃ,

"দশম্যাং দীয়তে যত্র বলিদানন্তু মানবৈঃ।
তদ্রাষ্ট্রং নাশমায়াতি নরকোপদ্রবৈঃ স্ফুটম্।।"

অত্রোক্তবিরুদ্ধবচনানি ভোজদেবজীমূতবাহনহলায়ুধরত্নাকরদুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী-বাচস্পতিমিশ্র-স্মৃতিসাগররায়মুকুটকৃত্যমহার্ণব-প্রভৃতিভির্ন লিখিতানি, বিজয়াদশমীমধি-কৃত্য

"দশমীং যঃ সমুল্লঙ্ঘ্য প্রস্থানং কুরুতে নৃপ।
তস্য সংবৎসরং রাষ্ট্রে ন কাপি বিজয়ো ভবেৎ।।"

দশম্যাং খড়্গাদিযাত্রামাহ রাজমার্ত্তণ্ডঃ,

"কার্য্যবশাৎ স্বয়মগমে ভূভর্ত্তুঃ কেচিদাহুরার্য্যাঃ।
ছত্রায়ুধাদামিষ্টং বৈজয়িকং নির্গমে কুর্য্যাৎ।।"

জ্যোতিষে,

"হস্তাং গতে তু মিত্রে যয়া দিশা খঞ্জনং নৃপো যাত্তম্।
পশ্যেত্তয়া প্রয়াতস্য ক্ষিপ্রমরাতিব শমুপৈতি।।"

মিত্রে সূর্য্যে। তথা,

"কৃত্বা নীরাজনং রাজা বলবৃদ্ধ্যৈ যথাবলম্।
শোভনং খঞ্জনং পশ্যেজ্জলগোগোষ্ঠসন্নিধৌ।।
নীলগ্রীব শুভগ্রীব সর্ব্বকামফলপ্রদ।
পৃথিব্যামবতীর্ণোঽসি খঞ্জরীট নমোঽস্তু তে।।"

বসন্তরাজে,

"দৃষ্টোদিতেঽগস্ত্যমুনৌ সুদেশে,
সুচেষ্টিতং খঞ্জনকো বিদধ্যাৎ।" ইত্যুপক্রম্য,

"ত্বং যোগযুক্তো মুনিপুত্রকস্ত্বমদৃশ্যতামেষি শিখোদ্গমেন।
ত্বং দৃশ্যসে প্রাবৃষি নির্গতায়াং ত্বং খঞ্জনাশ্চর্য্যময়ো নমস্তে।।"

এতদ্বচনাদ্ যদা শিরসি শিখোদ্গমস্তদা খঞ্জনো ন দৃশ্যতে, অগস্ত্যোদয়ানন্তরং শিখাবিগমাৎ পুনর্দৃশ্যতে। দর্শনফলম্,

"অব্জেষু গোষু গজবাজিমহোরগেষু
রাজ্যপ্রদঃ কুশলদঃ শুচিশাদ্বলেষু।
ভস্মাস্থিকেশনখলোমতুষেষু দৃষ্টো
দুঃখং দদাতি বহুশঃ খলু খঞ্জরীটঃ।।" বর্ষকৃত্যে,

"বিত্তং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ং
যাম্যে ব্যাধিভয়ং সুরদ্বিষি কলির্লাভঃ সমুদ্রালয়ে।
বায়ব্যাং বরবস্ত্রগন্ধসলিলং দিব্যাঙ্গনা চোত্তরে
ঐশান্যাং মরণং ধ্রুবং নিগদিতং দিগ্‌লক্ষণং খঞ্জনে।।
জ্যোষ্ঠীরুতে ক্ষুতেঽপ্যেবমূচুঃ কেচিচ্চ কোবিদাঃ।"

ক্ষুতে তু মদনপারিজাতধৃতং,

"জীবেতি ক্ষুবতো ব্রূয়াজ্জীবেত্যুক্তস্ত্বয়া সহ।"

"অশুভং খঞ্জনং দৃষ্ট্বা দেবব্রাহ্মণপূজনম্।
দানং কুর্ব্বীত কুর্য্যাচ্চ স্নানং সর্ব্বৌষধীজলৈঃ।।" ১৮১।।

ইতি বন্দ্যঘটীয়শ্রীহরিহরভট্টাচার্য্যাত্মজশ্রীরঘুনন্দনভট্টাচার্য্যবিরচিতং দুর্গোৎসবতত্ত্বং সমাপ্তম্।

উক্ত বচনে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবার কথা থাকিলেও, উহার দ্বারা যে কর্ম্ম করাইবে, সেই ব্রাহ্মণকেই বুঝিতে হইবে। উক্ত বচনে যে "নবরাত্রিক" (নবরাত্রিব্যাপী) কথাটির প্রয়োগ করা হইল, উহা সচরাচর ঐরূপ হয় বলিয়াই, নতুবা

উহা ছাড়া, নবরাত্রি গণনা করিয়াই যে, উৎসব করিতে হইবে, এমন কোন নিয়ম করা হয়নাই। কেননা, তিথির বৃদ্ধি এবং হ্রাস নিবন্ধন কোন বৎসর উৎসব নয় রাত্রির অধিক কাল স্থায়ীও হইতে পারে, এবং কোন বৎসর বা নয় রাত্রির ন্যূন কাল স্থায়ীও হইতে পারে। এই জন্যই ভবিষ্যপুরাণে প্রতিপদ হইতে পর পর তিথিরই নাম করিয়া, যে তিথিতে যাহা করিতে হইবে, স্পষ্ট করে তাহা বলা হইয়াছে। যথা "প্রতিপৎ তিথিতে কেশ-সংস্কারক দ্রব্য (মাথাঘসা প্রভৃতি) প্রদান করিবে। দ্বিতীয়াতে পট্ট ডোর (পাটের চুলে বিনান দড়ি) কেশ-বন্ধনের হেতু প্রদান করিবে। তৃতীয়াতে দর্পণ, সিন্দূর এবং আলতা প্রদান করিবে। চতুর্থীতে মধুপর্ক, টিপ, এবং চোখের ভূষণ (কাজল) প্রদান করিবে। পঞ্চমীতে অঙ্গরাগ সকল এবং যথাশক্তি অলঙ্কার দান করিবে। ষষ্ঠীতে সায়ংসন্ধ্যার সময় বিল্ববৃক্ষে দেবীর বোধন করাইবে। সপ্তম দিন প্রাতঃকালে গৃহমধ্যে দেবীকে প্রবেশ করাইবে। অষ্টমীতে উপবাস এবং অষ্ট শক্তির পূজা করিবে। নবমীর দিবাভাগে ঐরূপ উগ্রচণ্ডার পূজা, দেবীর পূজা, বলিদান করিবে এবং কুমারীকে পূজা করিয়া অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত করিবে। দশমীতে পূজা করিয়া শাবরোৎসবের সহিত বিসর্জ্জন করিবে। যে মনুষ্য এই বিধি অনুসারে দেবীর প্রীতি উৎপাদন করে, সে ব্যক্তি যে কোন আপদে পড়ুক না কেন, দেবী তাহাকে স্কন্দের মত রক্ষা করেন। তাহার পুত্র, দারা, ধন ও সমৃদ্ধির হ্রাস থাকে না এবং সে ব্যক্তি ইহলোকে বিপুল বিষয় ভোগ করিয়া, পরলোকে যাইয়া দেবীর গণরূপে অবস্থান করে।

উপরে পূজার যে কল্প বলা হইল, উহার মধ্যে দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণীতে প্রতিপদে যজমানের স্নানের জন্য কলস স্থাপনরূপ যে একটি কার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা অযৌক্তিক বলিয়াই প্রতীত হইতেছে, কারণ যজমানের স্নানের জন্য কলস স্থাপন দেবী-পূজার অঙ্গের মধ্যেই পরিগণিত নহে, সুতরাং তাহার জন্য একটা বিধান করাই অনাবশ্যক। আরও দেখ, মৎস্যপুরাণে চন্দ্রাদির গ্রহণসময়েই যজমানে স্নানের জন্য ঐরূপ কলস-স্থাপনরূপ কার্যটী বিহিত হইয়াছে। আবার ঐ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণীতেই "অগ্নি, ব্রহ্মা, ভবানী, গণেশ, অনন্তনাগ, কার্ত্তিকেয়, সূর্য্য, মাতৃগণ, দিক্‌পাল সকল এবং নবগ্রহ, সমাহিতচিত্তে ঘটের উপর উহাদের মূর্ত্তি পূজা করিয়া, প্রত্যেককে এক একটী যজ্ঞোপবীত দান করিবে।" এই কালিকা পুরণীয় বচনকে প্রমাণরূপে অবলম্বন করিয়া প্রতিপদের দিন যে কেবল ব্রহ্মপূজার বিধান করা হইয়াছে, তাহা যুক্তিসঙ্গত হয় নাই। কারণ ঐ বচন-অনুসারেই যদি ব্রহ্মার পূজাদি করিতে বিধান করা হইয়া থাকে; তবে ঐ বচনে ত অগ্নি প্রভৃতি আরও কতকগুলি দেবতার নামও উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের পূজারও তবে বিধান করা উচিত ছিল। ফলকথা, কালিকাপুরাণের বচনটী দেবীপূজার প্রাকরণিক নহে, উহা দ্বারা সাধারণতঃ পূজার আর একটী প্রকার বলা হইয়াছে মাত্র।

এক্ষণে পূর্ব্ব প্রস্তাবিত দক্ষিণার কথার আবার উপসংহার করিতেছেন। কর্ম্মান্তে

দক্ষিণা যে অবশ্য দেয়, এ কথা মৎস্যপুরাণেও বলা হইয়াছে। যথা—"যজ্ঞ অর্থহীন হইলে রাষ্ট্রকে নষ্ট করে, মন্ত্রহীন হইলে পুরোহিতকে নষ্ট করে এবং দক্ষিণাহীন হইলে আপনাকে নষ্ট করে, সুতরাং যজ্ঞের তুল্য শত্রু আর দ্বিতীয় নাই।" মূল বচনে যে, অর্থ শব্দটী আছে, তাহার অর্থ ধন।

গৃহ হইতে যাত্রাকালে যে দেবীর আরতি করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে পূজারত্নাকর নামক নিবন্ধে দেবীপুরাণের একটী বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"হে বীর! যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ-ভক্তিসহযোগে পিটুলীর প্রদীপাদি দ্বারা, পবিত্র অশ্বত্থপল্লব দ্বারা এবং পবিত্র ওষধী ও যবাদি সর্ব্বপ্রকার বীজ দ্বারা নবমীতে এবং অন্যান্য উৎসবকালে বিশেষতঃ গৃহ হইতে যাত্রাকালে, শঙ্খ, ঘণ্টা এবং ভেরীর নিনাদ ও বিপুল জয়ধ্বনির সহিত দেবীর আরতি করিবে, ঐ ব্যক্তি যে কয়দিন ঐরূপ আরতি করিবে, তাবৎ সহস্রকল্প পর্য্যন্ত দেবীলোকে পূজিতহইয়া থাকিবে। আর যে মনুষ্য কেবলমাত্র প্রদীপ দ্বারা আরতি করিবে, সে সূর্য্যলোকে পূজিত হইয়া থাকে। মূল বচনে যে, পর্ব্বকাল কথাটি আছে, তাহার অর্থ উৎসবকাল। বচনে "দেবীর আরতি" করার কথা বলা হইলেও দেবের আরতিও বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ স্ত্রীলিঙ্গ দেবী শব্দ উল্লিখিত হইলেও উহা দ্বারা পুংলিঙ্গ দেব শব্দেরও গ্রহণ করা যাইবে, কেবল স্ত্রীলিঙ্গ দেবী শব্দস্থলেই যে, ঐ বচনের প্রয়োগ করিতে হইবে, এরূপ বচনকারের অভিপ্রায় নহে, কেননা আমরা বিষ্ণু প্রভৃতি পুরুষ দেবতার প্রতিমার আরতি করার পদ্ধতি দেখিতে পাই। যে কোন যাগ যজ্ঞের অনুষ্ঠানসময়ে যে প্রকারে শ্রীহরির স্তব করিতে হইবে, তাহা মৎস্য পুরাণে বলা হইয়াছে, যথা "সর্ব্ববিধ যজ্ঞের অধীশ্বর শ্রীহরি আমার এই কার্য্যে প্রীত হউন, কারণ তাঁহার সন্তোষে সমুদায় জগৎ সন্তোষ লাভ করে, এবং তিনি প্রীত হইলে, সমুদায় জগৎ প্রীত হয়।" কৃত্যমহার্ণব নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণ এবং শিবরহস্য নামক গ্রন্থে এইরূপ একটী বচন দৃষ্ট হয়—"যে রাজ্যে মনুষ্যগণ দশমীতে বলি প্রদান করে, সেই রাজ্য নিশ্চয়ই নানাবিধ মড়ক ও উপদ্রবে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।" ভোজদেব জীমূতবাহন, হলায়ুধ, রত্নাকরকার, দুর্গাভক্তি-তরঙ্গিণীর রচয়িতা বাচস্পতি মিশ্র, স্মৃতিসাগরকার, রায়মুকুট এবং কৃত্যমহার্ণবকার প্রভৃতি উপরে যাহা উক্ত হইল, তাহার বিরুদ্ধে কোন বচনই লেখেন নাই।

বিজয়া দশমীর প্রকরণে বলা হইয়াছে যে, "যে রাজা দশমী তিথিকে উত্তীর্ণ করিয়া বিজয়ার্থ প্রস্থান করে। সেই রাজার সেই বৎসর একবারও বিজয় লাভ হয় না। দশমী তিথির মধ্যে রাজা স্বয়ং প্রস্থান করিতে না পারিলে খড়্গাদি অস্ত্রেরও দিনেই প্রস্থান করান উচিত, এ কথা রাজমার্ত্তণ্ডেও বলা হইয়াছে, যথা—"কার্য্যবশতঃ ভূপতি স্বয়ং প্রস্থানে অশক্ত হইলে, কোন কোন আচার্য্যগণ এইরূপ বিধান করিয়াছেন যে, রাজার প্রিয় আয়ুধ এবং ছত্র প্রভৃতিকে বিজয়ার্থ প্রস্থান করাইবে।" জ্যোতিষে বলা হইয়াছে, 'সূর্য্য হস্তানক্ষত্রে গমন করিলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের শুক্লদশমীতে নৃপতি, খঞ্জন

পক্ষীকে যেদিকে উড়িয়া যাইতে দেখিবে, সেই দিকে যদি গমন করে, তাহলে, শত্রু অবিলম্বেই তাহার বশীভূত হইবে।'' সংস্কৃত বচনে যে মিত্র শব্দ আছে, তাহার অর্থ সূর্য্য। ঐ জ্যোতিষে আরও বলা হইয়াছে যে, 'রাজা বলবৃদ্ধির জন্য যথাশক্তি নীরাজন—অর্থাৎ অশ্বাদির আরতি করিয়া জল এবং গরুর গোষ্ঠের নিকট শোভন খঞ্জন পক্ষীকে দর্শন করিবে এবং এই বলিয়া প্রণাম করিবে, ''হে নীলগ্রীব! হে সুন্দরকণ্ঠ! তুমি পৃথিবীর সর্ব্ববিধ কামনার ফলপ্রদানরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছ, হে খঞ্জরীট! তোমার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিতেছি। বসন্তরাজ নামক গ্রন্থে 'অগস্ত্য মুনির উদয় হইবার পর শুভদেশে দৃষ্ট খঞ্জন শুভ কার্য্য সম্পাদন করে,'' এইরূপে আরম্ভ করিয়া, ''হে খঞ্জন! তুমি যোগযুক্ত, তুমি মুনির পুত্র, তোমার শিখা উদগত হইলে, তুমি অদৃশ্য হও। আবার বর্ষাকালে অতীত হইলে তুমি দৃশ্য হও। হে খঞ্জন! তোমার চরিত্র অতি অদ্ভুত, তোমাকে নমস্কার করি।' এই বচন হইতে জানা যাইতেছে যে, যৎকালে খঞ্জনের শিখা উদগত হয়, তখন সে অদৃশ্য হয় এবং অগস্ত্যের উদয়ে উহাদের শিখা খসিয়া পড়িলে উহারা দৃশ্য হয়। ঐ গ্রন্থে দর্শনের ফলও বলা হইয়াছে, যথা,— ''এই খঞ্জন পক্ষী অজের উপর, গরুর উপর, হস্তী ঘোটক এবং সর্পের উপর দৃশ্য হইলে, রাজ্যফল প্রদান করে। শুচি শাদ্বলভূমিতে দৃষ্ট হইলে কুশল প্রদান করে। ভস্ম, অগ্নি, কেশ, নখ, লোম এবং তুষের উপর দৃষ্ট হইলে বহুবিধ দুঃখ দান করে। বর্ষকৃত্য নামক গ্রন্থে দিক্‌ভেদে খঞ্জনদর্শনের এইরূপ শুভা শুভফল কথিত হইয়াছে, যথা,— উর্দ্ধ দিকে দৃষ্ট হইলে ধন প্রদান করে, পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হইলে অতুল কার্য্য সিদ্ধি হয় অগ্নিকোণে দৃষ্ট হইলে ভয় হয়, দক্ষিণ দিকে অগ্নিভয়, নৈঋতকোণে কলহ, পশ্চিম দিকে লাভ হয়। বায়ুকোণে খঞ্জনদর্শনে উত্তম বস্ত্র গন্ধদ্রব্য এবং জল লাভ হয়, ঈশানকোণে খঞ্জনদর্শনে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। খঞ্জনদর্শনে দিক্‌ভেদে এইরূপ ফলভেদ হয়।

কোন কোন পণ্ডিতগণ হাঁচি টিক্‌টিকির ডাকবিষয়েও ঐরূপ দিক্‌ভেদে ফলভেদের কথা বলেন। হাঁচির বিষয়ে মদন পারিজাত নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে—''কেহ হাঁচিলে নিকটস্থ ব্যক্তি ''জীব'' (বেঁচে থাক) এই কথা বলিবে। ঐ কথা শুনিয়া যাহার হাঁচি হইয়াছিল, তাহাকে (ত্বরা সহ) এই কথা বলিতে হইবে। যাহা হউক অশুভকারী খঞ্জন দেখিয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিবে, দান করিবে, এবং সর্ব্বৌষধীজলে স্নান করিবে। ১৮১।।

ইতি দুর্গোৎসব-তত্ত্ব সমাপ্ত।